চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 49 Thursday, 18 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা ✱ ৩ মাঘ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। তার মানে দিদি আপনাদের পাশে আছেন। লক্ষ্মীভাণ্ডারের টাকায় কেউ কিনছেন লিপস্টিক। আবার কত কী। বললেন শতাব্দী। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বুধবারও উত্তপ্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। এদিন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার কলেজ এলে তাকে কালো পতাকা দেখানো হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

চিন সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় নিজেদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। যা ভারতের জন্য অস্বস্তিকর। এরফলে ভারত মহাসাগরের উপরে চিনের নজরদারি আরও বৃদ্ধি পাবে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় সেট জেতার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যালেক্সেই পপিরিন। কিন্তু সেখান থেকে ফিরলেন নোভাক জকোভিচ। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আপনারা তো তবু বেতন পাচ্ছেন, যাঁরা রাস্তায় বসে তাঁদের কথা ভাবুন কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ 'আন্দোলনকারীদের দিকের ছুরির ধার বেশি।' নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এমন মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক। যে সব চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায় বসে দিনের পর দিন আন্দোলন করে চলেছেন, তাঁদের আর্থিক অবস্থা কী, সেটাও ভাবার কথা বলেছেন বিচারপতি। বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের আইনজীবীর উদ্দেশে বুধবারের শুনানিতে এ কথা বলেন তিনি। নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত শেষ করে হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়েছে সিবিআই। সেই মামলার শুনানি চলছে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে। বুধবারের শুনানিতে এসএসসি-র এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চাকরিপ্রাপকরা। বিতর্কিত চাকরি প্রাপকদের আইনজীবী উৎকর্ষ কৌশিক এদিন সওয়াল করেন, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সব থেকে নীচের স্তরে রয়েছেন গ্রুপ ডি পদের চাকরি প্রাপকরা। তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে সবথেকে দুর্বল বলে সওয়াল করা হয় এদিন। আইনজীবী বলেন, ''কতদিন এই আইনি লড়াই

চালাতে পারব?'' বিচারপতি বসাক তাঁদের উদ্দেশে বলেন, ''আপনারা তো তবু চাকরিতে বহাল আছেন, বেতন পাচ্ছেন। তাঁদের কথা ভাবুন আছে, যাঁদের চাকরি নেই।'' এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন, ''যদি একটা ছুরির দু'দিক দিয়েই কাটা যায় এবং সেই ছুরির একদিকে আন্দোলনকারীরা এবং অন্যদিকে বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকরা থাকেন, তাহলে যেদিকে আন্দোলনকারীরা আছেন সেদিকের ধার বেশি। তাঁরা আপনাদের থেকেও বেশি গরীব। তাঁরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।'' এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিতর্কিত চাকরি প্রাপকরা। আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র এদিন সওয়াল করেন, নিয়োগপত্র পাওয়ার পর কমিশনের কোনও এক্তিয়ারই নেই তা প্রত্যাহার করার। চাকরিপ্রাপকদের দাবি, নিয়োগপত্র পাওয়ার পরই অস্তিত্ব হারায় সুপারিশপত্র। সেই অস্তিত্বহীন সুপারিশ পত্র কী করে প্রত্যাহার করে স্কুল সার্ভিস কমিশন? সেই প্রশ্নই তুলেছেন তাঁরা। এ কথা শুনে বিচারপতি দেবাংশু বসাক প্রশ্ন করেন, ''স্কুল সার্ভিস কমিশন সুপারিশ করলেই কি রাজ্য তাকে নিয়োগ দিতে বাধ্য?'' উত্তরে আইনজীবী বলেন, ''না, সেটা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু সাধারণভাবে সুপারিশ করা হলে রাজ্য নিয়োগপত্র দেয়। যদি না নিয়োগপত্র দেয়, তাহলে তার কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়।'' বিচারপতির মন্তব্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেই নিয়োগপত্র পাওয়ার অধিকার জন্মায় না।

আমাকে এত মেরেছে, মাটিতে বসতে পারি না

গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ সেই বাম জমানা থেকে লড়াকু বিরোধী নেত্রী হিসেবে তাঁর পরিচয়। রাস্তায় নেমে, মাঠে-ময়দানে পড়ে থেকে রাজনীতি করেছেন। তারপর দীর্ঘ তিন দশকের বাম রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল সরকার গঠন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মজয়ন্তীর এক অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''আমাকে এত মেরেছে, আমি মাটিতে বসতে পারি না।'' এদিন গুরুদ্বারে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, তাঁরও ইচ্ছে সকলের সঙ্গে বসে 'লঙ্গর' করার। অর্থাৎ, সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া। সেই সময়ই মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, তাঁর শারীরিক সমস্যার কথা। এদিন সন্ধেয় গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান থেকে হালুয়া খেয়ে যাবেন বলেও জানালেন মমতা। সেই সময়ই সকলের সঙ্গে 'লঙ্গর' করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে মমতা বললেন, ''আমি একদিন আপনাদের সঙ্গে বসে লঙ্গড় করব। কিন্তু আমি নীচে বসতে পারব না। আপনাদের অনুমতি থাকলে, চেয়ারে বসে লঙ্গড় করব। কখনও না কখনও তো সুযোগ আসবে।'' বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সংগ্রামের কথা তৃণমূলের প্রতিটি কর্মী-সমর্থকের মুখে মুখে ঘোরে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা নিজেও

একাধিকবার বলেছেন, তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চোটের কথা। এর আগে মমতা একবার বলেছিলেন, ''আমরা জিন্দা লাশ হয়ে বেঁচে আছি। সারা শরীরে মারের চোট নিয়ে।'' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পায়ের সমস্যা নিয়েও অনেকদিন ভুগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফরকালে হেলিকপ্টার বিভ্রাটে পায়ে চোট পেয়েছিলেন মমতা। পরে স্পেন সফরকালে আবারও সেই জায়গাতেই চোট লেগেছিল। শারীরিক সমস্যার জন্য গত বছর দুর্গাপুজোর উদ্বোধনও ভার্চুয়ালি সেরেছিলেন মমতা। আজ নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, কাজের ফাঁকি বরদাস্ত করা হবে না। তিনি এদিনের বৈঠকে বলেন, ''কাজে ফাঁকি দিলে বা অসহযোগিতা করলে পারফর্মেন্স রিভিউ করে দেখো। যদি খারাপ পারফরমেন্স হয়, চাকরি থেকে বের করে দাও। আমি এমনই রাফ অ্যান্ড টাফ।'' এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী সহ সব দপ্তরের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের সিপি বিনীত গোয়েল। ভার্চুয়ালি ছিলেন সব জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনররা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে জনসংযোগ কর্মসুচী। গ্রামে গ্রামে বুথ স্তরে গিয়ে সরকারি আধিকারিকদের মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তাঁর নির্দেশ দরকার হলে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সবার ছুটি বাতিল করে দেওয়া হোক। কিন্তু কাজে ফাঁকি আর আমি মেনে নেব না। মুখ্যসচিবকে তাঁর নির্দেশ, ''সার্ভিল রুল দেখুন। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের এবিষয়ে নিয়ম কানুন দেখুন। যাঁরা কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।'' নবান্ন সূত্রে খবর, সরকারি কর্মচারীদের সারাবছরের কাজের খতিয়ান দেখে প্রয়োজনে আগাম অবসর নিতে বাধ্য করা যেতে পারে। তবে, এধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আইন ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। যেমন সার্ভিস রুলের সেকশন ৫৬ জে ধারায় চাকরি যাওয়ার কথা বলা নেই। তবে সার্ভিস ব্রেক হতে পারে। এর ফলে অবসরকালীন সুবিধা পাওয়া ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

কংগ্রেসের গরিবি হটাও স্লোগানকে কটাক্ষ

একই সঙ্গে কেরলের এলডিএফ ও ইউডিএফ-কে নিশানা মোদির

ত্রিশুর, ১৭ জানুয়ারিঃ কংগ্রেস যে দারিদ্র দূরীকরণের স্লোগান দিয়েছেন, সেই কাজ তারা করেছেন। সারা দেশে তাদের (বিজেপি) কাজ সেটাই বলে দিচ্ছে। দু'দিনের কেরল সফরে গিয়ে এই ভাষাতেই কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী জয়ের সংকল্পও দিয়েছেন। দু'দিনের সফর শেষে এদিনই তিনি দিল্লি ফিরেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, বিজেপি সরকারের নীতির ''কেরলের বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর ট্র্যাক রেকর্ড দুর্নীতির ইতিহাসের সমার্থক। এই কথাটা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নয় বছর আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি!'' বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদি শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জ সম্মেলনে দাবি করেন, বিজেপিই ভারতের একমাত্র দল, যাদের দ্রুত বৃদ্ধির ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

প্রভাব সারা দেশেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত নয় বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, ''এই দেশে পাঁচ দশক ধরে কংগ্রেস দারিদ্র দূরীকরণের স্লোগান দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র থেকে বের করে এনেছে।'' প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগে নীতি আয়োগের তরফে তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়েছে, গত নয় বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। জয়ের ফর্মুলা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ''বিজেপির সংকল্প হওয়া উচিত, প্রতিটি বুথে জয় আসবে। বিজেপি যদি প্রতিটি বুথে জিততে পারে, তাহলে কেরলের নির্বাচনে জয় আসবে।'' এজন্য বিজেপির নেতা-কর্মীদের আরও কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি প্রতিটি ভোটারের দিকে মনোযোগও দিতে বলেছেন। বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি আরও বলেছেন, কেরলের মানুষ তাঁকে যে ভালবাসা ও স্নেহ দেখিয়েছে, তাতে তিনি অভিভূত। তিনি কোচিতে এবং ত্রিপ্রয়ার শ্রী রামস্বামী মন্দিরে যাওয়ার পথে পাওয়া জনগণের আশীর্বাদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ত্রিশুরে নারী শক্তি সম্মেলনের সময় কেরল বিজেপি কর্মীদের সম্ভাবনা তিনি দেখেছেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ''একটি শক্তিশালী সংগঠনই বড় সম্মেলন করতে পারে।'' প্রধানমন্ত্রী মোদি এদিন সকালে ত্রিশুরের গুরুভায়ুর শ্রী কৃষ্ণস্বামী মন্দিরে অনুষ্ঠিত অভিনেতা ও প্রাক্তন সাংসদ সুরেশ গোপীর কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। মঙ্গলবার কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, রাজ্যপাল মহঃ আরিফ খান। তারপরে তিনি সেখানে রোড শো করেন। প্রসঙ্গত গত দু'সপ্তাহের মধ্যে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির দ্বিতীয় কেরল সফর।

শাহজাহানের খোঁজে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ টিম গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালি কাণ্ডের পর ১২ দিন অতিক্রান্ত। এখনও অধরা সন্দেশখালির বাদশা। নিখোঁজ শাহজাহানের খোঁজে এবার রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত করবে সিবিআই। নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর। আদালত জানিয়েছে, এই বিশেষ তদন্তকারী দল প্রয়োজনে আধা সেনা ও রাজ্য পুলিশের সহযোগিতা নিতে পারবে। তদন্তকারী দলের মাথায় যৌথভাবে থাকবেন সিবিআইয়ের ও রাজ্যের এস পি পদমর্যাদার অধিকারিক। তদন্তকারী দলে থাকবেন ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের এসপি জাসপ্রীত সিং। যৌথ তদন্তের মাথায় সিবিআই তাঁদের কোন আধিকারিককে রাখতে চান, তা আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের মধ্যে আদালতকে জানাতে হবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে। বিচারপতি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, আদালতের নজরদারিতেই চলবে যৌথ তদন্ত। এই বিশেষ তদন্তকারী দল রাজ্য বা কেন্দ্র কোথাও রিপোর্ট জমা দিতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া জমা দেওয়া যাবে না চূড়ান্ত রিপোর্টও। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে মারধর খেয়েছিলেন ইডি অফিসাররা। শাহজাহানে নাগালও তাঁরা পাননি। শাহজাহান পলাতক। তাঁকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। এই অবস্থায় ইডি আদালতে দাবি করে যে সন্দেশখালি কাণ্ডে তদন্তের ভার রাজ্য পুলিশের হাত থেকে নিয়ে সিবিআইকে দেওয়া হোক। তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যৌথ তদন্তের নির্দেশই দিয়ে থাকে আদালত। এক্ষেত্রেও আদালতও যে এরকম কিছু একটা নির্দেশ দিতে পারে, তা আন্দাজ করে এদিন সিবিআইয়ের তরফে গোড়াতেই রাজ্যের সঙ্গে যৌথ তদন্তে আপত্তির কথা আদালতকে জানিয়েছিলেন আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। তিনি বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, অতীতে যৌথ তদন্তের ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাজ্য সহযোগিতা করেনি। তবে সিবিআইয়ের আপত্তি উড়িয়ে বিচারপতি যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে স্পষ্ট করেছেন, আদালতের নজরদারিতে তদন্ত হবে। অর্থাৎ যৌথ তদন্তে কোনও পক্ষ অসহযোগিতা করলে সরাসরি আদালতে এসে জানানোর সুযোগ থাকছে অপর পক্ষের।

মহিলাদের জন্য আসছে 'সেফ হেভেন', জমি দিলেই বাকি দায়িত্ব কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারিঃ মহিলাদের 'অমৃত কাল'-এর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবার জমি চাইল কেন্দ্র। দেশের কর্মরত মহিলাদের থাকার জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় বানাতে চাইছে দিল্লি। সেই মর্মে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির থেকে জমি চাওয়া হয়েছে। চিঠি পাঠানো হয়েছে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিব সেই চিঠিতে জানিয়েছেন, কর্মরত মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে 'সখী নিবাস' তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি জমির ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে বাকি সব খরচ বহন করবে কেন্দ্রই। মহিলাদের হস্টেল তৈরি থেকে শুরু করে, তা পরিচালনা করা সব খরচ বহন করবে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে ১০ দিনের মধ্যে এমন সম্ভব্য জমির তালিকা পাঠানোর জন্য। অন্তত ১০-১৫টি এমন জায়গা চিহ্নিত করে একটি তালিকা বানিয়ে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশের উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের তাক লাগানো পারফর্ম্যান্স দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, কর্মরত মহিলাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। এমন অবস্থায় তাই গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা আনতে চাইছে কেন্দ্র। অনেক মহিলাই কর্মসংস্থানের আরও ভাল সুযোগ পাওয়ার জন্য গ্রাম ছেড়ে কলকাতার মতো মেট্রো শহরগুলিতে, কিংবা অন্যান্য বড় শহরগুলিতে থাকতে শুরু করেছেন। ফলে তাঁদের একটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ঠিকানা দরকার হচ্ছে শহর ও শহরতলিতে। আর এক্ষেত্রে এই 'সখী নিবাস' কর্মরত মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে পারে বলে মনে করছে কেন্দ্র। ইউজিসির সচিব মনীশ জৈন জানাচ্ছেন, এই সখী নিবাস মহিলাদের জন্য একটি 'সেফ হেভেন' হয়ে উঠবে। কী কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে কর্মরত মহিলাদের এই সিকিওর হাভেনে? স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ারের বন্দোবস্তও রাখতে চাইছে কেন্দ্র। কর্মরত মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হোস্টেল পরিষেবা চালু করার টার্গেট নিয়েছে কেন্দ্র।

গঙ্গাসাগর থেকে ৩৮ কোটি টাকা তুলেছে রাজ্য!

পুণ্যার্থীরা কীভাবে লুঠ হয়েছেন প্রমাণ দিলেন বিরোধী দলনেতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের থেকে রীতিমতো 'লুঠ' হয়েছে। ভেসেল, নৌকোয় ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে ৩৪৪ গুণ। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেছেন, যে ভাড়া ৯ টাকা, তা মেলার সময়ে নেওয়া হয়েছে ৪০ টাকা। এক লাফে ৩১ টাকা বৃদ্ধি। অঙ্ক কষে শভেন্দু হিসাব দেখালেন শতাংশের বিচারে তা বেড়েছে ৩৪৪ গুণ। তিনি এটাও জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলায় স্বাভাবিক বা অন্য সময়ের ভাড়ার তুলনায় ভেসেলের ভাড়া ৭৬ টাকা করে বেশি নিয়েছে রাজ্য সরকার। আর ৫০ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে সেভাবে নেওয়া হলে ৩৮ কোটি

টাকা তুলেছে রাজ্য সরকার। দাবি শুভেন্দু অধিকারীর। উদাহরণ হিসাবে তিনি উল্লেখ্য করেছেন, নামখানা থেকে বেনুবনে অন্য সময়ে ভাড়া থাকে ৪০ টাকা। মেলার সময়ে তা নেওয়া হয়েছে ৮৫ টাকা। যা ১১২.৫ শতাংশ বেশি বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আর কচুবেড়িয়া থেকে ৮ নম্বর লটে ভাড়া ৯ টাকা। অথচ মেলার সময় ৪০ টাকা নেওয়া হয়েছে। যা এক লাফে ৩১ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেটাই বেড়েছে ৩৪৪ গুণ। মেলায় এই ভাবে ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে মমতা সরকারকে বিঁধতে গিয়ে রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। সঙ্গে লেখেন, টেটের প্রশ্নপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গও। শুভেন্দুর মতে, ঠিক একইভাবে নিয়োগ না হলেও টেট পরীক্ষার জন্য ফর্মের দাম এক লাফে ১০০ থেকে ৫০০ করা হয়েছে। শতাংশের বিচারে ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি। যার মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ১৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা তুলেছে বলেও এক্স মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা। তবে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাই প্রথম নয়, এর আগেও বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার এই একই অভিযোগ করেছিলেন মেলা প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়েই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর যাওয়ার পরদিনই সেখানে গিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মেলা প্রাঙ্গনের বিভিন্ন অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। তখনই তিনি অভিযোগ করেছিলেন, এখানে বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং করে পুন্যার্থীদের উদ্দেশে বলা হচ্ছে সরকারের নির্ধারিত ভাড়া দিতে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা তো এতটা ঘুরলাম, কোথাও তো কোনও বোর্ড দেখতে পেলাম না, কোথায় সরকারের বেঁধে দেওয়া রেট চার্ট? তাহলে পুন্যার্থীরা জানবেন কীভাবে? এখানে তো রীতিমতো লুঠ চলছে। এই ঘটনায় সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, ''বিরোধী দলনেতা ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশে যে মন্তব্য করেছেন, তা অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন। কারণ আগের সরকার গঙ্গাসাগর মেলার ভাড়া বৃদ্ধি করেনি। তবে পুণ্যার্থীদের থাকার জায়গা করে ৫ টাকা করে ট্যাক্স নিত। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পুণ্যার্থীদের ওপর থেকে কর তুলে নেওয়া হয়েছে। কোনও রেট, বাসভাড়া কিছুই বাড়ানো হয়নি। যা রেট ছিল, সেটাই আছে।''

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন 'সংহতি যাত্রায়' মমতা

তার আগেই পথে কলকাতার বাম বুদ্ধিজীবীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। তারপরেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন। দেশজুড়ে তুঙ্গে তরজা। যে দিন অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে, সে দিনই রাজ্যে 'সংহতি যাত্রা'র ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান মমতা। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চার মধ্যেই এবার পথে নামতেে চলেছে বাম বুদ্ধিজীবীরা। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক কর্মীরা আগামী ২০ জানুয়ারি বিকেল ৩টে থেকে ৬টা অবধি রাণুচ্ছায়া মঞ্চে একটি নাগরিক সভার ডাক দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিবৃতি দিয়ে সে কথা জানিয়েছেন রজত বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভায় বামেদের রাজ্য নেতৃত্ব থাকতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন স্তরের নেতারাও থাকবেন। একইসঙ্গে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের কাছেও আসার আহ্বান করা হয়েছে। তাঁরাও থাকবেন। থাকবেন বুদ্ধিজীবী মহলের একাধিক বিশিষ্টজনেরাও। থাকবেন পবিত্র সরকার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, অশোকনাথ বসু, রঞ্জন প্রসাদ,

অসিত বসুর মতো বিশিষ্ট শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের দাবি, বর্তমানে দেশে যে অবস্থা চলছে তাতে দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সংবিধান বিপন্ন। সে কারণেই কোন পথে এগুলিকে রক্ষা করা যায় তাঁর খোঁজ করতেই ডাক দেওয়া হচ্ছে এই সভার। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলছেন, ''ভারতের যে অবস্থা চলছে তাঁর পরিবর্তন চাই আমরা। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। নাগরিক জীবন বিপন্ন। দরিদ্রদের উপর চরম অত্যাচার চলছে। এর মধ্যে ধর্মের ধ্বজা ওড়ানো চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্মের কারণে মন্দির হতে পারে। কিন্তু, এর পিছনে বড় রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে।'' এখানেই না থেমে তিনি আরও বলছেন, ''আমরা ভয়ে আছি, রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন শান্তি কতটা থাকবে, মানুষদের জীবন ঠিকমতো থাকবে কিনা। এর বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ, ধিক্কার। শাসকদল বিজেপি সহ গোটা গেরুয়া শিবির যে অভিমুখে দেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তার পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা চাই সেটা নাগরিকদের কণ্ঠে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সে কারণেই আমাদের এই কর্মসূচি। সমাজের প্রগতিশীল মানুষদের কাছে এই কর্মসূচিতে আসার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।'' তবে কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। তিনি বলছেন, ''বামেরা আসলে দুমুখো সাপ। ওরাই বিজেপির ধারক-বাহক। বামেদের মিছিলে যাঁরা যায় তাঁরাই তো বিজেপিকে গিয়ে ভোট দিয়ে আসে। বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এসব করছে। যাঁরা বিজেপি বিরোধী তাঁরা তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দলকে বিশ্বাস করবে না।''

কলকাতা পৌরসংস্থার
স্টল নং ৪৩৬
গেট নং ৪
কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলকাতা পুরশ্রী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা
তারাশঙ্কর
এবং
দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন
পাওয়া যাবে

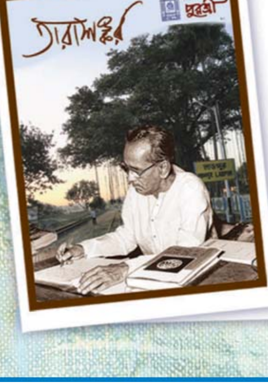

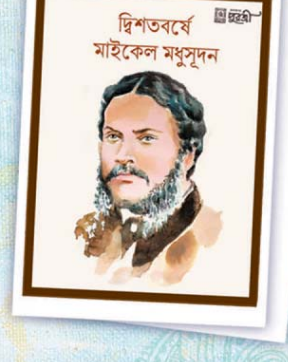

দিল্লির বাল্মীকি মন্দিরে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি অনুরাগের, বিঁধলেন কেজরিওয়াল সরকারকে

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ দিল্লির শ্রী বাল্মীকি মন্দিরে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। স্বচ্ছতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার সকালে দিল্লির শ্রী বাল্মীকি মন্দির পরিচ্ছন্ন করে তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। ঝাড়ু হাতে মন্দির চত্বর পরিষ্কার করে তোলেন তিনি। অনুরাগের পাশাপাশি স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে অংশ নেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবাও।এদিন বাল্মীকি মন্দির পরিচ্ছন্ন করার পর অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, দিল্লির মহর্ষি বাল্মীকি মন্দিরে ''স্বচ্ছতা অভিযান''-এর অংশ হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই মন্দিরের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, কারণ বহু বছর আগে মহাত্মা গান্ধী এখানে থেকেছিলেন এবং ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বচ্ছতা অভিযান শুরু করেছিলেন।দিল্লি সরকারকে আক্রমণ করে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আমার প্রশ্ন, বিগত ১০ বছরে দিল্লির মন্দির ও পুরোহিতদের জন্য আপনি কী করেছেন? ১০ বছর ধরে তিনি মন্দিরে থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

মৃদু ভূকম্প অসমে, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ১৭ জানুয়ারি ঃ বুধবার সকাল ০৭-টা ৫৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ড মৃদু ভূকম্পে কেঁপে উঠেছে গুয়াহাটি সহ দরং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৫। তবে ভূমিকম্পের ঘটনায় কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আঝ সকালে সংঘটিত ভূকম্পের উৎসস্থল ছিল অসমের দরং জেলা। জেলার ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২০ কিমি গভীরে ২৬.৫৫ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.১৩ও পূর্বে ছিল। এর ঝটকা লেগেছে গুয়াহাটি ও জেলার পার্শবর্তী অঞ্চলেও। নতুন ইংরেজি বছরের (২০২৪) প্রথম মাস জানুয়ারির তিন তারিখের পর ১৫ এবং আজ ১৭ তারিখ, ঘন ঘন ভূমিকম্পে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে অসম সহ গোটা উত্তরপূর্ব জুড়ে।গত ১৫ জানুয়ারি ৩.৬ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছিল অসমের কারবি আংলং, ডিমা হাসাও, হোজাই, নগাঁও, মরিগাঁও, কাছাড়, করিমগঞ্জ জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তাছাড়া গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরেও ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছিল। এদিন রাত ০৭টা ১২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল কারবি আংলং জেলার ২৫.৬৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৩৪ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ২৩ কিলোমিটার গভীরে।তার আগে ৩ জানুয়ারি ভোররাত ১-টা ৩৬ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপেছিল মণিপুরের উখরুল জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা। সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্কালে ছিল ৩.০।এর আগে গত বছর ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর সকাল ৯টার দিকে ত্রিপুরায় ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর (২০২৩) ভোর ৫৪২ মিনিটে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৩.৫ প্রাবল্যের ২৭ ডিসেম্বর (২০২৩) সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৪ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে অসমের বিশ্বনাথ জেলা।এছাড়া ২ অক্টোবর (২০২৩) সন্ধ্যারাত ৬-টা ১৫ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে কেঁপেছিল অসমের রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং মেঘালয়। সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৫.২ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১১ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ১ মিনিটে মণিপুরের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৫.০ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছিল।

রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নেব নাঃলালু প্রসাদ যাদব

পাটনা, ১৭ জানুয়ারি ঃঅপেক্ষা আর মাত্র স্বল্প দিনের, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সমগ্র দেশবাসী সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষায়, কিন্তু বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদ যাদব জানিয়ে দিলেন, তিনি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লালু প্রসাদ যাদব বলেছেন, রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আমি অযোধ্যা যাব না।এদিকে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বিরোধীদের আইএনডিআই জোট প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে,

প্রধানমন্ত্রী মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী যোগীর নেতৃত্বে উন্নয়নের নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে উত্তর প্রদেশঃজ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ১৭ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে উন্নয়নের নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে উত্তর প্রদেশ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেছেন, উত্তর প্রদেশ এমনই একটি রাজ্য যা ভারতের অগ্রগতি নিশ্চিত করে। গত বছরের নভেম্বরে আমরা দীপাবলি উদযাপন করেছি। এদিকে, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আমার রাজ্যের (মধ্যপ্রদেশ) জনগণও ৩ ডিসেম্বর দীপাবলি উদযাপন করেছে। এখন আমরা ২২ জানুয়ারি আরেকটি দীপাবলি উদযাপন করব।কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বুধবার অযোধ্যা থেকে কলকাতা ও বেঙ্গালুরু এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমানের শুভ সূচনা করেছেন। ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান, গোটা দেশ এই মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সবাই অযোধ্যায় আসার জন্য উদগ্রীব। ৪-৫ বছর আগে কেউ ভাবতেও পারেনি অযোধ্যায় বিমানবন্দর তৈরি হবে। যাইহোক, এটা এখন বাস্তবতা।জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এদিন বলেছেন, উত্তর প্রদেশের উন্নয়ন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমরা যদি উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যার দিকে তাকাই, আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ উত্তর প্রদেশে। ইউরোপের জনসংখ্যার অর্ধেক উত্তর প্রদেশে। আমরা গত নভেম্বরে দীপাবলি উদযাপন করেছি, দ্বিতীয় দীপাবলি উদযাপিত হয়েছে ৩ ডিসেম্বর, যখন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছিল এবং সমগ্র দেশের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য তৃতীয় দীপাবলি আগামী ২২ তারিখে উদযাপিত হতে চলেছে।

গুরুভায়ুর ও শ্রী রামাস্বামী মন্দিরে পুজো দিলেন মোদী, দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় করলেন প্রার্থনা

ত্রিশুর, ১৭ জানুয়ারি ঃদু'দিনের দক্ষিণ ভারত সফরের অন্তিম দিন, বুধবার কেরলের দু'টি মন্দিরে পূজার্চনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে সর্বপ্রথম ত্রিশুর জেলার গুরুভায়ুর মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় গুরুভায়ুর মন্দিরে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর তিনি পুজো দেন ত্রিশুর জেলার থ্রিপ্রয়ার শ্রী রামাস্বামী মন্দিরে। দুই মন্দিরে পুজো দিয়ে সমস্ত দেশবাসীর সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।গুরুবায়ুর মন্দির পরিদর্শন করার সময়, মন্দিরে নববিবাহিত দম্পতিদের আশীর্বাদ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। থ্রিপ্রয়ার শ্রী রামস্বামী মন্দিরে 'মালায়ালম রামায়ণ' এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনকারী শিল্পীদের অভিনন্দন জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, পবিত্র গুরুভায়ুর মন্দিরে প্রার্থনা করেছি। এই মন্দিরের ঐশ্বরিক শক্তি অপরিসীম। প্রত্যেক দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। এদিন সকালে গুরুভায়ুর মন্দিরে প্রবেশের সময় প্রধানমন্ত্রীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে উপস্থিতি ছিল বিপুল সংখ্যক মানুষের।

অসমের শীর্ষ আমলা স্তরে রদবদল, পরবর্তী মুখ্যসচিব হচ্ছেন ড. রবি কোটা

গুয়াহাটি, ১৭ জানুয়ারি ঃ অসমের শীর্ষ আমলা স্তরে রদবদল করেছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাতে রাজ্য প্রশাসনিক দফতর থেকে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অসমের পরবর্তী মুখ্যসচিব হচ্ছেন ১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস ড. রবি কোটা।। আগামী ৩১ মার্চ বর্তমান মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুরের হাত থেকে দায়িত্ব নেবেন ড. কোটা। প্রসঙ্গত, বর্তমান মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুরের মেয়াদ গত বছর (২০২৩) ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত তিন মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছিল।১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস ড. রবি কোটা বর্তমানে গৃহ ও রাজনৈতিক, শিল্প, বাণিজ্য ও পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, অর্থ বিভাগ এবং রাজ্য সরকারের ওএসডি পদে অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের দায়িত্বে আছেন।এছাড়া আইএএস রাবিশংকর প্রসাদকে মুখ্য আবাসিক কমিশনার, অসম সরকারের বন ও পরিবেশ, ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের বিশেষ মুখ্যসচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।এপিডিসিএল-এর চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইএএস সৈয়দ্দিন আববাসি, কৈলাশচাঁদ চামারিয়াকে মস্য বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, অবিনাশ পুরুষোত্তম দাসকে গৃহ ও রাজনৈতিক বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, ড. প্রতিবাঃদুলা অশোক বাবুকে অসম সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কমিশনার-সচিব, বিশ্বজি পেগুকে গৃহ ও রাজনৈতিক বিভাগের সচিব, জিতু দলেকে আবগারি বিভাগের কমিশার হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

থর মরুতে জয়ের কেতন ওড়ালেন ১০ দুঃসাহসী অভিযাত্রী

নিজস্বসংবাদদাতা,১৭জানুয়ারিঃ রাজস্থানের থর মরুভূমিতে অভিযানে গিয়ে জয়ের কেতন ও।ালেন ১০ দুঃসাহসী বাঙালি অভিযাত্রী। গত ৫ই জানুয়ারী হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন এরা। রাজস্থানের জয়সালমীর জেলার খুড়িগ্রাম থেকেই শুরু হয়েছিল এদের অভিযান। মরুভূমির ঝুরো বালির একের পর এক পাহা। পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছেন এই অভিযাত্রী দলটি। হাওড়া অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের দশ সদস্যের মধ্যে ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলা অভিযাত্রীও। মূলতঃসমুদ্র, পাহাড় ছেড়ে সোজা মরুভূমিতে পাঁচদিন ধরে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দেন এরা। খুড়িগ্রাম থেকে গত আট তারিখ শুরু হয় এদের মরু অভিযান। ঝুরো বালির একের পর এক পাহাড় অতিক্রম করে পাঁচদিনে প্রায় ৮০ কিলোমিটারের মতো বালিপথ পাড়ি দিয়ে খুড়িতেই শেষ হয়েছে এই অভিযান। এই অভিযানে চার রাত দুই থেকে তিন ডিগ্রি ঠান্ডায় তাঁবুতেই রাত কাটানো থেকে শুরু করে রান্না, খাওয়াদাওয়া সব কিছুই করতে হয়েছে। খুড়িগ্রাম থেকে শুরু করে একে একে তালাও কি ধানি, থার কি ধানি, মানেরি, নিম কি ধানি সহ একাধিক নাম না জানা অঞ্চল পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতে হয়েছে এই অভিযাত্রী দলকে। দশ সদস্যের এই অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক দেবাশীষ চক্রবর্তী বলেন, 'ঝুরো বালির চ।াই উতরাই রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে বারে বারেই জলকষ্ট সামনে আসতে থাকে। তারই মধ্যে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া শরীরে বিঁধছিল আমাদের। সঙ্গে জুতোতে ঝুরো বালি আর বালিতে লুকিয়ে থাকা চোরকাঁটা জুতো ও প্যান্টে বিঁধে চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। কখনও বালির ঢিপি, আবার কখনও জঙ্গল পথ। দিনের দিকে ১০-১২ ডিগ্রি তাপমাত্রা যা রাতে ২-৩ ডিগ্রি ঠান্ডা যেখানে বালিও কার্যত বরফ ঠান্ডায় পরিণত হচ্ছিল। আমাদের এই অভিযানে নয় জন পুরুষ অভিযাত্রীর পাশাপাশি ছিলেন এক মহিলা অভিযাত্রীও। আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই এবার ফিরছি।' এই অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক সাংবাদিক উজ্জ্বল দাস বলেন, 'সমুদ্র সৈকত ও পাহা।রে ট্রেকিং সচরাচর হয়ে থাকে। সেই বাঁধাধরা অভিযান থেকে বেরিয়ে মরুভূমির রুক্ষ সৌন্দর্যকে উপভোগ করতেই আমাদের এই অভিযানের সিদ্ধান্ত। জলকষ্ট, ঝুরো বালি থেকে ঠান্ডা সব বাধাকে অতিক্রম করাই তো অ্যাডভেঞ্চার।' উল্লেখ্য, এর আগেও লাগাতার দশ বছর ধরে এই সংগঠনের সদস্যরা একের পর এক দুসাহসিক অভিযান করেছেন। গত বছর এরা বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত পায়ে হেঁটে প্রথম ভারতীয় ও বিদেশি হিসাবে গোটা সমুদ্র সৈকত অতিক্রম করে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। এবার থর মরুভূমিতে সফল অভিযান করে দেশের পতাকা ওড়ালেন বাঙালি অভিযাত্রীরা।

মুখ্যমন্ত্রীকে 'অপমান' করছেন আচার্য! সরব শিক্ষামন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শুধু উচ্চশিক্ষা দফতর নয়, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরকেও স্বীকৃতি দিতে চাইছেন না রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এবং এর মধ্যে দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করতে চাইছেন তিনি। মঙ্গলবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সমাবর্তনে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই অভিযোগ তুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী জানান, অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে বললেও রাজ্যপাল গ্রাহ্য করছেন না। ব্রাত্যর আবেদন, রাজ্যপাল দ্বারা অপসারিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ রাজ্য সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলুন। যা শুনে বুদ্ধদেব জানিযেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাতে শিক্ষামন্ত্রী এমন বলে থাকলে, সেটা তিনি ভেবে দেখবেন।এর আগে গত ৫ জানুয়ারি রাজভবন থেকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের চিঠি দিযে. জানানো হয়েছিল, উপাচার্যদের নিয়োগ, পুনর্নিয়োগের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ, অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ, অপসারণ- সব ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যপাল তথা আচার্যের। আরও জানানো হয়েছিল, উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে যোগাযোগের আগে অন্তর্বর্তী উপাচার্যেরা যেন রাজভবনে কথা বলে নেন। এর পাল্টা উচ্চশিক্ষা দফতর থেকে রাজভবনে পাঠানো এক চিঠিতে রাজ্যপালের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে উত্তর চাওয়া হয়। সেই বিষয়ে সাংবাদিকদের রাজ্যপাল জানান, তিনি কোনও দফতরের প্রশ্নের উত্তর দেন না। রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের আদানপ্রদান হয়। সরকার থেকে চিঠি আসুক, উত্তর দেওয়া হবে।যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ফের পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, সরকারের সঙ্গে সরকারি দফতরের পার্থক্য কী? এ দিন ব্রাত্য জানান, প্রয়োজনে আবার রাজভবনের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ' উচ্চশিক্ষা দফতর নয়, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরকেও রাজ্যপাল স্বীকৃতি দিতে চাইছেন না। সরকারকেই তো তিনি নস্যা করতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করতে চাইছেন।''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের বর্তমান অচলাবস্থা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই অচলাবস্থা কেন, কী ভাবে, কাদের কথায, কে সৃষ্টি করেছেন- তা রাজ্যবাসী জানেন। সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বক্তব্য, এর ফযসালা তাঁরা চাইছেন। পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ' বলব, সরকারি নির্দেশ এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে চলতে।'' প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে অপসারণের পরে উচ্চশিক্ষা দফতর তাঁকে কাজ চালিযে .যেতে বলেছিল। উচ্চশিক্ষা দফতরের সেই নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, পরিস্থিতির বদল ঘটানো যাবে না। এ দিকে রাজ্যপাল তাঁকে অপসারণ করার পরে বুদ্ধদেব কয়েক দিন দফতরে এলেও এখন আর আসছেন না।ঃশিক্ষামন্ত্রীর এ দিনের বক্তব্য শুনে বুদ্ধদেব বলেন, ' আলোচনায় বসে যদি সবটা ঠিক করেন, তা হলে সব থেকে ভাল হয়। তবে অচলাবস্থা কাটানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী যদি এমন বলে থাকেন, তা ভেবে দেখব।'' তিনি আরও বলেন, ' পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমারও তো সম্মান আছে। আমি কিন্তু বেআইনি কাজ করিনি।''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থার অবসান এবং স্থায়ী উপাচার্যের দাবিতে সেখানকার শিক্ষক সমিতির (জুটা) উদ্যোগে এ দিন ক্যাম্পাসে ত্রিগুণা সেনের মূর্তির পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি হয়।

'স্কাইওয়াক ভাঙার কথা গুজব', দাবি রেলকর্তার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সম্প্রতি খবর ছড়ায় কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর রুটে মেট্রো পরিষেবা আরও মসৃণ করতে কিছুটা জমি চেয়েছে। তাতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের স্কাইওয়াকের একাংশ ভাঙা পড়তে পারে। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শেষ রক্তবিন্দু থাকতে স্কাইওয়াক ভাঙতে দেবেন না। এর পরই রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া হল।ঃএদিন মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে রেলের কোনও বক্তব্য নেই। তবে দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙা হবে সেকথা রেল কখনও বলেনি। এটা একটা গুজব ছড়িয়েছে। তিনি আরও জানান, আমাদের ওখানে কিছুটা এয়ার স্পেস দরকার একটা ক্রসওভার বানানোর জন্য। তার জন্য কটা পিলার বানাতে হবে। স্কাইওয়াক ভাঙার কোনও ব্যাপার নেই। কৌশিক মিত্রর আরও দাবি, সাংবাদিক সম্মেলনেও মেট্রোর জিএম সেদিন স্কাইওয়াক ভাঙার কথা বলেননি।'' রাজ্য সরকার মেট্রো ও রেলের কাজে সহায়তাই করছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। ঃকবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রোর সংখ্যা বাড়াতে এবং চলাচল মসৃণ করতে ওই স্টেশন সংস্কারের কথা ভেবেছে কর্তৃপক্ষ। তার জন্য লাইনের দৈর্ঘ্য বাড়াতে চেয়ে রাজ্যের কাছে জমি চেয়েছে রেল। কিন্তু সেই জমি দিতে গেলে দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকের একাংশ সরাতে হবে। ভাঙতে হবে বেশ কিছুটা। আর তাতে যে রাজ্যের সম্মতি নেই তা আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এদিন তা নিয়ে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না। শেষ রক্তবিন্দু থাকতে ভাঙতে দেব না। প্রয়োজনে আমি বিকল্প রুট করে দেব। এর পরই নিজেদের অবস্থান বদল করল রেল।

গুরু গোবিন্দ সিংজির জীবন বহু মানুষের কাছে শক্তির উৎসঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ প্রকাশ পর্বে গুরু গোবিন্দ সিংজিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, গুরু গোবিন্দ সিংজির জীবন বহু মানুষের কাছে শক্তির উৎস।বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, গুরু গোবিন্দ সিংজি-কে তাঁর প্রকাশ উৎসবে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর সাহসের পাশাপাশি সমবেদনাকেও স্মরণ করছি। তাঁর জীবন অনেক মানুষের কাছে শক্তির উৎস হয়ে আছে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন নির্মল খাত্রি, বললেন রামভক্ত হওয়া পাপ নয়

লখনউ, ১৭ জানুয়ারিঃদলের বিরুদ্ধে গিয়ে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা জানালেন উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি নির্মল খাত্রি। জানিয়ে দিয়েছেন, রামভক্ত হওয়া মোটেও পাপ নয়।উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি নির্মল খাত্রি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, শ্রীরাম জন্মভূমি ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণের সম্মানে, আমি অযোধ্যায় ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে অংশ নেব। নির্মল জানান, রামভক্ত হওয়া কোনও পাপ নয়, এই ভক্তিতে আমি গর্বিত।নির্মলের এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, যখন তাঁরা নিজেদের দলে অন্যায় করে, রামভক্তদের রাম থেকে দূরে রাখে, তখন রামভক্তরা তাঁদের কথা শুনবে কী করে? এই কারণে কংগ্রেসে তাঁর (রাহুল গান্ধী) কথা কেউ শুনছে না।

নতুন করে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পেলেন মহুয়া মৈত্র, অবিলম্বে সরকারি বাসভবন ছাড়তে হবে তৃণমূল নেত্রীকে

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃফের দিল্লির সরকারি বাসভবন খালি করে দেওয়ার নোটিশ পেলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মহুয়া মৈত্র। এই নিয়ে তৃতীয়বার বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাঠানো হয়েছে মহুয়া মৈত্রকে, বুধবার পাঠানো নোটিশে অবিলম্বে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীকে।অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করা'''' মামলায় লোকসভা থেকে গত ৮ ডিসেম্বর বহিস্কৃত হয়েছিলেন মহুয়া। তার পরেই তাঁকে সরকারি বাংলো খালি করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, এখনও সরকারি বাসভবন খালি করেননি মহুয়া, তাই তৃতীয়বার নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাঁকে। এদিকে লোকসভা থেকে বহিস্কৃত হওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছেন মহুয়া। গত ৩ জানুয়ারি লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলকে মহুয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে জবাব দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। মহুয়াকে কেন লোকসভা থেকে বহিস্কার করা হল, তা নিয়ে দু'সপ্তাহের মধ্যে লোকসভার সচিবালয়ের বক্তব্য জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১১ মার্চ।

শীত ও কুয়াশা এখনই কমবে না, আপাতত একইরকম থাকবে উত্তর ভারতের আবহাওয়াঃআইএমডি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ কাঁপুনি ধরানো শীত ও ঘন কুয়াশা থেকে এখনই রেহাই পাবে না দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারত। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশা থাকবে, বজায় থাকবে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতিও।আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪-৫ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে শৈত্যপ্রবাহ থেকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। আইএমডি জানিয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লির বেশিরভাগ অংশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ৫ ডিগ্রির নীচেই। এছাড়াও উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের অনেক অংশে থাকবে কনকনে ঠান্ডা। উত্তর মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডও শীতের দাপট থেকে রেহাই পাবে না।

শুষ্ক আবহাওয়ায় দিনে উষ্ণতা বাড়ছে কাশ্মীরে, তাপমাত্রায় লক্ষণীয় বৈপরীত্য উপত্যকায়

শ্রীনগর, ১৭ জানুয়ারি ঃ তাপমাত্রায় লক্ষণীয় বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায়। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে দিনে উষ্ণতা বড়।ছে ভূস্বর্গে, আবার রাতে কাশ্মীর কাঁপছে কনকনে ঠান্ডায়। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শীতের এই ভরা মরসুমেও তুষারপাতের দেখা নেই কাশ্মীরে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কাশ্মীরে উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে। অন্যদিকে, কাশ্মীরের রাতগুলি কাটছে প্রবল ঠান্ডায়। আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কাশ্মীরের আবহাওয়া একইরকম থাকবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। শুষ্ক আবহাওয়া অব্যাহত থাকায় দিন ও রাতের মধ্যে তাপমাত্রার তারতম্য অব্যাহত থাকবে।

গাজিয়াবাদে মদের দোকানে আগুন মৃত্যু একজনের, বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি

গাজিয়াবাদ, ১৭ জানুয়ারি ঃউত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে মদের দোকানে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন একজন। আগুনের লেলিহান শিখায় ওই মদের দোকানের বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার ভোরে গাজিয়াবাদের মোহন নগর এলাকায় অবস্থিত একটি মদের দোকানে আগুন লাগে, ভোর চারটে নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল। দমকল কর্মীদের বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, একজনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।দমকল অফিসার রাহুল পাল বলেছেন, বুধবার ভোর চারটে নাগাদ আমরা খবর পাই, গাজিয়াবাদের মোহন নগর এলাকায় অবস্থিত একটি মদের দোকানে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেছেন। অগ্নিকাণ্ডে অনুজ নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৮জানুয়ারিঃ সোমবার, ৩মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৮জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতণ্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৩মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। সংসারে শান্তি। **বৃষভ রাশিঃ**অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আজ, এই রাশিচক্রের ব্যবসায়ীদের । **মিথুন রাশিঃ**অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হের বিকাশ ঘটতে পারে। **কর্কট রাশিঃ**হাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি **সিংহরাশিঃ**জীবনকে উপভোগ করার চাহিদা আপনার কতটা দেখে নিন। যোগব্যায়ামের সাহায্য নিন- যা আপনাকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ **কন্যারাশিঃ**অবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃ।তা বাড়ে। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। আত্মীয়বন্ধুরা এক চমকার সন্ধ্যার জন্য চলে আসতে পারে। আপনার ভালোবাসা হবে **তুলারাশিঃ**আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা **বৃশ্চিক রাশিঃ** প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে **ধনু রাশিঃ** আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় প **মকর রাশিঃ**আপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। **কুম্ভ রাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। **মীন রাশিঃ** সুস্বাস্হ্য আপনাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করবে। আপনার সঙ্গী সহায়ক এবং সাহায্যকারী হবে। এমন

লোকসভা ভোটের দেওয়াল লেখা শুরু করল বিজেপি

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ১৭ জানুয়ারিঃ ভোট কবে,কে প্রার্থী হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে তার আগেই লোকসভা ভোটের দেওয়াল লেখা শুরু করল বিজেপি। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ভোলেনি তৃণমূল। বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে দেওয়াল লিখল পদ্ম শিবির হুগলিতে। জানা গিয়েছে, হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তুষার মজুমদার দলের কর্মীদের নিয়ে এই দেওয়াল লিখেন। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন শুরু করেন তিনি। কিন্তু প্রার্থী তো ঘোষণা হয়নি। তাহলে নাম রয়েছে কার? জানা গিয়েছে, প্রার্থীর নাম না থাকলেও দুর্নীতিমুক্ত বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করার পাশাপাশি রাম রাজ্যের লক্ষে ভোট দিতে আবেদন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তুষার বলেন, ''আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা দেওয়াল লিখে শুরু করেছিলেন। তারপর রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন। এবার জেলা সভাপতি লিখছেন। এটা দলের ঘোষিত কর্মসূচি। বিজেপির আগেভাগে দেওয়াল লেখাকে কটাক্ষ করে চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ''গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। প্রার্থীর খোঁজ নেই। দেওয়াল লিখছে। সূঁচ চালুনির বিচার করে। ওরা যতই দেওয়াল লিখুক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মনে আছেন। আমাদের দলে ভাল-ভাল স্ট্রাইকার আছে।

পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন বালি পুরসভা এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৭ জানুয়ারিঃ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন বালি পুরসভা এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ। বালি পুরসভা এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য কেএমডিএ এর তত্ত্বাবধানে থাকা পাম্পিং স্টেশনের পাম্প খারাপ হাওয়ায় ব্যাপক জলকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কলকাতা, উত্তরপাড়া ও হাওড়া পুরসভা থেকে জলের ট্যাঙ্ক দিয়ে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কয়েকদিন ধরে বালি পুরসভার বিএসই গ্রাউন্ড, লালা বস্তি, জঙ্গি সিংহ গলি সহ বালি ও বেলুড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা স্বপ্না পাত্র বলেন, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে এসে কাজ করা হচ্ছে। স্নানের জন্য গঙ্গায় যেতে হচ্ছে। খাবার জল অনেকে কিনে খাচ্ছেন। গত কয়েকদিন ধরে এই সমস্যা হচ্ছে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা দেবীকা হালদার বলেন, এখানে জল আসছে না। পানীয় জলের জন্য মারামারি হচ্ছে। টিউবওয়েলের জলে সমস্ত কাজ হচ্ছে। আমাদের এখানে কোনও পানীয় জল আসছে না। ভাগ্য দাস নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, এখন আমরা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছি। সকাল ৭টায় জল এসেছিল। ১০ মিনিট বাদে সেই জল চলে যায়। দুপুরে আধঘন্টা থাকছে। তারপর চলে যাচ্ছে। সারাদিন জল দিচ্ছে না। আমরা গঙ্গার জলেই রান্না করছি। এদিকে এই বিষয়ে পুর প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রিয়াজ আহমেদ বলেন, এই ব্যাপারে আমরা দুঃখিত। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে পাম্প করে আনার জন্য ৩টে পাম্প প্রতিদিন চলে। এখন নদীতে চড়া পড়ে গিয়েছে। সেইজন্য ১টি পাম্পের কাদা জমে গিয়েছে। ফলে সেই পাম্পের যন্ত্রপাতি ভেঙে গিয়েছে। তা সারাইয়ের জন্য ওই পাম্পটি বন্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে জলের সমস্যা হচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করার। ইতিমধ্যে কেএমডিএ সারাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা পুরনিগম, হাওড়া পুরনিগম, উত্তরপাড়া পুরসভা থেকে জলের ট্যাঙ্ক নিয়ে এসে জলের পানীয় সমস্যা দুর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রীরামপুর থেকে এখনও বেশ কিছু জায়গায় জল আসে। কিন্তু পর্যাপ্ত জল পাওয়া যাচ্ছে না। উত্তর হাওড়ায় কালিতলায় একটা ওয়াটার টিমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে। সেটা হয়ে গেলে লিলুয়ায় জলের সমস্যা দূর হবে। এর পাশাপাশি কিছুটা জল বালিকে দিতে পারা যাবে। জলের সমস্যা নেই। পুরসভাকে জানালে জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হচ্ছে। এই সমস্যা ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

পথ দুর্ঘটনায় আহত এক স্কুল ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ জানুয়ারিঃ জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত এলাকায় লাগাতার পথ দূর্ঘটনা ঘটে চলেছে। বুধবার বেলায় জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত জোড়াপুল লাগায়ো উওর কালিকাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে আবারো পথ দুর্ঘটনায় আহত এক স্কুল ছাত্র। বর্তমানে ভর্তি স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে।আর এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রায় এক ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয় মানুষদের।জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিণ বারাশতে পর পর তিনটি দুর্ঘটনা গত ৫ দিনে,মৃত এক জন। কয়েকদিন আগে দক্ষিন বারাশত জোড়াপুল লাগোয়া সাহা পাড়ায় একটি পথ দুর্ঘটনায় একজনের প্রাণ যায় এবং একজন গুরুতর জখম হন। কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর এখনো চিকিৎসা চলছে। আর সেই দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো ঠিক একই জায়গায় পথ দুর্ঘটনা। আর এবার এক স্কুল ছাত্র।জোড়াপুল থেকে উওর কালিকাপুর প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার সময় পিছন থেকে জয়নগর থেকে দক্ষিন বারাশত মুখী একটি অটো এসে সজরে ধাক্কা মারে ওই স্কুল ছাত্রকে। ছাএটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা ছাত্রটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে এখনো তার চিকিৎসাধীন চলছে।আর একই এলাকায় পর পর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। এদিন তাঁরা জয়নগর দক্ষিন বারাশত রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভ দেখায়।ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে স্কুল সময়ে ও গঙ্গাসাগর ফেরত যাত্রীরা।অবরোধ কারীদের দাবি, এই এলাকায় বারবার দূর্ঘটনা ঘটছে তাই অবিলম্বে এখানে স্পিড বেকার লাগাতে হবে ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন করতে হবে।আর এদিন এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলার প্রায় এক ঘন্টা পর অবরোধ ওঠে। এদিকে স্থানীয় নার্সিংহোমে স্কুল ছাত্রটির বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।

সোনারপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির কিনারায় উঠে এলো দোকান মালিকের নাম

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ১৭ জানুয়ারিঃ সোনারপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির কিনারায় উঠে এলো দোকানের মালিকের নাম।এলাকায় চাঞ্চল্য।মাস তিনেক আগে দুর্গাপুজোর আগে সোনারপুরে একটি গয়নার দোকানে ডাকাতি হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির অভিযোগ উঠলো মঙ্গলবার।এ বার ঘটনাস্থল সোনারপুর থানার বৈকুণ্ঠপুর।

অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈকুণ্ঠপুরে বকুল জুয়েলার্স নামে একটি গয়নার দোকানে গয়না এবং নগদ টাকা লুটের অভিযোগ দায়ের করেন দোকানের মালিক। তিনি জানান, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুট হয়েছে দোকান। কিন্তু ঘটনার তদন্ত শুরু করতেই বেরিয়ে এল ভিন্ন তথ্য। জানা গেল ঋণের কারণে নিজেই দোকানেই ডাকাতি করানোর ছক কষেছিলেন তিনি। ওই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর,মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোনারপুর থানার বৈকুন্ঠপুরের বাগুইপাড়ায় ওই গয়নার দোকানে ডাকাতি হয় বলে অভিযোগ করেন দোকান মালিক।তিনি জানান, দোকান খোলার পর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। কিন্তু দোকানের মালিক রাজু রায়ের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি পান তদন্তকারীরা।

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সোনারপুর থানায়। সোনারপুর থানার আইসি এবং বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রবদন ঝা রাজুকে বেশ কিছু ক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। খতিয়ে দেখা হয় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ।তার মধ্যেই তদন্তকারীরা জানতে পারেন রাজু ডাকাতির গল্প সাজিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছু ধারদেনা রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর। সেই কারণেই এই কাণ্ড করেছেন তিনি। এই ভাবে বিমার টাকা পাওয়ার পরিকল্পনা করে ছিলেন রাজু। পুলিশ সূত্রে খবর, এক যুবতীর কাছে বছর খানেক আগে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা নেন অভিযুক্ত। তাঁকে গয়না না দিয়ে ঘোরানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এমনকি, তাঁর ফোনও ধরছিলেন না ওই ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই যুবতী দোকানে এলে ডাকাতির কথা শোনেন।

তিনি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাশাপাশি সোনার দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।এই বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলা সূত্রে জানা গেল, পুরো ঘটনার তদন্ত করে এই বিষয়টি সামনে এসেছে। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে প্রমাণ দিদি আপনাদের পাশে আছেন ঃ শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ১৭ জানুয়ারিঃ মুরারই লোকসভার ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই, সাংসদ শতাব্দী কনকনে শীতের মধ্যেও বুধবার সারা দিনমান ঠাসা দলীয় কর্মসূচির মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। এরই মাঝে কখনও গৌরাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী দিলরুবা খাতুনদের সঙ্গে সেলফি তুললেন। বিদ্যালয়ের তেষট্টিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন মঞ্চ থেকে অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, মেয়েদের ভালো লাগাগুলোর সঙ্গে বেড়ে উঠতে দিন। মোবাইলের বাইরে নাচ ও গান যে যেটা ভালবাসে করতে দিন। বেশ কিছুক্ষণ ছাত্রীদের সঙ্গে সময় যাপন করেন তিনি। তারপর মুরারই এক ব্লকের আইসিডিএস কর্মীদের সভায় উপস্থিত থাকেন। তিনি বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। তার মানে দিদি আপনাদের পাশে আছেন। লক্ষ্মীভাণ্ডারের টাকায় কেউ কিনছেন লিপস্টিক। আবার কত কী। শতাব্দী বলেন, প্রতিটি পরিবারে কত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। দিদি আপনাদের জন্য ভাবেন। আমাদের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে একটা দূরত্ব থাকে। আমরা চেষ্টা করি সেই ব্যবধানটা কমানো। খেয়াল করে দেখবেন, সরকারি ও বেসরকারি সব দফতরে এই ব্যবধান আছে। এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আইসিডিএস কর্মীদের ক্ষোভ আছে। কারণ কেন্দ্র সরকার তাদের প্রদেয় অর্থ আইসিডিএস কর্মীদের দিচ্ছে না। আমরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেই হকের টাকা আদায় করবো।

জ্যোতি বসুর প্রয়ান দিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। যেখানে এই বামফ্রন্ট নেতাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান তিনি। বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাস সাক্ষী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় একাধিক ইস্যুতে সুর চড়িয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়ে তুলেছিল আন্দোলন।সেই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বসতেন রাইটার্সে। তাঁর আপ্ত সহায়ক রাইটার্স ঘেরাও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জিজ্ঞাসা করেন, 'রাইটার্স ঘেরাও রয়েছে, আপনি আসতে পারবেন?' এর জবাবে জ্যোতি বসু সেই সময় বলেছিলেন, আজ যদি না যেতে পারি তাহলে আর কোনওদিন রাইটার্সে যেতে পারব না। তিনি গিয়েছিলেন। মহাকরণে সেদিন পুলিশি প্রহার নেমে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। সেই দিন শপথ নিয়েছিলেন তৎকালীন এই দাপুটে নেত্রী। ওই মহাকরণেই তিনি প্রবেশ করবেন। মাথা উঁচু করে এই প্রশাসনিক ভবনে তিনি প্রবেশ করবেন।২০১০ সাল, পালাবদলের ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছিলেন অনেকেই। সেই বছরই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন জ্যোতি বসু। তাঁকে ১ জানুয়ারি ভর্তি করা হয় শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। কিন্তু, চিকিৎসকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। ১৭ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালে ৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন জ্যোতি বসু। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যনির্বাহের সময় ছিল ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। তিনিই রাজ্যের একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি এখনও পর্যন্ত টানা ২৩ বছর ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে আসীন ছিলেন।

শুদ্ধিকরণ প্রতিবার গঙ্গাসাগর অঙ্গীকার। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ লট নম্বর ৮ পয়েন্টে সাফাই অভিযানের মধ্য দিয়ে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। এই সাফাই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা ও প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

সম্প্রীতিকে সামনে রেখে পানিত্রাস ফুটবল মাঠে সূচনা হতে চলেছে আসন্ন শরৎ মেলা

সম্প্রীতিকে সামনে রেখে সূচনা হতে চলেছে আসন্ন শরৎ মেলা। আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বাগনান থানার পানিত্রাস ফুটবল মাঠে আয়োজিত হতে চলেছে ৫২ তম শরৎ মেলা। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামাংকৃত শরৎ মেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা শরৎমেলা পরিচালন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা সুকান্ত কুমার পাল। তিনি জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরেও মেলার একটি সুর নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের মেলার মূল সুর হল, সম্প্রীতিরই ঝর্ণাধারা বয় যে অঙ্গনে, সবাই আসুন শরৎ মেলার এই মিলন প্রাঙ্গণে। আগামী ২১ জানুয়ারি বিকেল তিনটে নাগাদ সামতাবেড়িয়া গ্রামে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসতবাটীতে কথাশিল্পীর মূর্তিতে মাল্যদান করার পর বিভিন্ন লোক সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করা হবে। পদযাত্রাটি পানিত্রাস ফুটবল মাঠে শরৎ মেলা মঞ্চে গিয়ে শেষ হবে। এরপর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে মেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়।

আই এস এফ এর কর্মীসভা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৭ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের এর প্রতিষ্ঠা দিবসের সমর্থনে বুধবার বিকাল ৪ টে নাগাদ বাউড়িয়ার কাজীরচড়ায় অনুষ্ঠিত হলো আই এস এফের এর এক কর্মীসভা, ও বস্ত্র বিতরণ শিবির। আর এদিনের এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আই এস এফের নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আই এস এফের একাধিক নেতৃত্ব সহ বহু কর্মী সমর্থক। আর বুধবারের এই কর্মীসভা থেকে দূর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্যে সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব হয় সভায় উপস্থিত আই এস এফের নেতৃত্ব। পাশাপাশি কর্মীদের কাছে আই এস এফের এর প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন ২১ জানুয়ারি বুথে বুথে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের ডাক দেয় আই এস এফের নেতৃত্ব।

কাজের ফাঁকি বরদাস্ত করা হবে না,কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ কাজের ফাঁকি বরদাস্ত করা হবে না। আজ নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে এমনই কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি এদিন বৈঠকে বলেন, 'কাজে ফাঁকি দিলে বা অসহযোগিতা করলে পারফর্মেন্স রিভিউ করে দেখো। যদি খারাপ পারফরমেন্স হয়, চাকরি থেকে বের করে দাও। আমি এমনই রাফ অ্যান্ড টাফ।' এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী সহ সব দপ্তরের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের সিপি বিনীত গোয়েল। ভার্চুয়ালি ছিলেন সব জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনররা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে জনসংযোগ কর্মসুচী। গ্রামে গ্রামে বুথ স্তরে গিয়ে সরকারি আধিকারিকদের মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তাঁর নির্দেশ দরকার হলে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সবার ছুটি বাতিল করে দেওয়া হোক। কিন্তু কাজে ফাঁকি আর আমি মেনে নেব না। মুখ্যসচিবকে তাঁর নির্দেশ, 'সার্ভিস রুল দেখুন। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের এবিষয়ে নিয়ম কানুন দেখুন। যাঁরা কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।' নবান্ন সূত্রে খবর, সরকারি কর্মচারীদের সারাবছরের কাজের খতিয়ান দেখে প্রয়োজনে আগাম অবসর নিতে বাধ্য করা যেতে পারে। তবে, এধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আইন ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। যেমন সার্ভিস রুলের সেকশন ৫৬ জে ধারায় চাকরি যাওয়ার কথা বলা নেই। তবে সার্ভিস ব্রেক হতে পারে। এর ফলে অবসরকালীন সুবিধা পাওয়া ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

সমাজকর্মীর অভিনব উদ্যোগে মুখে হাসি ফুটলো প্রায় দুই হাজারেরও বেশি দুঃস্থ মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুতি, ১৭ জানুয়ারিঃ বিয়ে সাদি হোক কিংবা কোনো অনুষ্ঠান বা পিকনিক। সমাজের বিত্তশালী লোকদের কথা তো সকলেই ভাবে। কিন্তু সমাজের অসহায় মানুষদের কথা, ভবঘুরেদের কথা, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী এতিম মানুষদের কথা কজনই বা ভাবেন? বুধবার অভিনব উদ্যোগ নিয়ে এতিম, দুঃস্থ, যাযাবর, ও সর্বহারা মানুষদের নিয়ে বনভোজন অনুষ্ঠিত হলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। হ্যা, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল রহমান ওরফে মুন্নাভাই নামে এক সমাজকর্মীর অভিনব উদ্যোগে মুখে হাসি ফুটলো প্রায় দুই হাজারেরও বেশি দুঃস্থ মানুষের। এদিন দুপুরে সামশেরগঞ্জের হাউসনগর কর্মতীর্থে আয়োজিত এই বনভোজনে ভিড় জমান এতিম, দুঃস্থ, যাযাবর, প্রতিবন্ধী ও সর্বহারা মানুষরা। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে পেট পুরে দুপুরে মাংস ভাত খেয়ে যান তারা। পাতে মাংস ভাতের পাশাপাশি দই মিষ্টি পাপরেরও বন্দোবস্ত করা হয়। এতিম দুঃস্থদের নিয়ে বনভোজনে উৎসাহ দিতে সামিল হন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফারাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম সহ বহু বিশিষ্ট জনেরা। এতিম, দুঃস্থ, যাযাবর, প্রতিবন্ধী ও সর্বহারা মানুষদের বনভোজন করায় সমাজকর্মী মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ওরফে মুন্না ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাধারণ মানুষ।

কলকাতা-অযোধ্যা বিমান পরিষেবা, কে পেলেন প্রথম বোর্ডিং পাস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ বুধবার অযোধ্যা থেকে প্রথম বিমান উড়ে এল কলকাতায়। ঘটনাচক্রে রামের শহর আর বাংলার এই মেলবন্ধনের শুরুটা হল হিন্দুত্বের পোস্টার বয় যোগী আদিত্যনাথের হাত ধরে। আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন। তার আগেই অযোধ্যার 'মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' থেকে দেশের বিভিন্ন শহরের বিমান পরিষেবা শুরু করছে কেন্দ্র। দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, গোয়া থেকে অযোধ্যার পরিষেবা শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে বুধবার কলকাতা এবং বেঙ্গালুরুর সরাসরি বিমান পরিষেবা শুরু হল।তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলায় যে বিমানটি অযোধ্যা থেকে উড়ে এল। তার সঙ্গে দূর দূর তক কোনও সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও জড়িয়ে গেলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অযোধ্যা থেকে কলকাতাগামী প্রথম বিমানের প্রথম বোর্ডিং পাসটিই তুলে দেওয়া হল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হাতে।

দিল্লি থেকে সবুজ ঝান্ডা নেড়ে বেঙ্গালুরু-অযোধ্যা বিমানের সূচনা করেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। আগে অযোধ্যায় যেতে ভরসা ছিল দুটি মাত্র ট্রেন। তাতেও লাগত প্রায় দেড়দিন। এবার মাত্র দেড় ঘণ্টায় পৌঁছানো যাবে অযোধ্যা ধামে। যোগীর এদিনের বিমান পরিষেবা চালুর অনুষ্ঠানে থাকার কথা নয়। দেশের অন্য প্রান্তে যে বিমান পরিষেবাগুলি চালু হয়েছে, সেখানেও যোগী ছিলেন না। অথচ কলকাতাগামী বিমানের বোর্ডিং পাস দেওয়া হল যোগীর হাতেই। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা হিন্দুত্বের 'পোস্টারবয়' আদিত্যনাথ বাঙালি তীর্থযাত্রীদের আহ্বান জানালেন অযোধ্যায়। আসল এই সবটাই মন্দির রাজনীতির অংশ। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, উত্তর ভারতে যেভাবে মন্দির হাওয়া তৈরি করা গিয়েছে, সেটা বাংলায় এখনও তৈরি করা যায়নি। তাই বিজেপি মরিয়া। সেকারণেই বাংলার কর্মসূচিতে যোগীকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/417/WD-11/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work: **Improvement of lighting wiring system with electrical accessories at C.M.E.(C), Chairperson room and other places under BR-II office, KMC.** Estimated amount: ₹ **1,99,112.41.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/418/WD-11/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work: **Installation of lighting arrangement at periphery of BR-II office building, KMC.** Estimated amount: ₹ **1,99,072.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date of submission of bid: **30.01.2024 at 3 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2024 at 3 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Chief Manager (Systems), KMC is inviting e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/IT/29/2023-2024
Name of the work: **Supply of Printer Ribbon Cartridges for Lipi 6815L/6815/6800 High Speed Line Matrix Printers.** Earnest money: ₹ **2,000.00.** Cost of tender: **NIL.** Contract period: **15 days.** Last date and time for submitting bids: **30.01.2024 up to 1.30 p.m.** Tender document is available at **https://www.kmcgov.in** and **https://wbtenders.gov.in from 12.30 p.m. of 17.01.2024.** e-Tender are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil)/H.Q., KMC invites online percentage rate tender in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/101/2023-24, DATED - 15/01/2024
Name of the work: **Making wooden cabinet, wall almirah, table etc. and polishing of the old furniture at the new chamber of M.M.I.C. (Bustee, ENVN & Heritage) at First Floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost (including GST & LWC): ₹ **2,17,038.00.** Earnest money: ₹ **4,400.00.** Period of completion: **10 days.**
(2) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/102/2023-24, DATED - 15/01/2024
Name of the work: **Making wooden centre table, sofa set etc. and polishing of old furniture of the new chamber of M.M.I.C. (Lighting & Electricity) at First Floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost (including GST & LWC): ₹ **1,52,502.00.** Earnest money: ₹ **3,100.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **29.01.2024 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (E)/S&D, KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-08/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Urgent heat vernishing, repairing of stator and replacement of defective slip ring and bearing of 40 HP, 30 KW, 3 PH, Slipring Motor of pump unit no. 5 at JDPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **19.01.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (S&D), KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/BDPS/CPT/NRV/P19/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Installation of Single Door NRV, NB-600 on delivery pipe of pump no. 1 along with flanges at CPT Canal DPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **03.02.2024 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2024 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting/ Crematorium Department, KMC invites tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/SBG/CRM/08/2023-24
Name of the work: **Restoration of electric furnace no. 1 and furnace panel works at Sirity Burning Ghat.** Estimated amount: ₹ **3,36,484.00.** Earnest money: **Lump Sum Amount of ₹ 6,800.00.** Period of completion: **5 days.** Last date and time of submission of bid: **31.01.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting-CMO, KMC will invite tender online, two bid system for the following works:
NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/120/23-24
Name of the work: **Replacement and renovation of lighting system at Town Hall, Kolkata.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: ₹ **6,600.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **05.02.2024 (2 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **22.01.2024 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-XII, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/65/23-24(RT) For 2nd Call
Name of the work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated amount: ₹ **4,94,170.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of completion of bid: **07.02.2024 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2024 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V/G.R.U., KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/79
Name of the work: **Renovation of street lighting system at Santoshpur Road, Sekh Para and other areas in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **3,98,405.08.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **29.01.2024 (10.25 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum/addendum, etc., if any, the same website has to be seen.

(1291/23-24)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ মাঘ, ১৪৩০

সম্প্রীতির ডাক দিলেন মমতা

সম্পাদকীয়

রাম মন্দির নিয়ে বাংলায় উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে শুরু করলেও সেখানে শাসক দলের নেত্রী সম্প্রীতির ডাক দিলেন। তিনি বলেন যে বাংলা সব সময়ে কোনও একটি ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। সব ধর্ম এক সঙ্গে যাতে চলতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সিপিএম দলের নেতারাও এবারে সম্প্রীতির ডাক দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের কর্মী এবং নেতারা সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। সই কারণে আলাদা করে রামকে নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ বৃদ্ধি করতে চায় না সিপিএম দলের নেতা এবং কর্মীরা। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে পাড়ায় পাড়ায় সম্প্রীতির মিছিল শুরু করা হবে। বলা যেতে পারে এটি একটি সম্প্রীতি দিবস। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে তিনি কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে সেখান থেকে পদযাত্রা করে পার্ক সার্কাসে উপস্থিত হয়ে সভা করবেন। সেখানে তাঁর একটি মাত্র বক্তব্য থাকবে সেটা হচ্ছে শুরু সম্প্রীতি। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন তারা যেমন রাম মন্দির উদ্বোধন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে পাশাপাশি মুসলিম মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সভা করা হবে। বিজেপি দল মুসলিম মহিলাদের অসুবিধা দূরীকরণের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। মুসলিম মহিলা যাতে বিজেপিদলের সদস্য হতে পারে তার দিকে তারা অভিযান করতে শুরু করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মুসলিম মহিলাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা দেওয়ার ওপরে বিজেপি দল জোর দিতে শুরু করেছে। তার ফলে বিজেপি একন শুধু মাত্র হিন্দুবাদী দল নয়, বিজেপি দল একটি সম্প্রীতি সুলভ দল বলে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করবে। বিজেপি দলপ্রথম থেকে মুসলিম মহিলা ভোটের ওপরে বেশি করে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিল। তিন তালাক রোধ আইনী বিলে পরিণত করেছে। ফলে মুসলিম মহিলারা এক সময়ে যেভাবে সমাজ দ্বারা অত্যাচারিত হতে শুরু করে দিয়েছিল তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। এবারে মুসলিম মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দিকে বেশি করে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে ভারতে মা বোনদের রক্ষা করবে বিজেপি দল। সেই কারণে এবার থেকে মহিলাদের ওপরে অত্যাচার আইনীকে কঠোর করা হবে। আইনী দিয়ে মহিলাদের রক্ষা করার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে তিনি কালী মন্দিরে পুজো দেওয়া পর পথে গুরুদ্বার, বৌদ্ধ মন্দির থেকে শুরু করে মসজিদগুলিতে সম্মান দেওয়া হবে। তিনি বলেছেন যে এই যে তার উৎসব সবার। এই সংহতি মিছিল শুরু হবে ২২ জানুয়ারি সকাল বেলায়। সব ধর্মকে সম্মান দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে বাম দলের নেতারা বলেছেন যারা ২২ জানুয়ারি সহংতির ওপরে বেশি করে জোর দেবে। দলের কর্মীদের মধ্যে সংহতি চিন্তাভাবনা যাতে করে বেশি প্রকাশ বিস্তার করতে পারে এবং তাদের সমর্থকেরা যাতে ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হতে পারে তার দিকে খেয়াল রাখবে। এদিকে শাসক দলর বিরোধী নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস এবারে রামকে ছেড়ে দিয়ে কালীকে নিয়ে আসছে। সেই একই হল। ধর্মই প্রধান্য পেল। রাজ্যের বেকার দূরীকরণ, শিল্প এর কোনও উন্নতি কথা বলতে শোনা যাচ্ছে না। সারা ভারত জুড়ে এখন শুধু মন্দির তৈরি হচ্ছে। এর পরে আসছে মথুরা। মথুরা নিয়ে বিজেপি দল আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে জ্ঞানবাপী তো রয়েছেই। যে যদি একটি রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে একদিন ভারত বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। বিজ্ঞানের উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইংরেজি এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষা মূল স্তম্ভ করে গড়ে তোলা উচিত। বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগটা ধর্মকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে তাতে ভুল করা হবে।

যুদ্ধ এখনও চলছে

দক্ষিণ গাজায় যারা বসবাস করতেন তারা বলতে শুরু করেছেন যে ঘরে ফিরে এসে ছিলাম যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও কিছুই পাওয়া গেল না। তবে খাবার এবং জলের খুব অভাব রয়েছে। কোনও রকম বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই সমানে খোলা নেই। তবে গাজা শহরে বহুদনি বাদে বাজার বসতে শুরু করেছে। ইজরায়েল সেনারা টহল দিচ্ছে বটে। তবে তারা এখন আর গোলাগুলি বর্ষন করছে না। শুধুমাত্র টহল দিচ্ছে। নজর রাখতে শুরু করেছে কেউ তাদেরকে দিকে তাক করে কোনও বন্দুক ব্যবহার করছে কিনা। এদিকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন হামাসকে বিশ্বাস করা যায় না। তারা যে ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে ইজরায়েল খুবই আতঙ্কিত। আরও শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করতে হবে ইজরায়েলকে রক্ষা করতে। ভবিষ্যতে ইজরায়েলকে বাঁচাতে গেলে শক্তিশালী অস্ত্রের খুবই প্রয়োজন। এখন ইজরায়েল বিজ্ঞানীরা কুবই ব্যস্ত। তারা ইজরায়েলকে রক্ষা করতে দিনরাত পরিশ্রম করে নতুন নতুন শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের চারদিকে শত্রু। এই শত্রুদের সঙ্গে ইজরায়েলকে সারা বছর ধরে লড়াই করে যেতে হবে। এটা যতদিন ইজরায়েলের পাশে থাকতে ততদিন ইজরায়েল বিপদের মুখে থাকবে। এদিকে ইজরায়েল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে ইজরায়েল কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা হামাস দলের সদস্য এবং হামসাকে আর্থিক দিক দিয়ে যারা সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলা হবে। মোসাদ সেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলেও তা বন্ধ হওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছে না। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইউক্রেন এবং ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আগামি দিনে আরও খাদ্য সঙ্কট থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক সঙ্কট দেখা দিতে থাকবে। সাধারণ মানুষ নিরাপদে থাকাটা একেবারে ভুলে যাবে। সব সময়ে আতঙ্কে দিন কাটাতে থাকবে। যুদ্ধের সময়ে বহু পরিবার একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ইজরায়েল যুদ্ধ যেভাবে চলতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে মনে হচ্ছিল যুদ্ধটা পরমানু যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। হামাসের সঙ্গে ইরাক, ইরান, তুরস্ক সব ইসলামিক দেশগুলি জড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। আবার অন্য দিকে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইজরায়েল এক হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়া চিন কারোর পক্ষে ছিল না। চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কী কথা হয়েছে তা অবশ্য কেউ জানতে পারেনি। তবে সবাই অনুমান করতে শুরু করেছিল ইজরায়েল হামাস যুদ্ধকে বন্ধ করতে হবে। প্যালেস্টাইন নিয়ে ইজরায়েলের কোনও আগ্রহ নেই। ইজরায়েল প্যালেস্টাইনকে স্বীকার করে না। তবে গাজা অর্দেক ইজরায়েল দখল করে থাকবে এটা পরিস্কার। সেখানকার বাসিন্দারা বসবাস করতে পারে। কিন্তু প্যালেসটাইন পতাকা লাগাতে পারবে না। এবং হামাসের হয়ে কোনও কথা বলতে পারবে না। বন্দি বিনিময় শুরু হওয়াতে গাজার পরিবেশ আপাতত স্বাভাবিক। এদিকে ইজরায়েল আপাতত খাদ্য এবং পানীয় জলকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে গাজা অঞ্চলে পানীয় জল এবং খাদ্য না থাকলে সেখানকার নাগরিকেরা না খেতে পেয়ে মরতে হবে। হামাসের সদস্যরা এখন আর কোনও কথা বলতে পারছে না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকেপ্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

দারোয়ান চিনতে না পারার ফলে এশিয়াটিক সোসাইটির গেট থেকে বিদ্যাসাগরকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিদ্যাসাগরকে ঢুকতে দেয় নি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিদ্যাসাগরকে চিনতে পারেনি গেটের দারোয়ান। বিদ্যাসাগর সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁকে চিনতে না পারার ফলে দরোয়ান এশিয়াটিক সোসাইটির গেট থেকে বিদ্যাসাগরকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরে বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটে সবার প্রবেশ অধিকার নিয়ে তীব্র লড়াই করেছিলেন। স্বদেশি পোশাক পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করার অধিকার দিতে হবে বলে তিনি সোচ্চার হন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে ঢোকার অধিকার না পেলেও এশিয়াপ্রেমী পণ্ডিত স্যার ইউলিয়াম জোন্সের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা একেবারে কমেনি। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। স্যার উইলিয়াম প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা মগ্ন ছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করতে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করে গেলেন। স্যার জোন্স শুধু দক্ষ প্রশাসক ছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি বাংলা তথা ভারত এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটান। সেই কারণে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁর জীবনী রচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর 'জীবন চরিত' গ্রন্থে (১৭৭১ শকাব্দ) 'স্যার উইলিয়ম জোন্স' শিরোনাম দিয়ে জীবনী কাহিনী প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, ইংল্যাণ্ড থেকেও বহু পণ্ডিত মানুষ এসেছিলেন যাঁরা বাংলা তথা ভারতের ভালোবেসে ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা শুধু এখানে ধর্ম প্রচার করতে বা শাসন করতে আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন এখনকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করার পাশাপাশি এই সব দেশীয় সম্পদকে রক্ষা করতে। বাংলার সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি সম্পদ দেখে তারা মুগ্ধ এবং অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই সব সম্পদকে সুরক্ষিত এবং সংরক্ষিত করতে একটি সংস্থা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। প্রাচ্যের সাহিত্য, শিল্প থেকে শুরু করে সংস্কৃতি সম্পদে ভাণ্ডার একেবারে পরিপূর্ণ। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে বহু শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য সম্পদকে সংরক্ষিত না করতে পারলে এক সময়ে তা কালের গতিতে হারিয়ে যেতে পারে বলে অনুভব করতে পেরেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। সেই সব সম্পদকে সংরক্ষিত করতে পারলে বিশ্বের অন্যতম সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করতেন। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে ভালো ধারনা ছিল না ইংল্যাণ্ডবাসীদের। তারা মনে করতো যে ভারত হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটি উপনিবেশ মাত্র। সেখানকার মানুষেরা সভ্য নয়। সেখানকার মানুষেরা একেবারে নিরেট মুর্খ। তাদের আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে কোনও ধারনা নেই। পরবর্তীকালে স্যার উইলিয়াম জোন্স বাংলায় এসে বুঝতে পারলেন যে এদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি অত্যন্ত উচ্চ মার্গের। স্যার উইলিয়াম জোন্স সেই সব সম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রাচ্য চর্চার প্রাণ কেন্দ্র স্থাপন করলেন কলকাতায়। তার নাম হল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। প্রাচ্য গবেষণাগার তৈরি হল। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠল। সেই কারণেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্যার উইলিয়াম জোন্সের জীবনী রচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলায় স্যার উইলিয়াম জোন্সের জীবনী রচনা করেন। তাঁর আগে কেউ জোন্সকে নিয়ে বাংলায় জীবনী রচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এশিয়াপ্রেমী পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্সকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। জোন্সের অপরিসীম পরিশ্রমকে মূল্য দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা হয়েও জোন্স বাংলাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিনি প্রাচ্য সাহিত্য সংস্কৃতিকে মূল্য দিয়েছেন। প্রাচ্য সম্পদকে সমৃদ্ধ করতে বিভিন্ন পণ্ডিতদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিতেরা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এসে বক্তব্য রাখেন। তার ফলে এশিয়া চর্চা আরও সমৃদ্ধশালী হতে থাকে।

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে পরিচিত নেই এমন ব্যক্তি বাংলা তথা ভারতে কম রয়েছে। ১৭৮৪ সালে

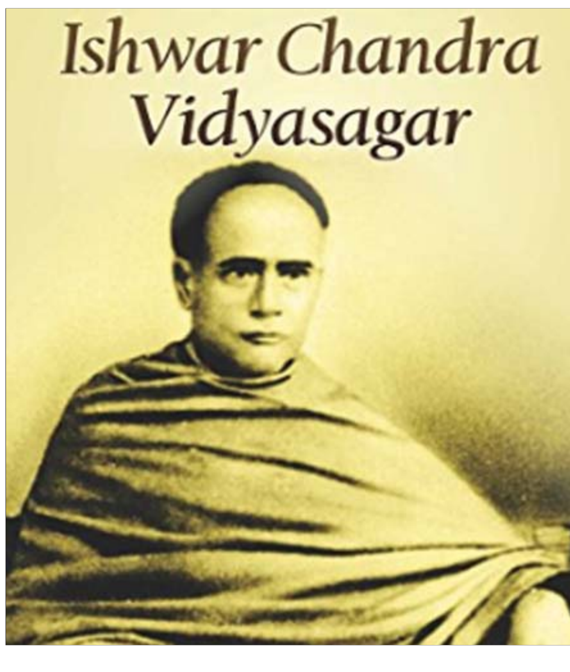

এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তোলা হয়। এই সংস্থাটি ভারতের প্রাচীনতম প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। স্যার উইলিয়াম জোন্স মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮৩ সালে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা সমাপ্ত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি বহু ভষাবিদ এবং আইনজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং সাহিত্য চর্চার ওপরে আকৃষ্ট হয়ে একটি প্রাচ্য গবেষনাগার খোলার কথা চিন্তা করেন। সেই চিন্তার ফসল হচ্ছে আজকের এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রাচ্য বিষয় বিদ্যার চর্চার প্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে এই সংস্থা স্বীকৃতি লাভ করে। মাত্র বারোজন সদস্য নিয়ে এই সংস্থা যাত্রা শুরু করলে পরে ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। ভারতীয়রা এখানে আগে প্রবেশ লাভ করতে পারতো না। প্রায় পঁতাল্লিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে ভারতীয়রা প্রবেশাধিকার পায়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮৫ সালে। সাহেবরা বুঝতে পেরেছিল যে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের যোগদান করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। না হলে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রামকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব সহ আরও অনেকে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত রিসার্চের পত্রে (১৭৮৮) এবং জার্নালে (১৮৩২) প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচ্যের প্রাচীন চর্চা প্রতি বেশি করে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকলেও তিনি কিন্তু কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাটির সদস্য ছিলেন না। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যা পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, আরবীয় প্রকাশ রচনায় আগ্রহী ছিলেন। এমনকী 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজের প্রকাশে তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৫২ সালে ৩০ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসমিতিতে ডাঃ ই রোয়ের বিদ্যাসাগরের হয়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশনার প্রস্তাব দেন। এই নাটকগুলো হল যথাক্রমে- 'বেণী সংহার', 'অনর্য রাঘভ', 'প্রসন্ন রাঘভ', 'নাগানন্দ', 'ললিত মাধব' এবং 'বিদগ্ধ মাধব'। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রস্তাব দিলেন বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' নামে পুঁথিটি সম্পাদনা করা হোক এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' পুঁথিটি খুবই দুলর্ভ ছিল। বাংলায় মাত্র দুটো পুঁথি পাওয়া যায়। একটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং আর একটি সংস্কৃত কলেজে রয়েছে। পরে বিদ্যাসাগর আরও তিনটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন বেনারস থেকে। ১৮৫৮ সালে 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজে বাইস নম্বর বই হিসাবে স্থান পেল 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ'। বিদ্যাসাগরের এশিয়াটিক সম্পর্কে একটি আগ্রহ ছিল। ১৮৪৮ সালে বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের 'হিস্টোরি অব বেঙ্গল' (২য় ভাগ) এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর 'বাংলার ইতিহাস' নাম দিয়ে। সেখানে তিনি মহামতি স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নাম উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের জীবনীতে দেখতে পাই উইলিয়াম জোন্সের নাম। সেখানে লেখা রয়েছে-' স্যার উইলিয়াম জোন্সের অকাল মৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতি বোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ে বোধহয় কোনো ব্যক্তিই তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাচিন ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম, স্মৃতি, পদার্থবিদ্যা, সর্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।' অসৌজন্য আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মসম্মান রক্ষার্থে উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বয়স যখন দশ বছর তখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল মোগলসরাই স্টেশনে। বালক আশুতোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শুনেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে সামনাসামনি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বালক আশুতোষ। ১৮৭৫ সালে কলকাতার 'থ্যাকার স্পিংক' কোম্পানি বইয়ের দোকান থেকে রবিনসন ক্রুশোর বই কিনে বিদ্যাসাগর উপহার দিয়েছিলেন কিশোর আশুতোষকে। আশুতোষ মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়েছেন এবং সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। আজও ভবানীপুরের বাড়িতে গেলে বিদ্যাসাগরের সই সম্বলিত বইটি দেখতে পাওয়া যাবে। ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার তোড়জোড় চলছিল। তার জন্য ছয়জন সদস্যকে নিয়ে স্থাপিত বোর্ড তৈরি করা হবে। ৩৯ জন সদস্যকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠিত হল। ৩৩ জন ইউরোপীয় সদস্য। আর বাকি ছয়জন হলেন ভারতীয়। এদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩ জানুয়ারি ১৮৫৭ সালে। পাঁচজন ভারতীয় সদস্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও উপস্থিত ছিলেন। সেনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আর্টস, ইঞ্জিনিয়ারিং, ল এবং মেডিকেল এই চারটি ফ্যাকাল্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের বৈঠক বসে ১ আগস্ট এবং ১২ ডিসেম্বর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৯ সালে বিদ্যাসাগর বাংলা পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পাঠ্যসূচিটি হল - ১) জীবন চরিত- ডুবাল, গ্রোটিয়াস এবং হার্সেলের জীবনী। ২) টেলোমাকাস- প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড। ৩) শকুন্তলা- চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ড। ৪) মহাভারত- প্রথম খণ্ডের ১৩১- ১৪২ পাতা। বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালে এন্ট্রাস ও বি.এ উভয় পরীক্ষায় বাংলাভাষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। ১৮৬১ সাল তিনি বি.এ পরীক্ষার জন্য পাঠ্যসূচি তৈরি করে দেন। কিন্তু তা অনুমোদন পেল না। বিদ্যাসাগর কি কি বিষয় পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন তার কোনও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। ১৮৫৮ সালে ২৯ অক্টোবর ফ্যাকাল্টির বৈঠকে সভাপতি ছিলেন ডাফ। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর।

ভারত ও ইউরোপকে জব্দ করতে চিন এখন এশিয়ার দিকে ঝুকছে

ভারত, আমেরিকা এবং ইউরোপকে জব্দ করতে চিন এখন এশিয়ার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান দিয়ে তারা যাত্রা শুরু করেছিল। পাকিস্তানকে ভারত বিরোধী অবস্থায় রেখে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। বাংলাদেশের ওপরে চিন নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আওয়ামি লিগের নেত্রী খেশ হাসিনা ভারতের পক্ষে থাকায় সেটা করতে পারছে না চিন। নেপালকে ভারত বিরোধী করে তোল চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার প্রধানমন্ত্রী একটি সময়ে ভারত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এরপরে আসছে ভুটানের কথা। ভুটানকে ভারত বিরোধী করে তোলার দিকে চিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভূটানের রাজা ভারতের পক্ষে থাকায় চিন বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। ইউরোপ, ভারত এবং আমেরিকাকে জব্দ করতে চিন কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। মলদ্বীপ চিন প্রবেশ করেছে। সেখানে একটি সামরিক বন্দর তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বলে বিশেষ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে তাইওয়ানের দিকে চিনের নজর ছিল। কিন্তু তাইওয়ানের নির্বাচন চিন বিরোধী নেতা লাই ছিং জয়ী হয়েছেন। তার ফলে চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তাইওয়ানের সবচেয়ে বিপদজ্জনক ব্যক্তি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ছিং। এদিকে চিন থেকে বলা হয়েছে যে তাইওয়ান গ্রহণের ক্ষেত্র চিন তাদের ভূমিকা থেকে সরে আসছে না। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং হু বলেছেন যে তাইওয়ানের মানুষ যদি স্বাধীনতার কথা ভাবে এবং যদি তারা চিনের হাত থেকে বের হয়ে আসার কথা ভাবতে শুরু করে তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন তাইওয়ান এবং চিন অতীতে আলাদা কোনও দেশ ছিল না। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে রাশিয়া যেমন মনে করে থাকে ইউক্রেন তাদের অংশ সেটা একটি স্বাধীনতা সার্বভৌ রাষ্ট্র নয়। ঠিক সেই রকম চিন তাইওয়ানকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নিতে চাইছে না। রাশিয়া ইউক্রেন দখল করে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে তাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করছে পাশাপাশি দখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিনও তাইওয়ানকে তাদের অংশ বলে গ্রহণ করে ভবিষ্যতে তাইওয়ান দখল করে নেবে। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে পিছুপা হবে না চিন সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে লাই ছিং এখন থেকে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। যদি সংসদে তাঁর দল ডিপিপি ১১টি আসন হারিয়েছে। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে লাইয়ের দল তাইওয়ানের সাধারণ নাগরিকদের কথা ভাবে না। নির্বাচনের ফলাফল ভোঘষা হওয়ার পরেই আমেরিকা বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়ানকে এবং নতুন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই ছিংকে আমেরিকার একটি প্রতিনিধি দল স্বাগত জানালেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বেসরকারি ভাবে এই প্রতিনিধি দলটিতে তাইওয়ানে পাঠিয়ে ছিলেন। তাইওয়ান এবং আমেরিকার সম্পর্ক দৃঢ় হতে শুরু করে দিয়েছে। লাই ছিংকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনে নিন্দা করেছে চিন। এদিকে তাইওয়ানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ নাউরু। নাউরু বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা তাইওয়নকে একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করছে না। লাই জয়ী হওয়ার পরই নাউরু চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেতাতে তাইওয়ান নড়েচড়ে বসেছে। চিনের লক্ষ্য হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর অধিকার করা। তার জন্য তারা নৌ বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং চিন সাগরকে চিন তাদের অধিকারে রাখার চেষ্টা করছে। এদিকে আমেরিকা থেকে বলা হয়েছে সমুদ্র পথে যে কোনও রাষ্ট্র প্রবেশ করতে পারে। সেখানে কারোর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে নারাজ অধীর

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভার নির্বাচন অংশ গ্রহণ করতে নারাজ সাংসদ অধীর চৌধুরী। এদিকে কংগ্রেস দলের এআইসিসি তৃণমমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়াই করার কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বলা হয়ছে তারা তিনটি আসন কংগ্রেস দলকে ছেড়ে দেবে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও প্রার্থী দেবে না। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে রাজ্যের কংগ্রেসের বক্তব্যকে প্রধান্য দিতে হবে দিল্লির। নাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস রাজনীতিতে বিড়ম্বনা দেখা দিতে পারে। সংসদের কংগ্রেসের দল নেতা অধীর চৌধুরী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার সিদ্ধান্ত যদি দিল্লি নেয় তাহলে তাদের এবারে অব্যাহতি দিতে পারে। তিনি এবারে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবেন। এদিকে মুর্শিদাবাদের সিপিএম দলের সমর্থকেরা বলেছে যে তারা কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীকে সমর্থন করবে। যদি তিনি নির্দল প্রার্থী হন তাহলে তারা সমর্থন করবে। কংগ্রেস সিপিএম এক হয়ে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিল্লি। দিল্লি এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচন লড়াই করবে কিনা। এতকাল ধরে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলে আসছিলেন যে বাংলার কংগ্রেস দল সিপিএম এর সঙ্গে জোট করে লোকসভার নির্বাচন লড়াই করবে। কিন্তু এখন আবার দিল্লি তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে অধীর চৌধুরী বলতে গেলে খুবই ক্ষুব্ধ। কংগ্রেস এখন তৃণমল কংগ্রেসের ছোঁয়াকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস দলের ভাঙন তৈরি করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা কংগ্রেস দল ভাঙিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করে। তৃণমূল কংগ্রেস যেখানেই গেছে সেখানেই কংগ্রেস ভেঙে দল তৈরি করেছে। গোয়াতে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল। এবারে বাংলায় সেই খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলায় কংগ্রেস যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। বহরমপুর এবং মালদা কংগ্রেস দলকে ছেড়ে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে দেখতে পাওয়া গেল যে তৃণমূল কংগ্রেস গোপনে একটি গোঁজ প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার ফলে কংগ্রেসের সেখান আসান হারানোর আশঙ্কা থাকবে। কংগ্রেস তখন দুইদিক হারাতে থাকবে। সেই কারণে এখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী সিপিএম দলের সঙ্গে জোট করতে ইচ্ছুক। তিনি বলেছেন সিপিএম দলের সঙ্গে আগে থেকেই লোকসভার নির্বাচনের ব্যাপারে জোট করে লড়াই করার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়াই করার কোনও সম্ভাবনা নেই। যদি দিল্লি জোর করে রাজ্য কংগ্রেসের ব্যাপারে ভিন্ন মত দিতে শুরু করে তাহলে তার মধ্যে অধীর চৌধুরী থাকবেন না সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন তিনি নিজেই। পসিচমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত 'সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড রিসার্চ' -এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে ১৭ জানুয়ারি। সেই উপলক্ষ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রক্ষার চ্যালেঞ্জ' আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকছেন বিহারের মুখমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। লোকসভার বৃহত্তম দলের বিরোধী দল নেতা অধীর চৌধুরীর নামও প্রাথমিক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস দলের আসন রফা নিয়ে ঘরোয়া আলাচনা থাকায় তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি। সিপিএম দলের পক্ষ থেকে জানতে পারা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আসনের বিষয়টা চুকে গেলে তবেই অধীর চৌধুরীর নাম প্রকাশ করা হবে। তবে রাহুলের ভারত জাড়ো ন্যায়যাত্রায় অধীর চৌধুরী যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। প্রদেশ কংগ্রেসের বহু নেতারা শ্রোতা হিসাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। সিপিএম দল থেকে বলা হয়েছে যে কংগ্রেসকে পেলে ভালো হতো। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আসন রফা হওয়ার পরে এই ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী তাঁর চরম অবস্থানের কথা বলে রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে ইণ্ডিয়া জোটের স্বার্থে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে হয় তাহলে তাঁকে অব্যাহতি দিতে হবে। কংগ্রেস তৃণমূল জোট বলে বিজেপি ফায়দা পাবে। কংগ্রেসের কোনও লাভ হবে না। কংগ্রেস তৃণমূল জোটের সঙ্গে হাত মেলালে নিজেদের রাজনীতিকেই অস্বীকার করা হবে। অধীর চৌধুরী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে তিনি সভাপতি পদ থকে সরে দাঁড়াবেন এবং বহরমপুর নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাক্ষিণ্যে তিনি আর লড়াই করতে চান না। এমন কথাও তিনি এআইসিসিকে শুনিয়ে রেখে দিয়েছেন। এদিকে রাহুলের ন্যায় যাত্রা বাংলায় প্রবেশ করবে। সেখানে সিপিএম দলের নেতারা যোগদান করবেন বলে জানিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায় তাহলে সেটা আর হবে না। সিপিএম দল এখন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের ছায়া থেকে নিজেদের রক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

হেরিটেজ ঃ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি

কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি বাংলার একটি ঐতিহ্যশালী সম্পদ। এখান থেকে শুরু হয়েছিল বিপ্লবী আঃেদালনের সূত্রপাত। বিপ্লবী অরবিন্দ এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার অফিস তৈরি করতে রাজা সুবোধ মল্লিক সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর বাড়ির পাশেই তৈরি হয়েছিল এই পত্রিকার অফিস। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক। ১৯০৫ সালে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁকে সেই সময়ে ছাত্ররা নিজেরাই ঘোড়া গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিজেরাই টানতে টানতে রাজা সুবোধ মল্লিককে তাঁর বাড়ি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিয়ে এসেছিল। জাতীয় আবেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিপ্লবী অরবিঃদ যুগান্তর বিপ্লবী সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এই বাড়িতে গুপ্ত বৈঠক ডেকে। এই বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতা এসেছেন। এসেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে এই বাড়িতে আসেন। রাজা সুবোধ মল্লিক তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সমানের রাস্তায় 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাইতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই এসেছিলেন এই বাড়িতে। এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দিয়ে গিয়েছেন রাজা সুবোধ মল্লিক।

রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৭ জানুয়ারি ঃ মর্গ থেকে দাবী হীন মৃতদেহ, এস এন সি ইউ পরিষেবা এবং রেড ক্রস সোসাইটির ই পি এস সহ বেশ কিছু বিষয়ে সদর্থক আলোচনা করে সিদ্ধান্তের পথে রোগী কল্যাণ সমিতি। পাশাপাশি, বুধবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে শীতে ব্ল্যাঙ্কেট, হুইল চেয়ার ও স্ট্রেচার দানের ঘোষণা করলেন আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অধ্যক্ষ করবী বড়াল, ভাইস চেয়ারম্যান জেলা শাসক বিধান রায়, মেম্বার সেক্রেটারি এম এস ভি পি পলাশ দাস প্রমুখ। রোগী কল্যাণ সমিতির সদর্থক বৈঠক হয়েছে বলে সমিতি সূত্রে জানা গেছে। আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, হুইলচেয়ার, স্ট্রেচার এবং যদি নিয়মে থাকে কিছু কম্বলের জন্য দুই লক্ষ টাকা বিধায়ক তহবিল থেকে দেওয়ার কথা বলেছি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শীতে রোগীদের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু ব্ল্যাঙ্কেট কিনেছে। কিন্তু আরও কিছু ব্ল্যাঙ্কেট বা কম্বল, হুইল চেয়ার ও স্ট্রেচারের প্রয়োজন ছিল। বৈঠকের নাইন পয়েন্ট কর্মসূচির বাইরে এই কথা আলোচনার মধ্যে উঠে আসে। আর তখনই তিনি স্ট্রেচার, হুইল চেয়ার ও নিয়মে থাকলে কম্বল কেনার জন্য দুই লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলেন বিধায়ক। এতে উপস্থিত সকলেই খুশি। চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় মঙ্গলময় কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এছাড়াও মেডিক্যাল কলেজে এস এন সি ইউ এবং সি সি ইউ এর কথা আলোচনায় উঠে আসে। এস এন সি ইউতে দশজন ডাক্তার থাকার কথা। তারমধ্যে আটজন এম বি বি এস এবং দুইজন স্পেশালিস্ট। এস এন সি ইউ এ চল্লিশ টি বেড। ডাক্তার আছেন দুইজন। তারমধ্যে একজন আবার প।তে চলে যাবেন। একজনকে সেই গুরু দায়িত্ব সামলাতে হবে। কোয়ালিটি সার্ভিসের কথা মাথায় রেখে এই ব্যাপারে উপস্থিত সকলেই সমবেতভাবে সদর্থক আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয়ভূক্ত না হলেও, সবাই এব্যাপারে আলোচনা করে মতামত দেন। জেলাশাসক নিজেই স্বাস্থ্য ভবনের সাথে নিজে কথা বলতে আগ্রহী হন, বলে জানা গেছে। হাসপাতালে ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির স্টাফ আছেন। যে এজেন্সির অধীন তারা কাজ করেন, সেই এজেন্সি তাঁদের ই পি এস বা অবসরকালীন সুবিধা দিচ্ছে না। এব্যাপারে বৈঠকে সে ব্যাপারে আবার চিঠি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে মর্গে জমে থাকা দাবীহীন মৃত দেহগুলোর সকার বা সহজে কিভাবে গোটা ব্যবস্থার সরলীকরণ করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয়।

ছাত্রীকে গলা কেটে খুনের চেষ্টা চালানোর ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জানুয়ারি ঃ অষ্টম শ্রেণীর প্রতিবাদী ছাত্রীকে গলা কেটে খুনের চেষ্টা চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত উজ্জ্বল মণ্ডলকে গ্রেফতার করলো পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর বুধবার আদালতে যাওয়ার সময় ধৃত উজ্জ্বল মণ্ডল জানিয়েছে, প্রেমে প্রতারণার কারণেই সুদীপা স্বর্ণকারকে ভয় দেখানোর জন্যই এভাবে হামলা চালানো হয়। স্টিলের ছুরি দিয়ে এদিন ওই ছাত্রীর উপর হামলা চালিয়েছিল সে। খুন করার পরিকল্পনা থাকলে সে লোহার ছুরি দিয়েই ওই ছাত্রীর ওপর হামলা চালাতো। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকাল তিনটে নাগাদ মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটমাইল এলাকায় একটি বেসরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুদীপা স্বর্ণকার (১৩)। সেই সময় উজ্জ্বল মণ্ডল নামে ওই এলাকারই এক যুবক ছুরি নিয়ে ওই ছাত্রীর উপর হামলা চালায়। সুদীপার গলায় একাধিক ছুরি দিয়ে একাধিক কোপ মারে। বর্তমানে ওই ছাত্রীর চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এখনো সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে ওই ছাত্রী। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সারাদিন গা ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত উজ্জ্বল মন্ডল। এদিন রাত বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা থানার বুলবুলি মোড়ে মুখ ঢেকে গায়ে চাদর দিয়ে গাড়ি ধরতে এসেছিল অভিযুক্ত উজ্জ্বল মন্ডল। তার পরিকল্পনা ছিল বামনগোলা হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর পালাবার। সেই সময় পুলিশ নজরদারি চালিয়ে বুলবুলিমোড় থেকে উজ্জ্বল মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। বুধবার আদালতে যাওয়ার সময় ধৃত উজ্জ্বল মণ্ডল জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেম ছিল তার। কিন্তু এরই মধ্যে আরও এক যুবকের প্রেমে জড়িয়ে পড়ে সুদীপা। এমনকি তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদের চেষ্টা চালায় সুদীপা। তিন দিন ধরে ওই ছাত্রী তার সঙ্গে কোনরকম কথাই বলছিল না। এরপরই প্রতিশোধ নিতেই তাকে এভাবে হামলা চালিয়ে ভয় দেখানোর পরিকল্পনা করেছিল সে। পুলিশ জানিয়েছে, জখম অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর বাবা সমিত স্বর্ণকার পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ত্রিকোণ প্রেমের গল্প উঠে এসেছে। এত অল্পবয়সী ছেলে- মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতায় পুলিশও কিছুটা হতবাক হয়ে গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত উজ্জ্বল মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারা এবং পক্সো আইনে মামলা রুজু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ধৃতকে এদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনদিনের নিজেদের হেফাজতে চেয়ে মালদা আদালতে আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

পাল্টা বিক্ষোভে উত্তপ্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

দেবাশিষ কংসবণিক, নবদ্বীপ, ১৭ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবারের পর বুধবারও উত্তপ্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে কুশ পুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাঝেই হাজির রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তাকে দেখে পাল্টা কলেজের গেটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কলেজ ইউনিটের সদস্যরা কালো পতাকা দেখিয়ে ধিক্কার জানান। মঙ্গলবার নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বেশ কয়েকজনের পাশাপাশি এবিভিপি'র মহিলা ছাত্রী সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। তাদের মধ্যে একজন এবিভিপির কার্যকর্তা কৃষ্ণেন্দু মল্লিককে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয় জেলা হাসপাতালে। মঙ্গলবার রাতেই একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় নবদ্বীপ শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজদীপ চট্টোপাধ্যায় জানান, মঙ্গলবার শান্ত কলেজকে অশান্ত করতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হয় এবিভিপি দুই কার্যকর্তা কৃষ্ণেন্দু মল্লিক ও বিকি নাথের নেতৃত্বে তাদের সদস্যরা। ঘটনায় আহত হয় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী দিশা ভট্টাচার্য্য বেশ কয়েকজন। তিনি আরও বলেন, কলেজে স্বাভাবিক পাঠদানের পাশাপাশি চলছিল ২০১৯ সালের এর ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের সার্টিফিকেট বিতরণের কাজ। শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি দাবি সাধারণ ছাত্র ঐক্যের সামনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পালাতে গিয়ে আহত হয় এবিভিপি কয়েকজন। সন্ত্রাসের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় নিজেদের মধ্যেই শুরু হয় বাগবিতন্ডা। চলতে থাকে আহত হওয়ার অভিনয় করে মিথ্যে নাটক। রাজদীপ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ভিকি, কৃষ্ণেন্দুর মত দাগি সমাজবিরোধীরা যে এবিভিপি আশ্রিত, কার্যত তা স্বীকার করে নিল বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতির দাবিকে খণ্ডন করে এবিভিপি- এর দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনিরুদ্ধ সরকার বলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা আমাদের এক কার্যকর্তা সহ চারজনকে বেধড়ক মারধর করেছে। তাদের মধ্যে একজনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবারের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার দুপুরে বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি সমর্থকেরা। সেই সাথে কুশ পুত্তলিকা দাহ করা হয়। অন্যদিকে কলেজের গেটের ভেতরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দুই পক্ষেরই স্লোগান পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ চত্বরে আসেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

Notice Inviting E-Tender
Brajarajpur GP, Indpur, Bankur
NieT 17, Memo 41/Braja/2024 Date 15.01.2024
Pradhan, Brajarajpur, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in www.wbetenders.gov.in web site. Last date of submission 27.01.2024 (01.30 pm).
Sd/-
Pradhan,
Brajarajpur Gram Panchayat

Saharjora Gram Panchayet
Shitla, Barjora, Bankura
e-NIT No.-09/SGP/23-24, Dated-15/01/2024
e-NIT No.-10/SGP/23-24, Dated-15/01/2024
All details of schemes, Schedule dates and terms & condition can be obtained from www.wbtender.gov.in and Saharjora Gram Panchayet Office.
Sd/- Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং ঃ সিডব্লু/এটিএম/ই-অকশন/২০২২, তারিখ ১৬.০১.২০২৪। অ্যাডমিন ইউনিট/ জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন —কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এটিএম-এসডিএএইচ-২০২৪-০২। **অকশন শুরু (সব লটের জন্য) ঃ** ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১১.০০ মিনিট। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ২.১০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনের মেয়াদ ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ** ৩০ মিনিট। **পরবর্তী লটের ক্লোজিং ইন্টারভ্যাল ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৫.০১.২০২৪, বিকাল ৫.৫৬ মিনিট। **ক্রঃ নং; সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময়** যথাক্রমে ঃ **(১) এএ/১;** এটিএম-এসডিএএইচ-এনএইচ-জেন-৫৪-২৩-১ (এটিএম-জেনারেল); নৈহাটি রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১১.৩০ মিনিট। **(২) এএ/২;** এটিএম-এসডিএএইচ-বিবিটি-জেন-৩৪-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); বিরাটি রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১১.৪০ মিনিট। **(৩) এএ/৩;** এটিএম-এসডিএএইচ-বিআইআরএ-জেন-৪০-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); বিরা রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১১.৫০ মিনিট। **(৪) এএ/৪;** এটিএম-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-জেন-৩৮-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); শিয়ালদহ রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১২.০০ মিনিট। **(৫) এএ/৫;** এটিএম-এসডিএএইচ-টিকেএনআর-জেন-২২-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); ঠাকুরনগর রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১২.১০ মিনিট। **(৬) এএ/৬;** এটিএম-এসডিএএইচ-এসএমএক্স-জেন-৩০-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); শিমুরালি রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১২.২০ মিনিট। **(৭) এএ/৭;** এটিএম-এসডিএএইচ-এমজেটি-জেন-৩১-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); মাঝেরহাট রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১২.৩০ মিনিট। **(৮) এএ/৮;** এটিএম-এসডিএএইচ-বিআরপি-জেন-৩৯-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); বারুইপুর রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১২.৪০ মিনিট। **(৯) এএ/৯;** এটিএম-এসডিএএইচ-জিইডিই-জেন-৫২-২৩-১ (এটিএম-জেনারেল); গেদে রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন; ৩১.০১.২০২৪, বেলা ১২.৫০ মিনিট। **(১০) এএ/১০;** এটিএম-এসডিএএইচ-এইচআরও-জেন-৪৪-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); হাড়োয়া রোড রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ১.০০ মিনিট। **(১১) এএ/১১;** এটিএম-এসডিএএইচ-জিবিজি-জেন-২৩-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ১.১০ মিনিট। **(১২) এএ/১২;** এটিএম-এসডিএএইচ-বিএআরএন-জেন-৪৫-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); বরানগর রোড রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ১.২০ মিনিট। **(১৩) এএ/১৩;** এটিএম-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-জেন-৩৬-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); বসিরহাট রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪) এএ/১৪;** এটিএম-এসডিএএইচ-কেওএএ-জেন-২৪-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); কলকাতা রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ১.৪০ মিনিট। **(১৫) এএ/১৫;** এটিএম-এসডিএএইচ-ডিজিএনআর-জেন-৪৩-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); দুর্গানগর রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ১.৫০ মিনিট। **(১৬) এএ/১৬;** এটিএম-এসডিএএইচ-এইচএনবি-জেন-৩৭-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); হাসনাবাদ রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ২.০০ মিনিট। **(১৭) এএ/১৭;** এটিএম-এসডিএএইচ-সিডিপি-জেন-৪১-২২-১ (এটিএম-জেনারেল); চাঁদপাড়া রেল স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও চালনা; ৩১.০১.২০২৪, দুপুর ২.১০ মিনিট। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স ফি) (প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য), **ন্যূনতম ইনক্রিমেন্ট (%) ঃ** ০.২ (প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য)। **ইএমডি (%) ঃ** ৫ (প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য)। **লট স্টেটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য)।
(SDAH-341/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 73/EO/JLD-II, Dated: 17/01/2024
Notice
Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.-19(e)/EO/JLD- II/2023-24 dt. 17.01.2024 for 3 nos. scheme (Tender ID : 2024_ZPHD_648228_1 to 2024_ZPHD_648228_3), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 01/02/2024 up to 06-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Office of The Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender/Tender
Pradhan, Baragram GP has invited NIeT-13,14/23-24 of 3 schemes & NIeT-12,13/23-24 of 8 nos schemes under 15 th FC on 17/01/2024. For details contact Baragram GP Office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Baragram GP

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary arrangement for Virtual innauguration by VVIP from Book Fair Ground on 18.01.2024" [Job No. KIT/RW/159 of 23-24] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-095/KIT/Q of 23-24) Bid Submission Closing : 18.01.2024 up to 12.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

রঙ্গিয়া মণ্ডলে অতিরিক্ত হাই মাষ্ট টাওয়ারের ব্যবস্থা করা
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-৩১-২০২৩-২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. আরএনওয়াই-ইএল-টি-৩১-২০২৩-২৪। কাজের নামঃ** (১) হারমতী, বিন্দুকুরি, বরপেটা রোড, গোয়ালপারা টাউনে অতিরিক্ত হাই মাষ্ট টাওয়ারের ব্যবস্থা করা। (২) তাতীবাহার, বিশ্বনাথ চারালি, বাইহাটা, যোগীঘোপায় অতিরিক্ত হাই মাষ্ট টাওয়ারের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৫২,১২,০৬৪.৫৭ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৬,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender Notice
e-tenders are invited by Prodhan, Lowa-Ramgopalpur Gram Panchayat under Galsi-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential from 5th SFC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_644622_1 to 4 . Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 19/01/2024 up to 16.00 IST. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/SSM/NIET-10/2023-24, dt.-16/01/2024
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 07 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For Other Details, contact office of the undersigned within office hour.
Sd/-
E.O., Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 65/EO/JLD-II, Dated: 16/01/2024
Notice
Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No. 17(e)/EO/JLD- II/2023-24 dt. 04/12/2023 as 2 nd Call, for 7 nos. scheme (Tender ID : 2023_ZPHD_614492_36 to ID 2023_ZPHD_614492_42), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 25.01.2024 up to 05-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-11/2023-24, dt.-17/01/2024
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 16 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For Other Details, contact office of the undersigned within office hour.
Sd/-
E.O., Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামতী এবং তত্বাবধান
এনআইটি নোটিস নং. ইএল-জিএইচ-৯৪৬ অফ ২০২৩-২৪ তারিখঃ ১১-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-জিএইচ-৯৪৬ অফ ২০২৩-২৪। কাজের নামঃ** পাণ্ডুতে- "এসএসই/আইসি/পি/পাণ্ডুর অধীনের এক বৎসরের জন্যে আমিনগাঁও এবং আগিয়াঠুরির সঙ্গে বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামতী এবং তত্বাবধান"। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪২,৯৪,৭৩৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮৫,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এস অ্যান্ড টি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৪৭।** নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য গিয়ার সমেত সিগন্যালিং অ্যান্ড টেলিকম আউটডোর কেবেল সরানোর কাজ (i) আদ্রা ডিভিসনে চাণ্ডিল-বার্নপুর-কালীপাহাড়ি শাখায় আরসিসি বক্স কালভার্ট দ্বারা অপ্রামাণ্য পাইপ স্টোন স্ল্যাব ব্রিজ প্রতিস্থাপনের কাজ (৫৬টি স্টোন স্ল্যাব ব্রিজ এবং ৩৩টি পাইপ ব্রিজ), (ii) আদ্রা ডিভিসনে চাণ্ডিল-আসানসোল শাখায় স্টোন স্ল্যাব ব্রিজ নং ৩৮৮ (আপ ও ডাউন)-এর আরসিসি বক্স দ্বারা এবং ব্রিজ নং ৩৯২ (আপ ও ডাউন)-এর পায়ার ও অ্যাবাটমেন্ট-এর আরসিসি জ্যাকেটিং দ্বারা প্রতিস্থাপন। (iii) আদ্রা ডিভিসনে সাকার চিত্রালয়ের নিকটে পুরুলিয়া ইয়ার্ডের অনুষঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কাট অ্যান্ড কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে স্বল্প উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (iv) আদ্রা ডিভিসনে মধুকুণ্ডা-দামোদর জং শাখায় আপ লাইনে কিমি এন৩১১/১৭-২৭ এবং ডাউন লাইনে কিমি ৩১১/২৮-১৮-র মধ্যে স্থায়ী গতিবেগ নিষেধাজ্ঞা ৯০ কিমি প্রতি ঘণ্টার অপসারণ। (v) আদ্রা ডিভিসনে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া এবং বিডিআর শাখায় ৬টি স্থানে কেএ-৯০, কেএ-২৭, কেএ-২৯, কেএ-৪২, কেএ-৭২ এবং বিআর-১৭ প্রভৃতি প্রহরাযুক্ত এলসি গেট অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,২৬,২৩,৪৯৬.০৪ টাকা। **(২) এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৪৮।** নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য গিয়ার সমেত সিগন্যালিং অ্যান্ড টেলিকম আউটডোর কেবেল সরানোর কাজ (i) আদ্রা ডিভিসনে বাঁকুড়া-আদ্রা-আসানসোল এবং সাঁকা-জয়চণ্ডীপাহাড় শাখার মধ্যে ৬টি প্রহরাযুক্ত এলসি গেট যথা কেএ-১২৮, কেএ-১৫৪, কেএ-১০৪, কেএ-১২৩, কেএ ১৪৪ এবং এসজে-৪-এর অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণের কাজ। (ii) আদ্রা ডিভিসনে চাণ্ডিল-পুরুলিয়া শাখায় ১টি প্রহরাযুক্ত লেভেল ক্রশিং নং জেসি ৫২-র অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৩,১৩,৫৪৯.৭৩ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ৩০.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ০৫.০২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **(PR-1036)**

GOVT. of WEST BENGAL
Notice Inviting Tender No: 15 of 2023-24 of E.E (A-I), Balurghat (A-I) Division, Balurghat
Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Balurghat (A-I) Division from bonafied contractors for having sufficient credential in this line are eligible for the following work. "Formation, Registration and Nurturing of WUA with Activity & Budget under RIDF - XXIX Projects. 30 Nos Sites within Balurghat (A-I) Sub-Division and Gangarampur(A-I) Sub-Division under Balurghat (A-I) Division, Balurghat." Last Date of Application : 25.01.2024 upto 16: 00 hours Details may be had from the office.
Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Balurghat (A-I) Division, Balurghat

NIT No-14/MoshGP/2023-24
Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for Supply of Tubewell Spare Parts, within Moshiara GP details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.
Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet, Howarh
E-tender is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-NIT MEMO No. JBPUR-II/18/2024, Dated: 17/01 2024. Last date of Tender droping: 01.02.2024, 11.30AM, Date of opening of Technical Bids: 05.02.2024, 11.30 AM. Details Contact: wbtenders.gov.in
Sd/-Pradhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

e-Tender Notice
D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide NIT No. **WB/BCWTD/NIT-02(e)/2023-24 & Tender ID: 2024_DMPM_643920_1.** Online Bid submission end date on **26/01/2024 upto 1:00 P.M.** Details may be seen on website http://wbtenders.gov.in
Sd/-
D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

Sealed Tender hereby invited vide NIeT No.- 03/RGP/15th CFC/2023- 24 and 04/RGP/5th SFC/2023-24 dated 17/01/2024 by the Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat, Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC and 5th SFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is 25/01/2024 upto 13.00 hrs. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website htpp://wbtenders.gov.in.

উন্নতমানের পরিদর্শন কেন্দ্র তৈরি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_৭৪_২০২৩-২৪, তারিখঃ ১২-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_জিএস_৭৪_২০২৩-২৪, **কাজের নামঃ** "ডিজেল লোকো শেড শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি জং-এ ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনগুলির পরিদর্শন ও রক্ষণআবেক্ষণের জন্য উন্নতমানের পরিদর্শন কেন্দ্র তৈরি করা (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)"। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৬,৭৮,৮০২ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,১৩,৬০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur , Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT. No.- 15/15th FC(Tied)/ Lochanpur gp/ 2023-24 , NIeT. No.- 16/15th FC(Untied)/ Lochanpur gp/2023-24 E-tender are hereby invited by the Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors . Last date of Tender Submission 05/02/2024 For Other details Please seen the website http://wbtender.gov.in
Sd/-
Prodhan , Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur,
Murshidabad.

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. Of Boundary Wall, PCC Road, under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: 31/01/24 up to 11.00 am. Tender ID No 2024_ZPHD_647333_1. Wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Pursurah Development Block
Hooghly

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/জিএস/৭৩/২০২৩-২৪ তারিখঃ ১২-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. ইএল/জিএস/৭৩/২০২৩-২৪। কাজের নামঃ** সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিতঃ (ক) "বুনিয়াদপুর ষ্টেশনে ওয়ার্ম ষ্টেণ্ডী থেকে হট ষ্টেণ্ডবাই ব্যবস্থা পর্যন্ত ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং চিস্টেমের উন্নীতকরণ" (খ) ডুমডাঙ্গী ষ্টেশনে আউটডোর ইনষ্টলেশনের প্রতিস্থাপন এবং ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিঙের ব্যবস্থা করা। (গ) মণিহারী ষ্টেশনে ডুয়েল ভিডিইউর ব্যবস্থা করার সঙ্গে ইআইর প্রতিস্থাপন। (ঘ) নিউ জলপাইগুড়ি-আমবারী ফালাকাটাঃ ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনের বিদ্যমান লেভেল ক্রসিং সমীপবর্তী পথ এনএন-১ এর প্রশস্ত করা কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৮,৬৭,৬২৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৭,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে প্রতিস্থাপন ও মেরামতের কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এন-২০২৩-কে-৩৯ তারিখঃ ১২-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এন-২০২৩-কে-৩৯। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে এএসটিই/নিউ জলপাইগুড়ি খণ্ডের অধিনে সিগন্যালিং সম্পদের বর্ধিতকরণের জন্য প্রতিস্থাপন ও মেরামতের কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৯,৪৪,৮৯৮.০৬ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৩৮,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আগামী ০৫-০২-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম(এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অদক্ষ কর্মীকে সহায়তা করা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১২-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ০১-এপি-III-২০২৪। **কাজের নামঃ** ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের জন্য এসএসই/পি-ওয়ে/ইউএসএফডি/আলিপুরদুয়ার জং.-এর অধীনে ০২ বছরের জন্য নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ইউএসএফডি টিমের অদক্ষ কর্মীকে সহায়তা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৭,৬৮,৭৬০/-টাকা; বায়নার ধনঃ ৯৫,৪০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgiri, P.O.Lakshmanpur, Dist. Howrah, Pin-711114
Notice Inviting Tender
1180/NIT/BEUP/MAK-II/23-24, Dt. 15.01.2024
Sealed Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Source of Fund: BEUP. Last date of submission of Tender paper up to 31.01.2024. Technical Bid Opening Date 02.02.2024. For details please visit website https://wbtender.gov.in
Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-25/2023-24
(Memo No: 61/Panch, Dated: 16/01/2024)
Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of three (03) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/181/eNIT/23-24, Date: 16/01/2024 For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the work of: Construction of Solar Street Light at 4(Four) different places. Document download/sale date from 18.01.2024 10:00 am to 27.01.2024 10:00 am. Bid submission end date up to 27.01.2024 10:00 am or as per tender portal. Bid Opening Date: 29.01.2024 at 10.00 AM or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (W/S) S. S. Unit, KMC** invites e-tender online system for the following work: **NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-116/1/23-24/BULK01** Name of work : **Supplying and laying of 100MM Dia M.S. Pipe for new filter water bulk meter connection at NSHM Knowledge Campus, Kolkata Group of Institutions Complex, 124(60) B. L. Saha Road, Kolkata-700053 in WD No. 116, Br.-XIII.** Estimated Amount : **Rs. 3,66,355.87.** Earnest Money: **Rs. 7,400.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date of submission of bid: **30.01.2024 at 1 p.m.** Tender will be opened on: **01.02.2024 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024 at 10 a.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer, WS, GRWW, KMC** invites e-tender for the work : **NIT No. : EE/WS/GRWW/PLANT/13OF23-24/08** Name of work :**Construction of Approach Road from existing Bituminous Road to Central Alum godown besides of WTP-II Sludge Pump House under GRWW Campus.** Estimated Amount : **Rs. 1,72,529.00.** Earnest Money: **Rs. 3,451.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **27.01.2024 at 2 p.m. / 29.01.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS/BDT), KMC** invites e-Tender for the following works (Submission of bid through online):
1. NIT No. : WS/SINK/XII/106/23-24/02/01 Name of work : **Sinking of 1 no. power driven deep tubewell of size (200X150)MM at Mondal Para WD-106, Br-XII.** Estimated Amount (Including GST and CESS) : **Rs. 4,92,067.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Time of Completion: **20 Days.** Tender closing & opening date and time: **06.02.2024** up to **5 p.m. & 09.02.2024 at 2 p.m.**
2. NIT No. : WS/SINK/XII/109/23-24/09 Name of work : **Installation of 1 no. power driven deep tubewell of size 200MMX150MM Dia. at Dream Land Naba Maloncha Dhalua WD-109, Br-XII.** Estimated Amount (Including GST and CESS) : **Rs. 4,90,253.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Time of Completion: **20 Days.**
3. NIT No. : WS/SINK/XII/101/23-24/02 Name of work : **Sinking of 1 no. power driven deep tubewell of size (200X150) MM at Birnagar Primary School WD-101, Br-XII.** Estimated Amount (Including GST and CESS) : **Rs. 4,92,067.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Time of Completion: **20 Days.**
4. NIT No. : WS/SINK/XII/106/23-24/03 Name of work : **Installation of 1 no. power driven deep tubewell of size 200MMX150MM Dia. at Prasanna Das Road near Shitala Mandir WD-106, Br-XII.** Estimated Amount (Including GST and CESS) : **Rs. 4,91,462.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Time of Completion: **20 Days.** Tender closing & opening date and time: **12.02.2024** up to **5 p.m. & 16.02.2024 at 2 p.m.** (for sl. no. 2 to 4). For full and further details, please visit the website **http://www.wbtenders.gov.in.**

Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer(WS)BPS & HW, KMC** invites tender online percentage two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/CNHW/23-24/02 (1st call) Name of the work : **Electrical work for service restoration of motor feeders of centrifugal pumps and submersible pumps at C. N. Roy Road Head Works.** Estimated Cost : **Rs. 2,81,993.01.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **120 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/RKHW/23-24/06 (1st call) Name of the work : **Installation of 150MM Dia non-return valve for 150MM Dia delivery pipe line of submersible pump no. 2, 3, 4 & 6 at R. K. Chatterjee Road Head Works.** Estimated Cost : **Rs. 2,49,374.79.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**
3. NIT No. : KMC/WS/L/HW/23-24/03 (1st call) Name of the work : **Troubleshooting while electromechanical fault for restoration of pumping service at different Head Works and CBPS in Ward No.:67 under BR-VII.** Estimated Cost : **Rs. 2,96,241.83.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **183 Days.**
4. NIT No. : KMC/WS/RKHW/23-24/05 (1st call) Name of the work : **Improvement of reliability of pumping service by replacing submersible pumps and accessories for Pump No. 4, 6 & 7 at R. K. Chatterjee Road Head Works.** Estimated Cost : **Rs. 2,76,642.49.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00.** Period of Completion: **20 Days.**
5. NIT No. : KMC/WS/CNHW/23-24/03 (1st call) Name of the work : **Improvement of reliability of pumping service by replacing submersible pumps and accessories for Pump No. 3, 4 & 6 at C. N. Roy Road Head Works.** Estimated Cost : **Rs. 2,83,671.37.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **20 Days.**
6. NIT No. : KMC/WS/THW/23-24/02 (1st call) Name of the work : **Restoration of pumping service by overhauling, servicing of pump set and replacement of accessories for centrifugal pump no. 2 & 3 at 85 Topsia Head Works.** Estimated Cost : **Rs. 1,95,358.24.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**
7. NIT No. : KMC/WS/GSHW/23-24/05 (1st call) Name of the work : **Improvement of reliability of pumping service by replacing submersible pumps and accessories for Pump No. 3 & 7 at G. S. Bose Head Works in Ward No.67.** Estimated Cost : **Rs. 1,92,325.37.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date of submission of bid: **08.02.2024 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 7). Tender will be opened on: **12.02.2024 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **22.01.2024 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 7) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

1289/23-24

হামাসকে সমর্থন মিয়া খলিফার ভাইরাল ভিডিও দেখে যা করলেন ইহুদি মহিলারা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফের বিতর্কে জড়ালেন প্রাক্তন পর্ন তারকা মিয়া খলিফা। প্রসঙ্গ হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষ! ভিডিওটি ভাইরালও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কী এমন ঘটল যে বচসা শুরু হল?৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালায় হামাস। সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ। আর এর পরই মুখ খুলেছিলেন মিয়া। আর সেই হামলার সমর্থনে পালটা আক্রমণ করে তেল আভিভ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে হামাসকে সমর্থন করেছিলেন মিয়া। নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আপনি যদি প্যালেস্তাইনের পরিস্থিতির দিকে দেখেন এবং প্যালেস্তিনীয়দের পক্ষ না নেন তাহলে আপনি জাতিবিদ্বেষের ভুল প্রান্তে রয়েছেন এবং ইতিহাস তা দেখিয়ে দেবে।'আর এই পোস্টের পরই বিতর্কে জড়ালেন প্রাক্তন পর্ন তারকা। সেই বিতর্কের রেশ যে একই রয়েছে এবং ইহুদিদের যে মিয়ার প্রতি বিদ্বেষ বাড়ছে, তেমনটাই দাবি মিয়ার। ঠিক কী হয়েছিল? ভিডিওটি পোস্ট করে তিনি জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের লবিতে তাঁকে এক মহিলা অনুসরণ করছিলেন। তার পরই তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় মিয়ার।

দিদি বনাম দিদি, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ রচনার, জল্পনা রাজনৈতিক মহলে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দিদির সাথে দেখা করলেন আরেক দিদি, বুঝলে না? বাংলার দিদি মমতার সঙ্গে নবান্নে দেখা করলেন দিদি নং ১ -র দিদি রচনা ব্যানার্জী। তাহলে কী এবার রাজনীতিতে পা রাখছেন দিদি নাম্বার ওয়ান? লোকসভা ভোটের আগে রচনার নবান্নে যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নবান্নে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন রচনা। তবে রাজনীতিতে পা দেওয়ার জল্পনাকে উড়িয়ে রচনা জানিয়েছেন, 'দিদি নাম্বার ওয়ান নিয়ে কথা বলতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন।'তবে রচনার রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জল্পনা প্রথম নয়। এর আগেও একুশের নির্বাচনের সময় শোনা গিয়েছিল, রচনা নাকি তৃণমূলে যোগদান করছেন। সেবারও এই জল্পনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন দিদি নম্বর ওয়ান।বাংলার পাশাপাশি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, উড়িয়া, কন্নড় ছবিতেও অভিনয় করেছেন রচনা। ১৯৯৯ সালে 'সূর্যবংশম' ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের বিপরীতে অভিনয় করে নজর কেড়েছিলেন। বর্তমানে ছোটপর্দায় তাঁর 'দিদি নম্বর ওয়ান' শোটি দারুণ জনপ্রিয়।

খোঁজ মিললো ক্ষুদ্রতম প্রজাতির ব্যাঙ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম অঞ্চলের জঙ্গল এলাকায় পুরোনো অভ্যেসের টানেই একদল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ফিল্ডওয়ার্কে গিয়েছিলেন কেশপুর কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সুমন প্রতিহার। সেই সময়েই তার নজর পড়ে ঘাড় থেকে পিঠ পর্যন্ত লাল লাল ছোপ দেওয়া অতি ক্ষুদ্র ব্যাঙটার উপরে। একটা নয়, বেশ কয়েকটা। বর্ষার ভেজা মাটিতে গাছের তলায় লাফালাফি করছে। প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপকের অভিজ্ঞ চোখ প্রথম দর্শনে বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাঙের প্রজাতি। নিছক কৌতূহলেই কয়েকটা নমুনা সংগ্রহ করে নেন গবেষণাগারে ভালো করে দেখার জন্য। কেশপুর কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকের ওই কৌতূহল বাংলার তো বটেই, ভারতের জীববৈচিত্র্যের দুনিয়ায় মাইলফলক হয়ে রইল। নয়াগ্রামের জঙ্গল থেকে তুলে নেওয়া ব্যাঙের ওই প্রজাতি (মাইক্রোহাইলা তরাইয়েনসিস) পৃথিবীতে ক্ষুদ্রতমগুলির অন্যতম। এত দিন ভারতে এই মাইক্রোহাইলা পরিবারের অন্য কয়েকটি প্রজাতির ব্যাঙের দেখা মিললেও এমন ক্ষুদ্র প্রজাতিটি ভারতে নেই বলেই মনে করা হতো।

ঝাড়গ্রাম

আরপিএফ দ্বারা ১৭ অপ্রাপ্ত বয়স্ক উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক পাচারকারী

মালিগাঁও, ১৭ জানুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ০৯ থেকে ১৬ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশনগুলিতে তল্লাশি এবং অভিযান চলাকালীন সময়ে একজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তারের সাথে ১৭ জন নাবালক-নাবালিকাকে সফলভাবে উদ্ধার করেছে। ২০২৩-এর ডিসেম্বর মাসে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা মোট ৪৩ জন নাবালক এবং ০৩ জন মহিলাকে উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতের জন্য সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইনএনজিও, অভিভাবক এবং জিআরপি-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৬ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখের একটি সাম্প্রতিক ঘটনায়, জলপাইগুড়ি রোড পোস্টের আরপিএফ কর্মীরা জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে পলাতক এক নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। একই দিনে, নিউ বঙাইগাঁও পোস্টের আরপিএফ কর্মীরা নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে পলাতক এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে। উদ্ধার করা উভয় নাবালিকাকে তাদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য শিশু কল্যাণ কমিটি, জলপাইগুড়ি এবং বঙাইগাঁওয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ০৯ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায়, বাল বাঁচাও আন্দোলনকাটিহারের সদস্যদের সাথে আরপিএফকিশানগঞ্জের একটি দল কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে একটি তল্লাশি অভিযান চালায়।

তল্লাশির সময় ০৬ জন নাবালককে উদ্ধার করে এবং একজন মানব পাচারকারীকে আটক করে। পরে, উদ্ধারকৃত নাবালক এবং পাচারকারীকে নিরাপদ হেফাজতে এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওসিজিআরপিকিশানগঞ্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তা ছাড়া, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের 'মেরি সহেলি'-এর আরপিএফ টিম ট্রেনে একা ভ্রমণকারী মহিলা যাত্রীদের সহায়তা করে চলছে। ২০২৩ বর্ষের ডিসেম্বর মাসে, আরপিএফ-এর এই দল প্রায় ১৯৫৮ জন মহিলা যাত্রীকে সহায়তা করেছিল। ট্রেন এবং রেলওয়ে চত্বরে যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন থাকা শিশুদের দেখা গেলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আরপিএফ রেল যাত্রীদের সুরক্ষায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, মানব পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পাশাপাশি সন্দেহজনকভাবে শিশুদের চলাচল, একা ভ্রমণ, যথাযথ অভিভাবক ছাড়া শিশু ইত্যাদির জন্য সতর্ক থাকে।

চিনকে জারিজুরি শেষ করলেন একা মুকেশ আম্বানি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চিন ভারতের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কায় সম্প্রতি নিজেদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। যা ভারতের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কারণ এরফলে ভারত মহাসাগরের উপরে চিনের নজরদারি আরও বৃদ্ধি পাবে। এমন পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় বিনিয়োগ করছে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স জিও। আসলে আর্থিক ভাবে জর্জরিত দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা সরকারি টেলিকম কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে উদ্যোগী হয়েছে। চিনের ইচ্ছা ছিল এই টেলিকম কোম্পানিতে অংশীদারিত্ব নিয়ে ভারতের উপর নজর রাখতে। কিন্তু সেই চিনা পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে মুকেশ আম্বানির কোম্পানি রিলায়েন্স জিও। সূত্রের খবর, রিলায়েন্স জিও শ্রীলঙ্কার টেলিকম পিএসসিতে অংশীদারিত্ব কিনতে পারে। আসলে, শ্রীলঙ্কান সরকার দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সরকারি কোম্পানিগুলোকে বেসরকারিকরণ করছে। মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স জিও-র সঙ্গে এই চুক্তি হলে দ্বিগুণ সুবিধা পাবে ভারত। একদিকে যেমন চিন ভারতের উপর নজর রাখতে পারবে না। তেমনই ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় যাওয়া পর্যটকরা কম খরচেই ইন্টারন্যাশনাল কল এবং ডেটা- ইন্টারনেট প্যাকের সুবিধা পাবেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শ্রীলঙ্কার টেলিকম সেক্টরে প্রবেশের পর, জিও বিশ্ব টেলিকম বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এই মুহূর্তে মাত্র কয়েক বছরেই জিও ভারতের বৃহত্তম টেলিকম কোম্পানি হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের -এর তথ্য অনুসারে, এই এক মাসে প্রায় ৩১.৫৯ লাখ ব্যবহারকারী বৃদ্ধি করেছে। একদিকে জিও-র ব্যবহারকারীর সংখ্যা যখন ক্রমেই বাড়ছে। তখন রেড এলার্ড জারি হচ্ছে এয়ারটেল, -এর মতো সংস্থার।

রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে শ্রীলঙ্কান সরকারের কাছে টেলিকম কোম্পানি পিএলসি -র ৪৯.৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। অপর যে সংস্থাটির কাছেও প্রচুর শেয়ার রয়েছে, সেটি হল আমস্টারডাম-ভিত্তিক কোম্পানি গ্লোবাল টেলিকমিউনিকেশন হোল্ডিংস। এই সংস্থার শেয়ারের পরিমাণ রয়েছে ৪৪.৯ শতাংশ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স জিও প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও, ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট হোল্ডিং লিমিটেড এবং পেটিগো কমার্সিও ইন্টারন্যাশনাল এলডিএ এটি কেনার জন্য আবেদন করেছে।

সারোগেসিতে জন্ম নেওয়া ছেলে প্রশ্ন স্তম্ভিত বাবা তুষার, কী এমন প্রশ্ন করল এই ক্ষুদে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অভিনয় জগতে হাতে খড়ি হলেও বাবার মত খ্যাতি পান নি কোনো দিনই। তবে মাঠ ছাড়েননি তিনি। মাঝে মধ্যেই নানা ছবিতে দেখা যায় তাঁকে। কেরিয়ারে যখন কিছুটা গুছিয়ে গিয়েছেন, ঠিক তখনই ব্যক্তিজীবনে এক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। বাবা হতে চেয়েছিলেন তুষার। বাবা মাকে বুঝিয়ে ছিলেন তিনি সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান নেবেন। প্রথমটায় সকলকে বোঝাতে বেশ কষ্ট হলেও তিনি পরবর্তীতে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকবেন। তেমনটাই হয়। এরপর পৃথিবীর আলো দেখেছিল তাঁর সন্তান লক্ষ্য। পরিবার তৈরি করে কখনও তুষারের মনে হয়নি খামতির কথা।সকলের মা বাবা থাকে, লক্ষ্যর কখনই মনে হয়নি তার মা কোথায়। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তুষার বলেন, হয়তো সমাজের কাছে এটা খুব একটা পরিচিত ছবি নয়, তবে তাঁর কাছে তাঁর পরিবার পরিপূর্ণ। তাঁর কখনই মনে হয়নি তাঁর জীবনে অন্য কাউকে লাগবে, বাবা আমার মা কোথায় এই প্রশ্ন কোনওদিন লক্ষ্য করেনি। কারণ সে বোঝে যে তুষার কাপুরই তার মা-বাবা। তার বাবাই রয়েছে। এতে তুষারের কখনই কোনও সমস্যা হয়নি। উল্টে তুষার কাপুর স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি যখন এই সিদ্ধান্ত নেন, তখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল এই সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। সন্তানের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই দিকে নজর রেখে চলেছেন। পরবর্তীতে যদি কখনও তাঁর মনে হয় জীবন সঙ্গী প্রয়োজন আছে, উনি নিঃসন্দেহে সেই বিষয় ভেবে দেখবেন বলেই জানান।

ফেব্রুয়ারি থেকে রেকর্ড সস্তা হবে পেট্রল-ডিজেল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মূল্যবৃদ্ধি রুখতে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা। পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটারে ১০টাকা কমানোর বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছে তারা। বিশ্ব বাজারে ক্রমাগত অশোধিত তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় নতুন বছরের শুরু থেকেই জ্বালানির দর কমতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে।সূত্রের খবর, বছরের প্রথম তিন মাসেই রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির রেকর্ড লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। লাভের অংক ৭৫ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি থেকে আম জনতাকে স্বস্তি দিতে পেট্রল ও ডিজেলের দাম কমানোর কথা ঘোষণা করতে পারে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি।বিশেষজ্ঞদের দাবি, জ্বালানির দাম কমলে তা ফেব্রুয়ারিতে বাজেটের পর থেকে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, দুয়ারে কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট। বাজেটের পরই জোর কদমে প্রচারে নেমে পড়বে বিজেপি । ফেব্রুয়ারিতে দাম কমলে তা হাতিয়ার করে প্রচারের ঝাঁঝ বাড়াতে পারবে গেরুয়া শিবির।পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক সূত্রে খবর, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের শুরু থেকেই তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার শেয়ার মূল্য হু হু করে বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে নিট লাভ। গত বছরের গোড়াতে লাভের পরিমাণ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের তুলনায় ৪,৯১৭ শতাংশ বেশি ছিল। ২০২৩-র দ্বিতীয়ার্ধেও এই প্রবণতা রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি ধরে রেখেছিল।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের এক আধিকারিকের কথায়, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরেও বিপুল লাভের মুখ দেখতে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। ফলে জ্বালানির দাম কমানো নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। পেট্রলের দাম লিটারে ৫ টাকা ও ডিজেলের দাম লিটারে ১০ টাকা পর্যন্ত কমতে পারে। বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরোয়া বাজারে দর কমানো হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রের ওই আধিকারিক। পাশাপাশি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়টি নিয়ে স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করবে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা।২০২২-র ২২ মে শেষবার বেড়েছিল জ্বালানির দাম। এদিন ক্রুড অয়েলের দাম ফের কমলেও তার কোনও প্রভাব ঘরোয়া বাজারে পড়েনি। বুধবার দিল্লিতে পেট্রল ও ডিজেল বিক্রি হচ্ছে যথাক্রমে ৯৬.৭২ ও ৮৯.৬২ টাকা লিটার দরে। কলকাতায় দাম রয়েছে ১০৬.০৩ ও ৯২.৭৬ টাকা।

পঞ্চাশ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েশন টুইঙ্কলের, স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ অক্ষয় কুমার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শেখার কোনো বয়স হয় না, আরেক বার সেই কথাউ প্রমান করলেন মিঃ খিলাড়ী কুমারের স্ত্রী। পঞ্চাশ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করলেন তারকা টুইঙ্কল খান্না। স্ত্রীর এই কৃতিত্বে গর্বিত অক্ষয় কুমার । সোশাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে। দুই দশকেরও বেশি সংসার অক্ষয়-টুইঙ্কলের। তবে প্রেমে এতটুকু ভাটা পড়েনি। সোশ্যাল মিডিয়াতে দিব্যি দুজনেকে চলতে থাকে। তবে এবারে শুধুই প্রশংসা, আর ভালোবাসা। সুন্দর করে সেজেগুজে স্ত্রীর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমোনিতে গিয়েছিলেন অক্ষয়। টুইঙ্কলের পরনে ছিল সবুজ শাড়ি। তার উপরেই গ্র্যাজুয়েশন রোব ও হ্যাট। সোশাল মিডিয়ায় ছবিটি শেয়ার করে অক্ষয় লেখেন, ''বছর দুয়েক আগে তুমি যখন আমায় বলেছিলে আবার পড়াশোনা করতে চাও, আমি ভেবেছিলাম যা বলছ ভেবে বলছো তো। কিন্তু যেদিন আমি দেখলাম যে তুমি বাড়ি, কেরিয়ার, আমায় আর বাচ্চাদের সামলেও দারুণবাবে ম্যানেজ করছো, বুঝে গেছিলাম যে আমি একজন সুপার উওম্যানকে বিয়ে করেছি। এর পরই অক্ষয় লেখেন, ''আজ তোমার গ্র্যাজুয়েশন। মনে হচ্ছে, আমিও যদি আরও একটু পড়াশোনা করতাম তাহলে হয়তো আরও ভালো ভাষায় তোমায় জানাতে পারতাম তোমাকে নিয়ে আমি কতটা গর্বিত। অভিনন্দন, অনেক ভালোবাসা টিনা। অক্ষয়ের এই পোস্টের কমেন্টবক্সেই আবার টুইঙ্কল লেখেন, ''আমি অত্যন্ত লাকি যে এমন একজন পার্টনারকে বিয়ে করেছি যে সবসময় এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। আবার বেকায়দায় পড়লেও সামলেও নিতে পারে। আমি তো এভাবে প্রচুরবার পড়ে যাই তাই না!

কনকনে শীতে কম্বল বিতরন পুলিশের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ জানুয়ারিঃ এবারে শীতের মরশুমে গত একদশকের মধ্যে সবথেকে নিম্নগামী পারদের অবস্থান। এই কনকনে ঠান্ডায় পর্যুদস্ত বর্ধমান। এই চরম শীতে সহায় সম্বলহীন মানুষের কথা মাথায় রেখে পূর্ব জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গলসি ও খন্ডঘোষ থানার উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হল মঙ্গল ও বুধবার রাতে। পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহ রায় জানিয়েছেন, কমিউনিটি পুলিশের অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার রাতে গলসী থানা এবং বুধবার বিকালে খন্ডঘোষ থানার উদ্যোগে এলাকার অসহায় মানুষদের কম্বল বিতরণ করা হয়। যে সমস্ত থানা এলাকায় প্রয়োজন পরবে সেখানে এই ধরনের কম্বল প্রদান কর্মসূচি চালানো হবে যাতে এই শীতে অসহায় মানুষরা কিছুটা স্বস্তি পায়। উল্লেখ্য মঙ্গলবার রাতে গলসি থানার ওসি সুদীপ্ত মুখার্জীর নেতৃত্বে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় কিছু সম্বলহীন নিরাশ্রয় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় গলসী থানার পক্ষ থেকে ।

সেই সঙ্গে প্রবল ঠান্ডার মধ্যে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে তাদের উপযুক্ত আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। অপরদিকে বুধবার বিকালে খন্ডঘোষ থানার ওসি রাজেশ মাহাতোর নেতৃত্বে খণ্ডঘোষ এলাকার লোদনা ও সাসাঙ্গার দামোদর নদীর তীর এলাকার কিছু সহায় সম্বলহীন মানুষের ঘরে ঘরে কম্বল বিতরণ করা হয় । পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Gautam Kumar Maiti (পুরাতন নাম) পিতা Bankim Maiti, ঠিকানা-Turia, Debra, Paschim Medinipur, Pin-721160, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 17.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Goutam Kumar Maiti (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Goutam Kumar Maiti (নতুন নাম) এবং Gautam Kumar Maiti (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Bankim Behari Maiti (পুরাতন নাম) পিতা Abinash Maiti, ঠিকানা-Turia, Debra, Paschim Medinipur, Pin- 721160, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 17.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bankim Maiti (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bankim Maiti (নতুন নাম) এবং Bankim Behari Maiti (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Arooj Tarique (পুরাতন নাম) স্বামী Owais Bin Ali, ঠিকানা-7 Colootola Lane, P. S.- Bowbazar, Pin- 700073, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ১৭ /০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Orooj Tarique (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Orooj Tarique (নতুন নাম) এবং Arooj Tarique (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Suman Ghosh (পুরাতন নাম) পিতা Sushil Ghosh, ঠিকানা-Netajipally, Mamabhagina, P. S.- Bagdah, North 24 Parganas, Pin- 743232, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 17.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sumon Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sumon Ghosh (নতুন নাম) এবং Suman Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Tania Haque (পুরাতন নাম) স্বামী Sk Mujahedul Haque, ঠিকানা-Vill- R N Mukherjee Road, P.O.- Basirhat R S, P.S.- Basirhat, Dist-North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ১৭০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকেTania Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tania Khan (নতুন নাম) এবং Tania Haque (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rasid Sekh (পুরাতন নাম) পিতা Sk Matiar Rahaman, ঠিকানা-Vill-Satgachia, Ghosh Para, P.S.-Nodakhali, Dist- South 24 Pgs, Pin-743318, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 17.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rasid Sk (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rasid Sk (নতুন নাম) এবং Rasid Sekh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি MD.SHAMIM AKHTAR KHAN (পুরাতন নাম) পিতা MD, HOSSAIN KHAN ঠিকানা,Bal Mukund Macker Road, Barabazar , P.S. Jorasanko, Kolkata -700007.নোটারি পাবলিক, Date-17.01.2024. এর affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHAMIM AKHTAR KHAN (নতুন নাম) নামে পরিচত হলাম. MD.SHAMIM AKHTAR KHAN এবং SHAMIM AKHTAR KHAN একি এবং অভিন্ন ব্যক্তি ।

Name Change

I,PROSENJIT KONAR,SON OF SUSHIL CHANDRA KONAR, RESIDING AT MAHESHPUR, INDAS,BANKURA-722205,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASENJIT KONAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT I,PROSENJIT KONAR AND PRASENJIT KONAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD FARHAN & SK FARHAAN,SON OF MOHAMMAD RAFIQUE, RESIDING AT 22/H/3 BRIGHT STREE,PO-CIRCUS AVENUE,PS-KARAYA,KOLKATA-700017,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FARHAAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 17/01/2024.THAT MOHAMMAD FARHAN & SK FARHAAN ALSO MD FARHAAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ABDUL HAMID,SON OF LATE MD. AKKACH ALI BEG, RESIDING AT MALLICKPUR(CT),BARUIPUR, SOUTH24PARGANAS - 700145,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAMID ALI BEG VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT ABDUL HAMID AND HAMID ALI BEG ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,LUTFAR MOLLA,SON OF SARAFAT MOLLA, RESIDING AT RAMAKANTANAGAR,BANGSIDHARPUR,MANDIRBAZAR, SOUTH24PARGANAS - 743395,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUTFAR RAHAMAN MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT LUTFAR MOLLA AND LUTFAR RAHAMAN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I EHSHAN AHMAD, S/O MEHDI HASAN, R/O. 37, DASUBABUR BAGAN, KAMARHATI, BELGHARIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700058, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANSAR AHMED, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT ANSAR AHMED AND EHSHAN AHMAD ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MANAK KUMAR SHAW, S/O RAJ KISHOR SHAW, R/O 17, HARU MISTRY LANE, PO B.GARDEN, HOWRAH -711103, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANAK SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT MANAK SHAW AND MANAK KUMAR SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SWAPAN KR MALAKAR, S/O DAYAL MALAKAR, R/O UTTAR AKHRABERIA KASHIPUR, PS MANDIRBAZAR, SUNDARBAN-743345, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN MALAKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT SWAPNA KR MALAKAR AND SWAPNA MALAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I RASIDA SARDAR, W/O MAEENULLA SARDAR, R/O VILL- BHABANIPUR, PO CHIMTA KACHARI, PS HASNABAD, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743456, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASIDA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT RASIDA SARDAR AND RASIDA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMBHU BHOWMIK, S/O KALI PADA BHOWMIK, R/O 2, ROY BAHADUR ROAD, BARRACKPUR-1, PO FINGAPARA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743129, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMBHU BHOWMIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT SAMBHU BHOWMIK AND SHAMBHU BHOWMIK ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ANAND BARUI, ANANDA BARUI AND ANANDS/O BILAS BARAI, R/O- , PURBA PASCHIM PARA, SASHPUR (P), KALNA, KALNA-II, BARDDHAMAN,W.B Pin-713409, shall henceforth be known as ANANDA BARAI. I declare that, ANAND BARUI, ANANDA BARUI, ANAND AND ANANDA BARAIis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2024.

Name Change

I, Previously Called SK.ZAINUL (old name) s/o, SK RAHMAN, Presently Residing at 100,TOPSIA ROAD KOLKATA-700039. That my name has been wrongly Recorded as SK. ZAINUL in my name passport being NO-K7375407, have change my name as SHAIKH JAINUL (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at kolkata on-16-01-2024. That all the names SHAIKH JAINUL and SK. ZAINUL is the same and one identical person.

Name Change

I, Previously Called MD. RASHED(old name)s/o.BASHIR AHMED RATHER Presently Residing at 133/1. S.N. BANERJEE ROAD DHARMATALA , Kolkata -700013(WB). have change my name as RASHED AHMED RATHER (New name) s/o. BASHIR AHMED RATHER vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on. 16/01/2024. That all the names RASHED AHMED RATHER and MD.RASHED is the same and one identical person.

Name Change

I,APOJA BIBI,WIFE OF ABU SAID MONDAL, RESIDING AT VILL-KHAMARPARA,KATSARA,PS-POLBA,HOOGHLY-712102,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFROJA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT APOJA BIBI AND AFROJA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ARUN SAHA,SON OF DHIRENDRANATH SAHA, RESIDING AT 22 NO BIDHANPALLY,ICHAPURE, NORTH24PARGANAS - 743144,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/12/2024.THAT ARUN SAHA AND ARUN KUMAR SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MEHNAZ ZAMAN, W/O KHALIQUE ZAMAN, R/O 3, NOOR ALI LANE, PO ENTALLY, KOLKATA -700014, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADINA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT MEHNAZ ZAMAN AND MADINA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I INTEKHAB UR RAHAMAN, S/O RAZA UR RAHMAN, R/O 52L, GOLAM JILANI KHAN ROAD, KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION, TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS INTEKHAB UR RAHMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT INTEKHAB UR RAHMAN AND INTEKHAB UR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MEHBUBA SARKAR, D/O ABDUSSOBAHAN SARKAR, W/O ISTIYAKBARI CHOWDHURY, R/O 2/H, TILJALA, PS KARAYA, PO BALLYGUNGE, DIST KOLKATA, VTC: BALLYGUNGE, PIN-700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEHBUBA CHOWDHURY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024, MEHBUBA CHOWDHURY AND MEHBUBA SARKAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I JANNATUL FEROAUSH MONDAL & JANNATUL FERDAUSH, D/O AJIBUL MONDAL, W/O NASIR MONDAL, R/O DAKSHIN PARA, PO DHANTALA DAKSHIN PARA, PS DHANTALA, DIST- NADIA, PIN-741202, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JANNATUL FERDAUSH MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT JANNATUL FEROAUSH MONDAL & JANNATUL FERDAUSH AND JANNATUL FERDAUSH MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I AJIBUL MONDAL, S/O NURALI MONDAL, R/O VILLAGE-MAKRA, PO THOARA, PS BAGDAH, DIST- NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJABUL MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT AJABUL MONDAL AND AJIBUL MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I KRISHNA BAREI,SON OF JATIN BAREI, RESIDING AT SRIRAMPUR,KALNA,BARDHAMAN-713409,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA BARUI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT KRISHNA BAREI AND KRISHNA BARUI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Anisur Rahaman Dhali (old name) W/O Mokachhudar Rahaman Dhali, Residing at Vill- Sayestanagar, P.O.- Sayestanagar, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anichhur Rahaman Dhali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/01/2024. Anichhur Rahaman Dhali (new name) and Md Anisur Rahaman Dhali (old name) both are same identical person.

Name Change

I.EKTHAR MONDAL.S/O EKLAS MONDAL, RESIDING AT DHULAGORI, PS SANKRAIL, DIST HOWRAH -711302, DECLARE THAT IN MY ALL SCHOOL DOCUMENTS MY NAME MISTAKENLY RECORDED AS " IKTAHAR MONDAL ' IN PLACE OF MY ACTUAL AND ORIGINAL NAME ' EKTHAR MONDAL ' AS PER AFFIDAVIT IN THE COURT OF EXECUTIVE MAGISTRATE 1ST CLASS AT HOWRAH, DATED 06/10/2023, THAT EKTHAR MONDAL, EKTHAR MONDAL AND IKTHAR MONDAL IS THE ONE AND SAME IDENTICAL PERSON AND WHICH ONLY INDICATE TO ME.

Name Change

I , KAUSAR ALI SK S/O- Ayub Ali SK resident of Vill- Kurumba, P.O.- Purba Gopalpur, P.S.- Mongalkote, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713143, shall henceforth be known as 'KAUSAR ALI SEKH' vide an affidavit before the Executive Magistrate, Purba Bardhaman on 16/01/2024

Name Change

I, Previously Called SYED IKRAMUR RAHAMAN (old name) s/o, SYED ABDUR RAHMAN R/o, 77,Jola Para Masjid Lane.P.O+P.S. HOWRAH-711101. have change my name as SYED IKRAMUR RAHMAN (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 17/01/2024. Therefore SYED IKRAMUR RAHAMAN and SYED IKRAMUR RAHMAN both are same identical person.

কৃত্রিম দ্বীপে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র ১০-তারা হোটেল, এক রাত থাকতে কত টাকা খসবে জানেন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ 'বুর্জ আল আরব' সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সম্ভবত, এটিই বিশ্বের একমাত্র ১০-তারা হোটেল! এক কৃত্রিম দ্বীপে অবস্থিত এই হোটেলটি চালায় বিশ্বখ্যাত হোটেল সংস্থা 'জুমেইরাহ'। বুর্জ আল আরব বিশ্বের সবথেকে উঁচু হোটেলগুলির অন্যতম। মজার বিষয় হল, এই বিশাল ভবনের ৩৯ শতাংশই বসবাসের অযোগ্য। বুর্জ আল আরবের যাত্রা শুরুহয়েছিল ১৯৯৯ সালে। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল হিসাবে চলা শুরু করেছিল এই ১০ তারা হোটেল। তৈরিতে খরচ পড়েছিল ১ বিলিয়ন ডলার বা ৮৩৩০ কোটি টাকা। জুমেইরাহ সৈকত থেকে ২৮০ মিটার দূরে একটি কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে, তার উপর তৈরি হয়েছিল এই হোটেল। একটি প্রাইভেট সেতু দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দ্বীপটি। হোটেলটি নকশা করা হয়েছে একটি জাহাজের পালের আকারে। মাটি থেকে ২১০ মিটার উঁচুতে রয়েছে একটি হেলিপ্যাড। যে অতিথিরা হোটেলে আসেন, তাঁদের হয় বিশেষ হেলিকপ্টারে, নয়তো রোলস-রয়েস গাড়িতে করে হোটেলে নিয়ে আসেন হোটেল কর্তৃপক্ষ। বুর্জ আল আরবে রয়েছে আটটি রেস্তোরাঁ, একটি স্পা, একটি রুফটপ বার, দুটি সুইমিং পুল, ৩২টি গ্র্যান্ড ক্যাবানা, একটি এক্সক্লুসিভ রেস্তোরাঁ এবং অসংখ্য সমুদ্রমুখী কক্ষ। সেগুলির মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত রয়েছে কাচের জানালা। ফলে, আরব উপসাগরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, ওয়াইডস্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ এইচটি টিভি, রিঅ্যাক্টর স্পিকারের মতো সুযোগ সুবিধা তো রয়েইছে। হোটেলের অন্যতম আকর্ষণ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, স্কাই ভিউ রুফটপ বার। এটি এই হোটেলের উচ্চতার অন্যতম প্রমাণ। অতিথিরা এখানে বিকেলের চা এবং অন্যান্য পানীয় উপভোগ করতে পারেন। সনা, স্টিম রুম, প্লাঞ্জ পুল এবং ইনডোর ইনফিনিটি পুল-সহ এই হোটেলের স্পাটি, অতিথিদের আরেক আকর্ষণের জায়গা। ইনডোর ইনফিনিটি পুলগুলি থেকে আপনি আরব উপসাগরের দৃশ্যও উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া স্পায়ে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় হট টাব। বুর্জ আল আরব হোটেল থেকে মাত্র ৫ মিনিটের হাঁটা পথ জুমেইরাহ ওয়াইল্ড ওয়াদি ওয়াটারপার্ক। এই হোটেলের অতিথিরা এই ওয়াটার পার্কের বিশেষ অ্যাক্সেস পান।সূত্রের খবর, ১০ তারা হোটেলের এই অতুলনীয় অভিজ্ঞতা পেতে গেলে, এক রাতের ভাড়া জন্য ভাড়া গুনতে হবে অন্তত ১০ লক্ষ টাকা!

দার্জিলিংয়ের তুষারপাত

সজল দাশগুপ্ত,দার্জিলিং,১৭ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তির পরের দিন তুষারপাতের ঘটনা ঘটলো শৈল শহরে। রীতিমত উচ্ছ্বাসিত পর্যটকরা। শীতের মৌসুমে পর্যটকদের আনাগোনা এমনিতেই বেড়ে যায় দার্জিলিংয়ে। তার মধ্যে তুষারপাতের ঘটনার সাক্ষী হতে পারার জন্য পর্যটকদের মধ্যে খুশির হাওয়া। দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু ও টুমলিং এ তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে। সংলগ্ন এলাকা গুলির তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়, এরপর দুপুর থেকেই তুষারপাতের ঘটনা ঘটে। বরফের পুরো আস্তরণে ঢেকে যায় রাস্তাঘাট, রীতিমতো উৎসাহ চোখে পড়ে পর্যটকদের মধ্যে। অনেক পর্যটকই এই তুষারপাতার ঘটনা দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি। উত্তরবঙ্গ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে, শুধু উত্তরবঙ্গ নয় গোটা রাজ্যে কনকনে ঠান্ডায় কবলে। এদিন সমতলসহ শিলিগুড়িতেও ব্যাপক ঠান্ডা পড়েছে।

পাড়ার কলে জল নিতে গিয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে উতক্ত্য এবং কটুক্তি করার অভিযোগ

তনুজ জৈন, মালদা, ১৭ জানুয়ারিঃ সন্ধ্যে বেলা পাড়ার কলে জল নিতে যাওয়ার সময় দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে কটুক্তি এবং উতক্ত্য করার অভিযোগ প্রতিবেশী এক মস্তান যুবকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অভিযুক্ত এবং তার পরিবারের হাতে আক্রান্ত ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা। ছাত্রী মামার হাতে হাঁসুয়ার কোপ মারার অভিযোগ। সমগ্র ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছত্রক গ্রামের ঘটনা।ওই গ্রামেরই এক দশম শ্রেণীর ছাত্রী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাড়ার কলে জল নিতে যাচ্ছিল। অভিযোগ সেই সময় প্রতিবেশী জয়ন্ত শর্মা নামে এক যুবক তরুণীকে কটূক্তি করে উতক্ত্য করে। তরুণী তার পরিবারের লোকেদের সমস্ত ঘটনা জানালে পরিবারের লোকেরা

অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে যায় প্রতিবাদ জানাতে। অভিযোগ সেই সময় ওই যুবক এবং তার পরিবারের লোকেরা তরুণীর মামা-মামী এবং মাকে মারধর করে। এমনকি তার মামার হাতে হাঁসুয়ার কোপ মারে বলেও অভিযোগ। তরুণির পরিবারের পক্ষ থেকে হরিশ্চঃদ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ ওই যুবক এলাকায় দীর্ঘদিন মস্তানি করে।এর আগেও ওই তরুণী সহ এলাকার অনেক মেয়েদের কটুক্তি করেছে। অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবি জানিয়েছে এলাকার মানুষ। তরুণীর মামা বলেন, আমার ভাগ্নিকে কটুক্তি করেছিল কু-প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা ওর বাড়িতে বলতে গেলে আমাদের মারধর করে। আমার স্ত্রীর হাতে আঘাত লেগেছে। আমার হাতে হাঁসুয়ার কোপ মেরেছে। স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ওই যুবক এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। মাঝে মাঝে এলাকার মেয়েদের কটুক্তি করে। এদিন প্রতিবাদ করতে গেলে এই অবস্থা। আমরা চাইছি পুলিশের উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক।

শিলিগুড়িতে অবৈধ টোটোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি শহরে অবৈধভাবে চলা নাম্বার বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পথে নামল দার্জিলিং সমতল জলপাইগুড়ি ই-রিক্সা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে এসে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় পুর কমিশনারকে। সংগঠনের দাবি দিনের পর দিন শিলিগুড়ি শহরের টোটো শোরুম গুলি থেকে প্রতিদিন টোটো বিক্রি হচ্ছে। এরফলে শহরে যানজট বাড়ছে। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় শহরে যে সমস্ত নাম্বার বিহীন অবৈধ টোটো গুলি রয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তৃণমূলের সম্প্রীতি মহামিছিল'কে কটাক্ষ সাংসদ জগন্নাথ সরকারের

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া,১৭ জানুয়ারি ঃ ২২শে জানুয়ারি দিনটি যতই এগিয়ে আসছে ততই যে একাধারে রাম মন্দিরকে ঘিরে উত্তেজনা ও আবেগ ফুটে উঠছে রাম ভক্ত তথা দেশ জুড়ে,পাশাপাশি পারদও চাতে শুরু করেছে এ রাজ্যের রাজ্য রাজনীতিতে। সুত্র মারফত জানা যায় ২২শে জানুয়ারি দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যের প্রতিটি শহর থেকে গ্রাম প্রতিটি এলাকায় অনুষ্ঠিত হতে চলছে রাম পুজন, সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। আর ঐ দিনেই তৃণমূলের তরফেও নেওয়া হয়েছে এক কর্মসূচী, যার নাম সম্প্রীতি মহামিছিল, মঙ্গলবার এমটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মূখ্য মন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রীমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,তিনি জানিয়েছেন ২২শে জানুয়ারি সকালে তিনি কালিঘাট মন্দিরে মায়ের পুজো দেবেন। তারপর অনুষ্ঠিত হবে সম্প্রীতি মহামিছিল। কালীঘাট মন্দির থেকে শুরু হযে.সেই মিছিল মসজিদ গুরুদ্বারা কে ছুঁয়ে পার্ক সার্কাস ময়দানে শেষ হবে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান সেদিন প্রতি ব্লকে ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস সম্প্রীতি মিছিল করবে। সব ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীর মানুষ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করবে। আর বুধবার নবদ্বীপে এক কর্মসূচীতে যোগ দিতে এসে তৃণমূলের এই কর্মসূচীকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করেন রানাঘাটের সাংসদ তথা রাজ্য,বিজেপি নেতৃত্ব জগন্নাথ সরকার, তিনি বলেন এতোদিন একটি নির্দিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষকে খুশি করতে মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায় রাম জন্মস্থানে অন্য কিছুর কথা বলতো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে আর রাম মন্দির স্থাপন হলো।

ভিক্সিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনেক রাজ্য জুড়ে প্রচুর ভিড় টেনেছে

১৭ জানুয়ারী ঃ মাত্র দুই মাসের মধ্যে, বিকসিত ভারত সংকল্প যাত্রা ভারতকে মোহিত করেছে, ১৫ কোটিরও বেশি উৎসাহী অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণ করেছে। এই বিশাল জনগণের অংশগ্রহণ একটি সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের দিকে একটি ঐক্যবদ্ধ পথ তৈরি করতে যাত্রার প্রভাব সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে কথা বলে। ভিক্সিত ভারত সংকল্প যাত্রা একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ যার লক্ষ্য সারা দেশে সরকারি প্রকল্পের ১০০ পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যে প্রচার শুরু হওয়ার পর জনগণের অংশগ্রহণের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ৪ সপ্তাহের শেষে এই যাত্রাটি ২.০৬ কোটি লোকের কাছে পৌঁছেছিল, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩-এর মধ্যে ৫ম সপ্তাহের শেষে এই সংখ্যাটি ৫ কোটিতে পৌঁছেছিল। পরবর্তী চার সপ্তাহে, যাত্রা ১০টি করে কোটি অংশগ্রহণকারী ১৫ কোটি মাইলফলক অতিক্রম করছে। ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত ভিক্সিত ভারত সংকল্প যাত্রা ড্যাশবোর্ডে ১৫.৩৪ কোটি অংশগ্রহণকারী ২.২১ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৯,৫৪১টি শহুরে অবস্থানগুলিকে কভার করেছে। জন ভাগিদারি-প্রতিটি পদক্ষেপ একসাথে-যাত্রা জন ভাগিদারী (জনগণের অংশগ্রহণ) চেতনাকে মূর্ত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা চালু করা, এর লক্ষ্য হল শহর ও গ্রাম জুড়ে IEC ভ্যানের মাধ্যমে কল্যাণমূলক প্রকল্পের সাথে প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো। এই ভ্যানের মাধ্যমে, এটি সরকারী স্কিম, টেকসই কৃষি, এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন এবং আর্থিক স্বাধীনতার অ্যাক্সেস সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে সম্প্রদায়কে সজ্জিত করে। স্বাস্থ্য শিবিরে ৪ কোটিরও বেশি লোকের স্ক্রিনিং করা হয়েছে ১৭ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত, ৪ কোটিরও বেশি লোককে স্বাস্থ্য শিবিরে স্ক্রীন করা হয়েছে।

মালদার শতাব্দী প্রাচীন চাঁচল রাজার আমলের তৈরি হনুমানজীর মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙল দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জানুয়ারি ঃ মালদার শতাব্দী প্রাচীন চাঁচল রাজার আমলের তৈরি হনুমানজীর মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙল দুষ্কৃতীরা। শিব মন্দিরে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান সামগ্রী লুঠপাট চালালো দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার গভীর রাতের এই ঘটনায তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচল থানার অলিহণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিন্দা শিব মঃ দর এলাকায়। বুধবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ। চাঁচল রাজার আমলের শতাব্দীর প্রাচীন শিব মন্দির এবং হনুমান মন্দিরে চুরি ও বিগ্রহ ভেঙে যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল অসন্তোষ ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। স্থানীয় একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ , এর আগেও এই মন্দিরের সামনে বসানো হাইমাস টাওয়ারের লাইট চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। এদিন মন্দিরের সেবাইতের নজরে প্রথমে বিষয়টি আসে। এরপরেই গ্রামবাসীদের খবর দেওয়া হয়। দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিও

জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। হাতিন্দা শিব মন্দির কমিটির কর্মকর্তা প্রভাস দাস জানিয়েছেন, চাঁচল রাজার আমলের ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দির এবং এই হনুমান মন্দিরকে ঘিরে আজও মানুষের মধ্যে চরম উৎসাহ রয়েছে। প্রতিবছর শিবরাত্রিতে অসংখ্য ভক্তেরা আসেন বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকে । জাঁকজমক এই মন্দিরের এক পাশে রয়েছে বজরংবলীর বিগ্রহ , সেটি ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি শিব মন্দিরের ঘন্টা সহ নানান ধরনের মূল্যবান সামগ্রীও চুরি হয়েছে। এই ঘটনায় নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে।চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

মন্দির প্রাঙ্গণ পরিস্কার করলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকে স্বচ্ছ ভারতের অঙ্গ হিসেবে এবার মন্দির প্রাঙ্গণ পরিস্কার করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। মঙ্গলবার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রমপাড়া গোর্খা শিব মন্দির প্রাঙ্গণ পরিস্কার করেন তিনি। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। আর তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন মন্দির পরিস্কার করেন বিধায়ক।

পূর্ব রেল দ্বারা স্ক্র্যাপ বিক্রয়ে রেকর্ড

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারী ঃ স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি যে কোনও শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা কাজের জায়গা খালি করার পাশাপাশি অ-পারফর্মিং উপকরণ থেকে রাজস্ব তৈরি করে। ইস্টার্ন রেলওয়ে লৌহঘটিত এবং অ লৌহঘটিত আইটেম উভয়ের পরিকল্পিত বিভিন্ন ধরণের স্ক্র্যাপ সামগ্রীর নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত নিলামের আয়োজনে জোর দিয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান স্ক্র্যাপ বিক্রয় মূল্য ২৮৯.০৫ কোটি টাকা হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে যা আগের বছরের ২৮৪.৫৫ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রয় মূল্যকে ছাড়িয়ে গেছে। পূর্ব রেল স্ক্র্যাপ বিক্রি রেকর্ড অর্জন করেছে। আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮৯.০৫ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২২৪ কোটি টাকা। ইস্টার্ন রেলওয়ে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্ক্র্যাপ বিক্রির আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সেরা জোনাল রেলওয়ে। পূর্ব রেলওয়ে রেলওয়ে বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জানুয়ারী ২০২৪ এর মধ্যেই ৩২০ কোটি। ক্রমবর্ধমান স্ক্র্যাপ বিক্রয় অর্জনের এই সাফল্য পূর্ব রেলওয়েতে স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফল। উল্লেখ্য যে ইস্টার্ন রেলওয়ে ইতিমধ্যেই স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তির জন্য ১৮০ টি নিলাম পরিচালনা করেছে এবং পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকরের নেতৃত্বে স্ক্র্যাপ বিক্রিতে আরও বেশি অর্জনের জন্য পূর্ব রেলওয়ের স্টোর বিভাগ এগিয়ে চলেছে।

ঘন কুয়াশার মধ্যে গভীর রাতে দলছুট হাতির তাণ্ডব গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশার মধ্যে গভীর রাতে দলছুট হাতির তাণ্ডব গ্রামে। জানা যায় ধূপগুড়ি ব্লকের সোনাখালি জঙ্গল থেকে একটি দল ছুট দাতাল ঢুকে পড়ে গ্রামে। আচমকাই জানালা, ঘড়ের বেড়া ভাঙ্গার আওয়াজ কানে ভেসে আসে। বাড়ির মালিক দেখেন একটি সুর নড়ছে তাকে ধরার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে ঘরের থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন সকলে।হাতি ঢুকেছে গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের মানুষের রাতের ঘুম উড়ে যায়। খবর যায় বনদপ্তরের কাছে, ততক্ষণে ১০ টি বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে দল ছুট হাতিটি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে শাসক দলের মদতে তারশ্বরে মাইক বাজিয়ে চলছে মেলা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ ানুয়ারি ঃ আর কয়েকদিন পরেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক দিতে চলেছে রাজ্যের বহু পরীক্ষার্থী। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

চলছে জোর কদমে। অথচ আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমানা কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা জ্বলনেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শাসক দলের মদতে চলছে মেলা, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যে মাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে কি করে একটি বিদ্যালয়ের মাঠে মেলার অনুমতি দেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে খোঁজ করলে জানা যায় ওই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অচিন্ত রায় প্রভাবশালী স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং তার স্ত্রী স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।এবং ওই মেলা কমিটির পরিচালনায় যুক্ত অধিকাংশই স্থানীয় তৃণমূল নেতা। এমনকি খোয়ারডাঙ্গা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সুদয় নার্জিনারি ওই মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে স্কুলের মাঠে মেলা বসলেও শাসক দলের ভয়ে মুখ খুলছে না সাধারণ মানুষ। বিজেপি নেতা সুনিল মাহাতঝ অভিযোগ, সন্ধে থেকেই তারস্বরে মাইক বাজিয়ে মেলা চলে,অথচ মেলার থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে রয়েছে পরীক্ষার্থীদের বাড়ি। শুধু মাইক বাজানো নয় তার আরো অভিযোগ এই মেলায় অবাধে চলছে জুয়া খেলাও, যাতে জড়িয়ে পড়ছে স্থানীয় যুব সমাজ। এই বিষয়ে মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুদয় নার্জিনারি জানান, বিজেপি মিথ্যে অভিযোগ করছে, মেলা চলছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে জোরে মাইক বাজানো হচ্ছে না, কোনো জুয়া খেলাও নেই মেলার মাঠে। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অবশ্য মেলা নিয়ে এক অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করেছেন। তিনি জানিয়েছেন এই এলাকায় কোনো মেলা হয় না, তাই স্থানীয় মানুষ তার কাছে মেলার আবদার করেছিলেন, সেই কারণেই তিনি স্কুল মাঠে মেলার অনুমতি দিয়েছেন।পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে এই মেলা বন্ধের দাবিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব মঙ্গলবার মিছিল ও পথ সভা করে। অবিলম্বে মেলা বন্ধ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

টিএমসিপি ও এবিভিপি স্লোগান পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ চত্বর

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ জানুয়ারি ঃ বুধবারও ফের উত্তেজনা ছড়ালো নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ চত্বরে। ঘটনার সুত্রপাত ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ক্যাম্পাসে। এবিভিপি এর অভিযোগ প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার কলেজে সকল ছাত্র ছাত্রী দের মতো আমাদের সংগঠনের ভাই বোনেরা যায় তাদের কোন কাজে,কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে টিএমসিপি ছাত্র সংগঠন থেকে, বহিরাগতদের নিয়ে আচমকাই হামলা করে যেখানে আমাদের তিন বোন সহ এক ভাই গুরতর আহত হয়, তাদের থেকে জানতে পারি সামগ্রিক ঘটনা ঘটে পুলিশের সামনেই,,, পাশাপাশি তিনি আরও জানান ইউনিয়নের ঘর থেকে রড সহ বিভিন্ন ভাড়ি বস্তু দিয়েও আক্রমণ চালানো হয় এবিভিপি সমর্থকদের ওপর। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ জানিয়ে কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে এক ডেপুটেশন কর্মসচী গ্রহনকরে টিএমপিসি এর তরফে।সেই মোতাবেক বুধবার দুপুর আনুমানিক পৌনে তিনটে নাগাদ এবিভিপি তরফে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের সমানে উপস্থিত হয়, কিন্তু কেলেজে গেটের বাইরে পূর্ব থেকেই হাজির ছিলো নবদ্বীপ থানার পুলিশ প্রশাসন, আর পুলিশের বাধার মুখে পরতে হয় এবিভিপি এর। আর কলেজের গেটের ভিতরে কালো পতাকা নিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে টিএমসিপি এর তরফে,পাশাপাশি এবিভিপি ও কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে স্লোগান দিতে থাকে এবিভিপি এর তরফে,বেশ কিছু সময় ধরে চলে এই স্লোগান, পাল্টা স্লোগান, পাশাপাশি পুলিশের বাধার মুখে পরে কার্যত কলেজের গেটের ভিতরে ঢুকতে না পেরে ক্ষোভে ফেটে পরে এবিভিপি এর তরফে, পুলিশের বিরুদ্ধেও স্লোগান দিতে শোনা যায়। কিছু সময় পর নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে হাজির হন রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার, তিনি গেলেও কলেজের ভিতরে ঢুকটে বাধা পান, পাশাপাশি সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে দেখে কলেজের ভিতর থেকে টিএমসিপি এর তরফে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে,পুলিশের সাথে কিছু কথোপকথন করার পর ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান সাংসদ।

সাগরদিঘিতে দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি ঃ কোচবিহার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বলরামপুরের বাসিন্দা সঞ্জীব কুমার দে এর দেহ ভেসে উঠলো কোচবিহার সাগর দিঘী তে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়েছে এলাকায়। তার ভাই অমিত কুমার দেব জানান, দাদা সঞ্জীব কুমার দেব, কর্মসূত্রে তিনি কোচবিহারে ভাড়া থাকতেন, কাল রাতে তার দাদা দুটোর সময় ফোন করে ফোন সুইচ অফ হওয়ায় আজ সকালে তুফানগঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি করতে যায় তার। সেখান থেকেই খবর পেয়ে ছুটে আসেন কোচবিহার শহরে সাগর দীঘিতে। অপরদিকে সাগরদিঘীতে দেহ ভেসে ওঠায় প্রথমে স্থানীয় লোকজনরা দেহ দেখতে পান। খবর যায় কোচবিহার কোতোয়ালি থানায়।

দোমহনিতে বিদ্যুৎ কার্য

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এপি/ইএল/২০/২৩-২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ এপি/ই এল/২০/২৩-২৪, কাজের নামঃ দোমহনিতে আরপিএফ ট্রেইনিং সেন্টার, আরপিএফ টিসি, ট্রেইনি অধঃস্তন আধিকারীকদের হোস্টেল উন্নতিকরণ সম্পর্কিয় ২০ ইউনিট ডাবল বেড রুম-এর বৈদ্যুতিক কার্যের সংস্কারকরণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৭,৩১,২৪৬/- টাকা, বায়নার ধনঃ ১৪,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১২-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৩-এপি-III-২০২৪। কাজের নামঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের জন্যে এসএসই/পি.-ওয়ে/ইউএসএফডি/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে ০২ বৎসরের জন্যে সুরক্ষা সম্পর্কীয় ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের হেতু ইউএসএফডি টীমকে অদক্ষ কর্মীক সাহার্য করা। টেন্ডার রাশিঃ ৪৩,৯১,২০৫.৭৬ টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৭,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৫-০২-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কনফারেন্স হলের ব্যবসায়িক গোটের জন্যে নবীকরণ

টেণ্ডার নোটিস নং. ০১আরটি অফ ২০২৩-২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. এন-২০২৩-২৪-০১আরটি-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউ। কাজের নামঃ সেন্ট্রাল কন্ট্রোল মালিগাঁওএ কনফারেন্স হলের ব্যবসায়িক গোটের জন্যে নবীকরণ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,১৬,০০,৪৭১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৮,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৫-০২-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম অভিযন্তা/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিগন্যালিং সম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রতিস্থাপন ও মেরামতের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৩-কে-৩৮, তারিখঃ ১২-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১; টেন্ডার নংঃ এন-২০২৩-কে-৩৮, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনের ডিএসটিই/কাটিহার সেকশনের অধিনে সিগন্যালিং সম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রতিস্থাপন ও মেরামতের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৮২,৯০,১৪৯.৯২ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৬৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অন্ডাল স্টেশনের জন্য সুবিধা এবং নান্দনিকতার একটি আধুনিক হাব হবে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারী ঃ অন্ডাল রেলওয়ে স্টেশন, পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রস্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন, অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে একটি অসাধারণ রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত। টাকা যথেষ্ট বিনিয়োগ সঙ্গে. ২০ কোটি টাকায়, এই পুনঃউন্নয়ন উদ্যোগটি কেবল যাত্রীদের উন্নত অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয় না বরং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত আধুনিকতার প্রতীক হিসাবে স্টেশনটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। পুনঃ উন্নযন পরিকল্পনা একটি বহুমুখী পরিবহন হাব তৈরি করার জন্য বিভিন্ন দিককে সম্বোধন করে একটি সামগ্রিক পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। মূল বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত ট্রাফিক সঞ্চালন এবং সৌন্দর্যায়ন একটি বিস্তৃত ১৯২,২৩৫ বর্গ মিটার উন্নত ট্রাফিক প্রবাহ এবং নান্দনিক বর্ধনের সাক্ষী হবে, যা যাত্রীদের জন্য একটি স্বাগত পরিবেশ তৈরি করবে। প্রবেশদ্বার বারান্দা একটি ২৪ বর্গ মিটার প্রবেশদ্বার বারান্দাটি স্থাপত্যের কমনীয়তার স্পর্শ যোগ করবে, যা স্টেশনে একটি স্বাগত প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিবেশন করবে। দিব্যাং টয়লেট সুবিধা- একটি ৭.৫ বর্গ মিটার সুবিধা দিব্যাং (বিভিন্নভাবে-অক্ষম) ব্যক্তিদের জন্য উৎসর্গীকৃত, অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করে। সম্মুখভাগ এবং উচ্চতার কাজ- স্টেশনের বাইরের অংশটি একটি অসাধারণ ফেসলিফ্টের মধ্য দিয়ে যাবে, যা এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সাথে আধুনিক নান্দনিকতার সমন্বয় করবে।

শ্রমিকদের আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে মালদায় শুরু হলো শ্রমিক মেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে মালদায় শুরু হলো শ্রমিক মেলা। সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রদানের লক্ষ্যেই বুধবার এই শ্রমিক মেলা উদ্বোধন হয় পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেতুমোড় এলাকায়। ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি দুই দিন ধরে এই শ্রমিক মেলা চলবে। এদিনের এই শ্রমিক মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল ইসলাম, মালদার শ্রম দপ্তরের যুগ্ম লেবার কমিশনার তানিয়া দত্ত , বিধায়ক সমর মুখার্জি সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তরা। এদিনের শ্রমিক মেলার উদ্বোধনী কর্মসূচির মাধ্যমে ৬১৩ জন বেনিফিসিয়ারীদের নানান দুর্ঘটনার জনিত বিষয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা বেনিফিট চেক দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুইদিন ধরে চলা এই শ্রমিক মেলায় রাজ্য সরকারের মোট ১৬টি দপ্তরের স্টল খোলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে উৎকর্ষ বাংলা, শ্রম দপ্তর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, মস্য দপ্তর প্রমুখ । এই মেলার মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের কাছেই রাজ্য সরকারের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষায় নথিভুক্ত করার কর্মসূচির বিষয়টি নিয়েও প্রচার চালানো শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কর্মসাথী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এই কর্মসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে মালদায় এখনো পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ পরিবার নথিভুক্ত হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মালদার ২৯টি মৃত শ্রমিকের পরিবারকে এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্প মাধ্যমে ৫৮ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে সহযোগিতা করেছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা এবং শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করার বিষয়টি নিয়ে মূলত এই শ্রমিক মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মালদার যুগ্ম লেবার কমিশনার তানিয়া দত্ত জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত দুর্ঘটনায় মৃত্যু মালদার পরিযায়ী শ্রমিকদের ২ লক্ষ টাকা এবং জখমদের ৫০ হাজার টাকা করে চেক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন এই মেলার মাধ্যমে ৬১৩ জন পাশাপাশি নির্মাণকর্মীদের ৬০ বছর বয়স পেরিয়ে গেলে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা পেনশনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-রিহ্যাব-বিডিসি-কেডব্লুএই-২৪, তারিখ ১৬.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। কাজের নাম ঃ হাওড়া ডিভিশনের এএসটিই/কাটোয়া এবং এএসটিই/ব্যান্ডেল-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসেটগুলির সিগন্যালিং গিয়ারগুলির রিহ্যাবিলিটেশন ও উন্নতি বিধান। বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ ১,৭৭,৮৭,৬৮৪.১৬ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ২,৩৮,৯০০ টাকা। বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ ২৬.০১.২০২৪। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১৮ মাস। অফারের বৈধতা ঃ ১২০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ ০৯.০২.২০২৪, দুপুর ৩টা। টেন্ডার আপলোডের তারিখ সময় ঃ ১৬.০১.২০২৪, বিকাল ৫.০১ মিনিট।

(HWH-456/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড

(সাধারণত পরিচিত বিএনকে মার্কেটিং লিমিটেড-র হিসাবে)

CIN:L34202WB1986PLC040542

রেজি, অফিসঃ ডানকান হাউস,৩১,নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং:(০৩৩)৬৬২৫ ১০০০ / ১৫০০, টেলিফ্যাক্স:(০৩৩)২২৩০৬৮৪৪
ইমেল: secretarial.qcml@rpsg.in; website: www.qcml.in

অনিরীক্ষিত ফলাফলের বিবৃতি ত্রৈমাসিকের জন্য নয় মাস শেষ হয়েছে ৩১.১২.২০২৩

এস আই এনসি	বিশেষ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বছর শেষ
		৩১.০৩.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	১৩৭.১৭	১৩৯.৩৫	৯৩.০৬	৪১৮.৩৬	১.১১৪. ৯১	৩.২১৩.৮১
২	লাভ(ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে	১২৭.২১	১২২.২৫	৭৮.৪৩	৩৮১.৬৯	৩১৩.৬৫	২,৩৭৬.৭২
৩	করের পর সাধারণ কার্যক্রম থেকে নেট লাভ (ক্ষতি)	৯৪.১৯	৯১.২৩	৫৭.৭৩	২৮৪.১৯	২৩৪.৯৪	১,৮৮৬.২৮
৪	মোট ব্যাপক আয় (ক্ষতি) করের নেট	১৮,২৮৭.২২	৩,৭৮৬.৫৬	১,২৫৩.০১	৩৪,১৩৯.৯৪	-৬,৬১৬.৯৪	-১৪,০৬৪.৭৬
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৬৬,৩৬৭.২৯
৭	শেয়ার প্রতি আয় (চালানোর জন্য এবং বন্ধ অপারেশন)-(প্রতিটি ১০-টাকা) ক)একটা মূল	০.৯৪	০.৯১	০.৫৮	২.৮৪	২.৩৫	১৮.৮৬
	খ) পাতলা	০.৯৪	০.৯১	০.৫৮	২.৮৪	২.৩৫	১৮.৮৬

মন্তব্য-
১ অডিট কমিটি এই ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছে এবং পরিচালনা পর্ষদ উপরোক্ত ফলাফলগুলি অনুমোদন করেছে।১৭ জানুয়ারী ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের বৈঠকে
২ উপরে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীনে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস।SEBI-এর রেগুলেশন ৩৩ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট বিএসই ওয়েবসাইট অর্থা www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থা www.qcml.in-এ উপলব্ধ।
৩ সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময়ের জন্য চিত্রটি যেখানেই বিবেচনা করা হয়েছে সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে বর্তমান সময়ের উপস্থাপিত পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রয়োজনীয়।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের জন্য
সুনীল কুমার সাঙ্গানেরিয়া
পরিচালক
DIN: ০৩৫৬৮৬৪৮

তারিখ ১৭ই জানুয়ারী, ২০২৪
স্থান কলকাতা

বিশ্বনাথন আনন্দ সিংহাসনচ্যুত

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দেশের এক নম্বর প্রজ্ঞানন্দ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারিঃ নতুন বছর শুরু রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর নতুন রেকর্ড গড়াও শুরু। ফের খবরের শিরোনামে বছর ১৮-র ভারতীয় দাবাড়ু প্রজ্ঞানন্দ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে নেদারল্যান্ডসের উইক আন জি-তে টাটা স্টিল মাস্টার্সে হারিয়েছেন

রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। চেন্নাইয়ের ছেলে প্রজ্ঞানন্দ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে হারিয়ে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু হয়েছেন। তিনি টপকে গিয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দকে। বর্তমানে রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর ফিডে রেটিং পয়েন্ট ২৭৪৮.৩। আর বিশ্বনাথন আনন্দের ফিডে রেটিং পয়েন্ট হল ২৭৪৮। অর্থাৎ ০.৩ পয়েন্ট হলেও বিশ্বনাথন আনন্দের থেকে এগিয়ে গিয়েছেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দের পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে প্রজ্ঞানন্দ ক্লাসিক্যাল দাবায় কোনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারালেন। টাটা স্টিল দাবায় কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখান প্রজ্ঞানন্দ। চার রাউন্ডে এটাই রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দের প্রথম জয়। কারণ আগের তিনটি রাউন্ডে তিনি ড্র করেছিলেন। ম্যাচের পরে প্রজ্ঞানন্দ Chess.com কে বলেছেন, ''আমি ভেবেছিলাম আমি খুব সহজেই ম্যাচটা ড্র করতে পারব। তারপর দেখি ও কিছু ভুল চাল দিচ্ছে। আমি অবশ্য তার আশাও করিনি। প্রথম বার ক্লাসিক্যাল দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ভালো লাগছে।'' মাত্র ৫ বছর বয়স থেকে দাবা খেলা শুরু করেছেন। ১৮-বছরে পৌঁছতে পৌঁছতে একাধিক খেতাব অর্জন করে ফেলেছেন প্রজ্ঞানন্দ। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। এ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে হারিয়ে দেশের এক নম্বর দাবাড়ু হওয়ার পর প্রজ্ঞানন্দকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স এ সচিন ভারতীয় তরুণ দাবাড়ুকে নিয়ে একটি বার্তা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে এই অসাধারণ জয়ের জন্য রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ১৮ বছর বয়সে, তুমি শুধু খেলায় আধিপত্য বিস্তার করোনি, বরং ভারতের শীর্ষ স্তরের প্লেয়ার হয়ে উঠেছো। তোমার আসন্ন চ্যালেঞ্জের জন্য শুভেচ্ছা। দাবাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতেকে গৌরবান্বিত করতে থাকো।'

আইপিএলে ভালো খেললে টি২০ বিশ্বকাপে কেন নয়

প্রশ্ন তুলে দিলেন মহম্মদ সামি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারিঃ জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল আজ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে ভারতীয় টিম। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি যদি বলতে হয়, আইপিএলই হতে চলেছে মঞ্চ। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ভালো খেলবেন যাঁরা, তাঁরাই সুযোগ পাবেন বিশ্বকাপে, এমনটা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাবে না। বরং, নির্বাচক কমিটি ২৫-৩০ জনের সম্ভাব্য টিম ভেবে রেখেছেন। ওই সম্ভাব্য টিমের যাঁরা ভালো পারফর্ম করবেন, তাঁরাই সুযোগ পাবেন বিশ্বকাপে। এমনটা হওয়া উচিত নয়। মনে করছেন মহম্মদ সামি। তাঁর স্পষ্ট যুক্তি, যে হেতু বিশ্বকাপের আগে কোনও সিরিজ নেই, সেই কারণে যাঁরা আইপিএলে ভালো খেলবেন, তাঁদেরই সুযোগ পাওয়া উচিত বিশ্বকাপের টিমে। ২০২১ সালের পর টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটের জন্য সামিকে খুব একটা ভাবা হয় না। জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজরাই খেলেন। হার্দিক পান্ডিয়ার মতো অলরাউন্ডারকে

তৃতীয় সিমার হিসেবে রাখা হয়। যদিও সামি গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও টিমে ছিলেন। সেই সামিই কিন্তু অন্য কথা বলছেন। চোটের কারণে টিম থেকে দূরে রয়েছে সামি। দীর্ঘদিন দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেননি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে প্রথম দুটো টেস্টে টিমে নেই। পরের দিকে টিমে ফিরবেন, এমনই বলা হচ্ছে। কিন্তু সামি কি টি-টোয়েন্টি টিমে থাকবেন? পরিস্থিতি যখন এমন, তখন বাংলার পেসার কিন্তু সরাসরি অন্য কথা বলে দিচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, যিনি ভালো খেলবেন আইপিএলে, তাঁরই বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাওয়া উচিত। সামির কথায়, ''বিশ্বকাপের আগে এখনও অনেক সময় আছে হাতে। তার আগে আইপিএল আছে। এই আইপিএলে যে বা যারা ভালো খেলবে, তারই বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাওয়া উচিত। কম্বিনেশনের ভিত্তিতে টিম তৈরি করা উচিত। সোজা কথা হল, আমি যদি আইপিএলে ভালো খেলি, তা হলে আমার বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাওয়া উচিত। কে বিশ্বকাপ খেলতে চাইবে না বলুন তো?'' ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে দারুণ পারফর্ম করেছিলেন সামি। প্রথম চারটে ম্যাচে টিমে সুযোগ পাননি। কিন্তু টিমে ফিরে অবিশ্বাস্য ছন্দে ছিলেন। ইঞ্জেকশন নিয়ে খেলেও নিয়েছিলেন ২৪টা উইকেট। সেই তাঁকে উপেক্ষা করে যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিম বাছা যাবে না, তা ভালো করেই জানেন নির্বাচকরা।

আইসিসি ক্রমতালিকায় প্রথম দশে এন্ট্রি যশস্বীর

দুবাই, ১৭ জানুয়ারিঃ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে বুধ-রাতে ভারত-আফগানিস্তানের তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ। তার আগে সুখবর ভারতীয় শিবিরে। আফগানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচের আগেই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলেছে ভারত। এই সিরিজের প্রথম ২টি টি-২০ ম্যাচে ভালো পারফর্ম করার পুরস্কার পেয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেলরা। প্রকাশিত হয়েছে আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিং। তাতে এই প্রথম বার প্রথম দশে ঢুকে পড়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। আর সকলকে বেশি চমকে দিয়েছেন শিবম দুবে। তিনি ২০৭ ধাপ ওপরে উঠেছেন। আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শিবম দুবে টপকে গিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। আফগানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে খেলতে পারেননি সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু তিনি আইসিসি টি-২০

ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৮৬৯। একধাপ উন্নতি হয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমের। তিনি ৭৬৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন ৪ নম্বরে। ৭ ধাপ ওপরে উঠেছেন ভারতীয় তরুণ ক্রিকেটার যশস্বী জয়সওয়াল। এই প্রথমবার আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে ঢুকে পড়লেন যশস্বী জয়সওয়াল। ৭৩৯ অর্জিত রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যশস্বী রয়েছেন ছয় নম্বরে। এক ধাপ নেমে গিয়েছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। ৬৬১ পয়েন্ট নিয়ে তিনি অবশ্য ৯ নম্বরে রয়েছেন। আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় শিবম দুবে বড়সড় লাফ দিয়েছেন। আফগানদের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচে তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্স দেখা গিয়েছে। তিনি আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ২০৭ ধাপ উঠেছেন। ৪৭২ পয়েন্ট নিয়ে শিবম দুবে পৌঁছে গিয়েছেন ৫৮ নম্বরে। তিনি পিছনে ফেলে দিয়েছেন শুভমন গিল, তিলক ভার্মা, লোকেশ রাহুল, রোহিত শর্মাদের। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের হয়ে টি-২০ ম্যাচ খেলেননি রোহিত। ৪৪৭ পয়েন্ট নিয়ে ৬৮ নম্বরে রয়েছেন তিনি।

ধোনির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ছোটবেলার বন্ধু দিবাকরের

রাঁচী, ১৭ জানুয়ারিঃ এম এস ধোনির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু। মিহির দিবাকর নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন ধোনি। তিনি এই নিয়ে রাঁচির কোর্টে মামলাও করেছিলেন। মিহির ছোটবেলার বন্ধু ধোনির। তিনিও থাকেন রাঁচিতেই। মিহিরের অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট নামে একটি সংস্থা রয়েছে। সেই সংস্থার হয়ে একটি অনুষ্ঠান করার কথা ছিল ধোনির। কিন্তু প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের অনুষ্ঠানের নাম করে মিহির চেকও নিয়ে নিয়েছিলেন। ধোনি অবশ্য ঘটনার জন্য পুরো দায় চাপিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুর নামে। সেটি ভালভাবে নেননি মিহির ও তাঁর স্ত্রী সোমা। তাঁরা সমান অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। ২০১৭ সালে তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ধোনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক যে এই ধরনের মন্তব্য করে ঠিক কাজ করেননি, সেটি

তাঁরা আদালতকে জানিয়েছেন। এমনকী এও আর্জি জানিয়েছে আদালতকে, যাতে আগামী দিনে ধোনি তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানালে সেটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ না করা হয়। বৃহস্পতিবারই দিল্লি হাইকোর্টে মামলার শুনানি করা হবে। আইপিএল শুরুর আগে মাঠের বাইরের এ ঘটনায় সমস্যায় পড়ে গেলেন মাহি। এর আগে জানুয়ারির প্রথম দিকে মিহির এবং সোমার নামে আদালতে প্রতারণার মামলা দায়ের করেন ধোনি। অভিযোগে বলা হয়েছে, অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের চুক্তি সইয়ের পরে দিবাকর আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী ধোনিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি এবং লাভের অংশ দেওয়ার কথা ছিল অর্ক স্পোর্টসের। চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা টাকা শোধ করেননি। ধোনি শুরুতেই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করেননি। প্রথমে দিবাকর ও সোমার সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন তিনি। এরপর ২০২১ সালের মাঝামাঝিতে চিঠি দিয়ে অর্ক স্পোর্টসকে নিজের নাম ব্যবহার করার অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন ধোনি। তাতেও কাজ না হওয়ায় বেশ কয়েক বার আইনি চিঠিও দেওয়া হয় তাঁদের। তাতেও কাজ না হলে শেষ পর্যন্ত ১৫ কোটি টাকার প্রতারণার মামলা দায়ের করেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার।

জোসেফের অভিষেক বলের শিকার 'অভিষেক' হওয়া ওপেনার স্মিথ!

অ্যাডিলেড, ১৭ জানুয়ারিঃ ডেভিড ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর থেকে একটাই আলোচনা চলছিল। কে ওপেন করবেন তাঁর জায়গায়। শেন ওয়াটসন দিয়েছিলেন সমাধান। যিনি তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছেন এতদিন, তিনি নতুন বলে অনেক বেশি অভ্যস্ত। তাঁকেই দেওয়া উচিত দায়িত্ব। সেই গুরুদায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছিলেন। বন্ধু ওয়ার্নারের জায়গায় ওপেন করতেও নামলেন। কিন্তু ওপেনার হিসেবে শুরুতেই এমন ভরাডুবে হবে, কে জানত। স্টিভ স্মিথ ১২ রানের মাথায় আউট হয়ে গেলেন স্যামার জোসেফের প্রথম বলেই! যা বেশ অবাকই করেছে ক্রিকেট মহলকে। এক

সময় বিশ্বত্রাস ক্রিকেট টিম ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই সোনালি যুগ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে ক্যারিবিয়ান টিম। ইদানীং ওয়েস্ট ইন্ডিজ মানে শুধু টি-টোয়েন্টি লিগ আর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য প্লেয়ার জোগাড় করাই ছিল কঠিন কাজ। সে সব সামলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন প্লেয়ারের অভিষেক হয়েছে। জাস্টিন গ্রেভস, কাভেম হজস, স্যামার জোসেফরা খেলতে নেমেছেন তাঁদের প্রথম টেস্ট। আর তাতেই রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছেন জোসেফ। অভিষেক টেস্টের প্রথম বলেই উইকেট নিয়েছেন আর এক 'অভিষেক' হওয়া ওপেনার স্মিথের। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না, তার আগে অবশ্য প্রমাণ করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ১৮৮ রানে শেষ হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। তিন নম্বরে নামা ক্রিক ম্যাকেঞ্জি ৫০ করেছেন। বাকিরা সবাই ব্যর্থ। একেবারে শেষে নেমে জোসেফ ৩৬ করে দিয়েছেন। ৪টে করে উইকেট নিয়েছেন জস হ্যাজেলউড ও প্যাট কামিন্স। ১টি করে উইকেট মিচেল স্টার্ক ও নাথন লিয়ঁর। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়াও যে খুব স্বস্তিতে, তা বলা যাবে না। স্মিথের (১২) পাশাপাশি ফিরে গিয়েছেন মার্নাস লাবুসেনও (১০)। তার মধ্যে স্মিথ জোসেফের লাফিয়ে ওঠা বলটা বুঝতেই পারেননি। দুটো উইকেটই জোসেফের পকেটে।

দুরন্ত ছয় মেরেও কেন ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বাবর আজম?

ডুনেডিন, ১৭ জানুয়ারিঃ খারাপ সময় থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফের হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। কিন্তু বাবর আজম আবার সুপারহিট। এই ম্যাচেও করেছেন হাফসেঞ্চুরি। এই টানা তিন ম্যাচে তিনটে হাফসেঞ্চুরি করা পেসারের বিরুদ্ধে ফিন অ্যালান এক ওভারে নিয়েছেন ২৭ রান। পর পর মেরেছেন ৬, ৪, ৪, ৬, ৬, ১। তাতেও খেলা থেকে সরে যায়নি পাকিস্তান। বরং বাবর ব্যাট করতে নেমে ৩৭ বলে ৫৮ করে ম্যাচে রাখার চেষ্টা করেছিলেন টিমকে। মেরেছেন ৮টা চার। কিন্তু বাবর

করলেন তিনি। বিশ্বকাপের সময় থেকেই ব্যাটে রান ছিল না। অস্ট্রেলিয়া সফরেও রান পাননি। এ নিয়ে কথা উড়ছিল না। সে সব থামিয়ে দিয়েছে প্রাক্তন পাক নেতার চওড়া ব্যাট। বাবর আজম সাধারণত ছয়ের জন্য বিখ্যাত নন। আগ্রাসনের বদলে তিনি বরং ভরসা দেওয়ার রাস্তাতেই হাঁটতে ভালোবাসেন। সেই বাবর কিনা ছয় মেরেও ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ডুনেডিনে! কী এমন ঘটল? তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে আগে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড তুলেছিল ২২৪ রান। বোলিং করতে নামা পাকিস্তান আবার ওই সময় খবরের শিরোনামে ছিল হ্যারিস রউফের জন্য। হঠাৎ অবসর ঘোষণা একটা ছয় মারতে গিয়েই পড়েছেন মুশকিলে। বলা উচিত রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম তিনটে ম্যাচ হেরে সিরিজ খোয়ালেও বাবর ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছেন। ডুনেডিন স্টেডিয়ামে ঘাসের গ্যালারি রয়েছে। সে দিকেই একটা ছয় মারেন বাবর। কিন্তু সেই বল উড়ে গিয়ে মাথায় লাগে এক সমর্থকের। বাবরের ছয়ের ধাক্কায় মাটিতে আছড়ে পড়েন ওই ক্রিকেট ভক্ত। যা দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যান বাবর। বেশ কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। পাকিস্তানি ব্যাটার যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। ম্যাচের পর ওই সমর্থকের খোঁজও নিয়েছিলেন বাবর।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে জকোভিচ

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারিঃ একটা সময় মনে হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সব থেকে বড় অঘটন বোধহয় ঘটতে চলেছে। তৃতীয় সেট জেতার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যালেক্সেই পপিরিন। কিন্তু সেখান থেকে ফিরলেন নোভাক জকোভিচ। শুধু সেই সেটই জিতলেন না, পরের সেটও জিতলেন। চার সেটের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতে কোর্ট ছাড়লেন জকোভিচ। ৬-৩, ৪-৬, ৭-৬ (৭-৪), ৬-৩ গেমে ম্যাচ জিতলেন জকোভিচ। খেলার শুরু থেকে নিজেদের সার্ভিস ধরে রাখার দিকে নজর গিয়েছিলেন পপিরিন। জকোভিচের মতো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুরু করেন তিনি। সেটের সপ্তম গেমে পপিরিনের সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে যান জকোভিচ। ফলে আর ফিরতে পারেননি পপিরিন। জকোভিচের দখলে যায় প্রথম সেট। দ্বিতীয় সেটে দেখা গেল প্রথম রাউন্ডের রিপ্লে। প্রথম রাউন্ডেও দ্বিতীয় সেট হেরেছিলেন জকোভিচ। এই ম্যাচেও হারলেন। জকোভিচের সার্ভিস ভাঙেন পপিরিন। প্রথম সেট হারার পরে দ্বিতীয় সেটে অনেক আত্মবিশ্বাসী টেনিস খেলছিলেন পপিরিন। তাঁর ফোরহ্যান্ড বেশ জোরালো। সেই ফোরহ্যান্ডের বেশি ব্যবহার শুরু করেন তিনি। চাপে পড়ে কয়েকটি আনফোর্সড এরর করেন জকোভিচ। ফলে দ্বিতীয় সেট হারাতে হয় তাঁকে। পপিরিন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। স্বাভাবিক ভাবেই রড লেভার এরিনার দর্শক তাঁর পিছনে ছিল। তার উপর তিনি একটি সেট জিতে যাওয়ায় সমর্থন আরও বেড়ে যায়। পপিরিন একটি করে পয়েন্ট জিতলে কান পাতা দায় হচ্ছিল। ঘরের সমর্থন কাজে লাগিয়ে তৃতীয় সেটে একটা সময় সেট পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছিলেন পপিরিন। তখনই আশঙ্কা হয়েছিল অঘটনের। কিন্তু বিশ্বের সেরা টেনিস তারকা তো এই কঠিন সময়েই নিজের সেরা খেলাটা খেলেন। সেটাই করলেন জকোভিচ। তিনটি সেট পয়েন্ট বাঁচিয়ে সেই গেম জিতলেন। শুধু তাই নয়, তার পরে তৃতীয় সেটও নিজের দখলে নিলেন তিনি। জকোভিচের খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, চতুর্থ সেটেই খেলা জেতার চেষ্টা করবেন। সেটা করলেনও। ম্যাচ জিতলেও পপিরিনের খেলা যে তাঁকে মুগ্ধ করেছে তা জকোভিচের কথা থেকেই বোঝা গেল।

কোচের ওপর আস্থা হারিয়েছেন বার্সেলোনার খেলোয়াড়েরা

বার্সেলোনা, ১৭ জানুয়ারিঃ মাঠের খেলার বার্সেলোনার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। লিগ শিরোপা লড়াইয়ে বেশ বার্সেলোনার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। লিগ শিরোপা লড়াইয়ে বেশ পিছিয়ে, এর মধ্যে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে বড় হার। তবে বার্সেলোনার সমস্যা এখন মাঠেই সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়েছে ডাগআউটেও। বার্সেলোনার একাধিক সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে, মূল দলের খেলোয়াড়দের একটি অংশের আস্থা হারিয়েছেন কোচ জাভি হার্নান্দেজ। গত রবিবার সৌদি আরবে এল ক্লাসিকোয় ৪-১ গোলে হারের আগে থেকেই কোচ-খেলোয়াড়দের দূরত্ব বিরাজ করছিল বলে জানিয়েছে সূত্রগুলো। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় বার্সেলোনার খেলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছেন। জাভি বলেছেন, তাঁরা বার্সেলোনার ধরনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না, এ নিয়েও তাঁরা বিরক্ত। একটি সূত্র জানায়, সব খেলোয়াড়ই যে একই মত পোষণ করেন, তা নয়। তবে কয়েকজন মনে করেন, দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের বিষয়ে জাভি কঠোর নন। জাভির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র অবশ্য এসব নিয়ে উদ্বেগের কিছু দেখছেন না। জাভি মনে করছেন, খেলোয়াড়েরা এখনো তাঁর সঙ্গেই আছেন, ২০ জনের একটি দলে সব সময় কেউ না কেউ

অসুখী থাকবেই। খেলোয়াড়-কোচ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গত ২১ ডিসেম্বরের বার্সেলোনা-আলমেরিয়া ম্যাচকে 'টার্নিং পয়েন্ট' বলে অভিহিত করেছে একটি সূত্র। লা লিগায় জয়হীন থাকা দলটির বিপক্ষে সেদিন ৩-২ গোলে জিতেছিল বার্সা। ম্যাচ শেষে জাভি বলেছিলেন, প্রথমার্ধে ১-১ সমতায় থাকা ম্যাচটির বিরতিতে খেলোয়াড়দের এযাবকালের কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এর আগে লা লিগায় মাদ্রিদ ও জিরোনা এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে শাখতার দোনেস্ক ও রয়্যাল অ্যান্টওয়ার্প ম্যাচেও কোচ-খেলোয়াড়দের সম্পর্কে অবনতি দেখা দেয়। যদিও একাধিক সংবাদ সম্মেলনে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকার দাবি করেছেন জাভি। রবিবার স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হারের পরও খেলোয়াড়দের ওপর বিশ্বাস আছে এবং চলতি মরসুমেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ভালো কিছু করবেন বলে নিজের আস্থার কথা জানিয়েছিলেন জাভি। ২০২১ সালে বার্সেলোনা কোচের দায়িত্ব নেওয়া জাভি সম্প্রতি ক্লাবের সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবীকরণ করেছেন। তবে ইএসপিএনের কাছে এক সূত্রের দাবি, চুক্তি নবীকরণ সত্ত্বেও চলতি মরসুমে জাভির ডাগআউটে টিকে থাকা নিয়ে সংশয় আছে। যদিও বার্সেলোনার আর্থিক নীতির কারণে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সহজ নয়, তবু কোচ বদলাতে হলে প্রাক্তন বার্সেলোনা 'বি' দলের কোচ রাফায়েল মার্কেজকে অন্তর্বর্তী দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নাকি বিবেচনাধীন। এখন লা লিগায় ১৯ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ বেশি খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে অ্যাথলেটিক ক্লাব। আর ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে জিরোনা এক এবং ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ দুইয়ে অবস্থান করছে।

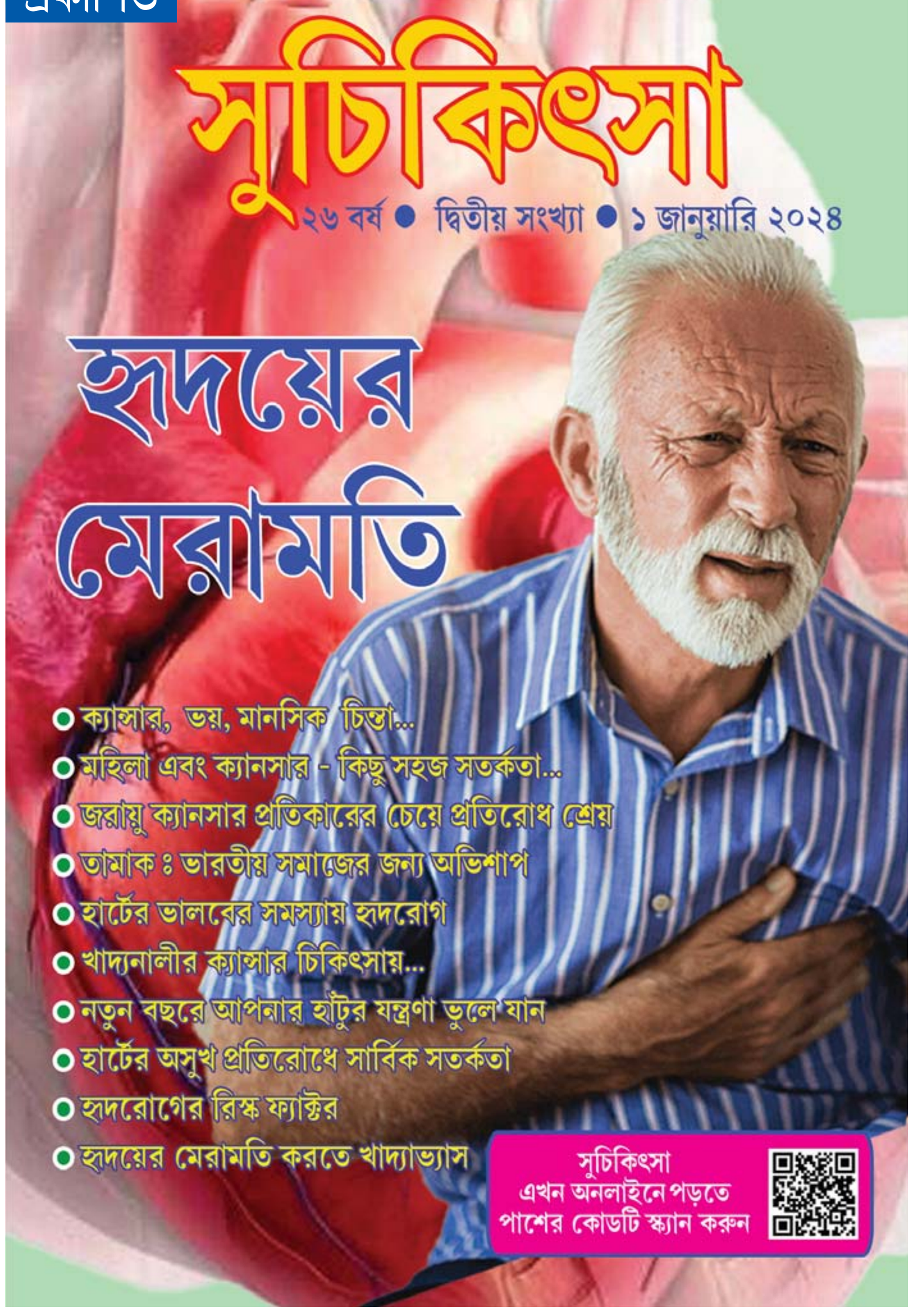

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com